নব চর্যাপদ

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এম. এ, পি-এইচ. ডি.
প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃক
সংগৃহীত ও সংকলিত

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ, পি-এইচ. ডি.
প্রাক্তন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৮৯

ভারতে মুদ্রিত। বাংলা প্রকাশন সমিতির পক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস-সুপারিনটেনডেন্ট শ্রী প্রদীপকুমার ঘোষ কর্তৃক ৪৮ হাজরা রোড কলিকাতা-২৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক কৌশিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৮/বি, ভুবন ধর লেন, কলিকাতা ৭০০০১২ হইতে মুদ্রিত।

স্বর্গত অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের স্মরণে

সূচিপত্র

ভূমিকা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) প্রায় আকস্মিকভাবেই বাংলা ভাষার আদি গ্রন্থ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ('চর্যাগীতিকোষ') সঙ্কলন গ্রন্থটি আবিষ্কার করিয়া (১৯০৭) এবং "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা"র অন্তর্ভুক্ত করিয়া ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর পরে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের অধ্যক্ষ এবং বাংলা সাহিত্যের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক,' অধুনা প্রয়াত, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৬৪) সেইরূপ আকস্মিকভাবেই বক্ষ্যমাণ-সঙ্কলনে-গৃহীত "নব চর্যাপদ" আবিষ্কার করিয়াছিলেন (১৯৬৩)। তাঁহার এই আবিষ্কারের সংবাদ কলিকাতার দুইটি সংবাদ-পত্রে (The Statesman, April 23, 1963 এবং আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ মে, ১৯৬৩) ঘোষিত হইবার পর প্রাচীনসাহিত্যামোদী পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষকগণ ডঃ দাশগুপ্তকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অতঃপর নবাবিষ্কৃত চর্যাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে অবহিত করিবার জন্য ডঃ দাশগুপ্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে (৭ সেপ্টেম্বরে, ১৯৬৩) অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিদ্বজ্জনসভায় উক্ত সংগ্রহ হইতে দুইটি গান টেপ-রেকর্ডারে বাজাইয়া শোনান এবং সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁহার এই আলোচনার সারাংশ প্রথমে 'সাহিত্যের খবরে', পরে 'নবপর্যায় চতুষ্কোণে' (শ্রাবণ ১৩৭১/আগস্ট ১৯৬৪) পুনর্মুদ্রিত হয়।[১] আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, নেপালের বজ্রযানী বৌদ্ধ সাধকেরা একালেও চর্যাগানের অনুরূপ গান সাধনভজনে ব্যবহার করেন। এই অঞ্চলে 'চর্যা' শব্দ রূপান্তরিত হইয়া 'চচা' বা 'চাচা' গান নামে পরিচিত হইয়াছে। এই মতের সাধকদের কাছে উক্ত 'চাচা' গানের পাণ্ডুলিপি এখনও আছে।

বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান—যাহা সাধারণতঃ 'মন্ত্রনয়' বলিয়া পরিচিত, তাহার তত্ত্ব, দর্শন ও গান এখন আর বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ বৌদ্ধ সহজিয়াদের ধ্বংসাবশেষ হইলেও দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর তান্ত্রিক বৌদ্ধ সহজিয়ারা কীভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আত্মরক্ষা

---

১. তাঁহার এই আলোচনা এই সঙ্কলনে মুদ্রিত হইয়াছে।

করিল, 'নেড়া-নেড়ী' এই অপনাম হইতে উদ্ধার পাইয়া নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের (বীরচন্দ্র) কৃপায় বৈষ্ণব সহজিয়া নামে বৈষ্ণব সমাজের একান্তে গৃহীত হইল এবং কীভাবেই বা তাহাদের কোনো কোনো উপদল পরবর্তীকালে বাউলসম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করিল তাহা লইয়া পুংখানুপুংখভাবে গবেষণার এখনও বিশেষ অভাব আছে। সে যাহা হউক, ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় তাঁহার এই আবিষ্কারের কথা আনুপূর্বিক বিবৃত করেন।

এই প্রসঙ্গে ডঃ আর্নল্ড্ অ্যাড্রিয়ান বাকে (১৮৯১-১৯৬৩) সাহেবের নামটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। বস্তুতঃ তিনিই নেপালের এই 'চাচা' গানের প্রথম সন্ধান পান। ভারতীয় উচ্চসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট বাকে সাহেব লণ্ডন স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। গানের নেশায় তিনি দক্ষিণ ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালের নানা স্থান হইতে গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিপুল সংগ্রহের মধ্যে নেপালে সংগৃহীত 'চাচা' গানও ছিল। এই গানগুলি তিনি ১৯৫৪-৫৬ সালে নেপালের এক বজ্রাচার্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। তখনই তাঁহার মনে হইয়াছিল, এই 'চাচা' গানগুলির সঙ্গে বাংলা চর্যাগানের কোনোপ্রকার সংযোগ থাকিতে পারে। তাঁহার অনুমানটি খতাইয়া দেখিবার জন্য একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। ১৯৬৩ সালে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লণ্ডনে স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজে রবীন্দ্রস্মারক বক্তৃতা দানের জন্য আহূত হন। তখন ডঃ বাকে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এই চাচা গানের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শশিভূষণ টেপরেকর্ডারে গৃহীত গান শুনিয়া এবং উহার কপি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, বাকে-সংগৃহীত চাচা গানগুলি অর্বাচীন হইলেও পুরাতন চর্যাগানেরই বংশাবতংস। তখন তিনিও নেপালে গিয়া ঐ-বিষয়ে সন্ধানের সিদ্ধান্ত করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি নেপালযাত্রা করেন এবং সকলানন্দ বজ্রাচার্য নামে এক বজ্রযানী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিছু কিছু বজ্রগীতির সন্ধান পান। ডঃ বাকের নিকট তিনি বাইশটি গানের কপি পাইয়াছিলেন—নেপালে গিয়া সন্ধান করিতে লাগিলেন ইহার অতিরিক্ত আর কোনো গান পাওয়া যায় কিনা। এই সমস্ত গোপনীয় পুঁথিপত্র মুষ্টিমেয় বজ্রযানী সাধকদের কাছে আছে, কিন্তু তাঁহারা সেগুলি কাহাকেও দেখিতে দেন না। যাহা হউক, শশিভূষণ তাঁহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া কিছু কিছু পুঁথি দেখিয়া ও নকল করিয়া লইলেন। অবশ্য ইহারা

দিবালোকে এই পুঁথি বাহির করিতেন না, রাত্রিকালে প্রদীপের আলোকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া শশিভূষণ পদগুলি লিখিয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা হইল পুঁথিগুলি বিশেষ পুরাতন নহে, নেওয়ারি অক্ষরে লেখা অর্বাচীনকালের নকল। পুথি'র পাঠও অধিকাংশস্থলে বিকৃত। কোনো কোনো পুথি'তে নেওয়ারি ও নাগরি হরফের যথেষ্ট সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বিশখানি পুঁথি সন্ধান করিয়া তিনি মোট ২৫০টি গান পাইলেন। কতকগুলি রচনা এত অর্বাচীনকালের যে, তাহা হইতে পুরাতনকালের স্বাদগন্ধ অতি অল্পই পাওয়া যায়। অনেক গান নিছক পুনরাবৃত্তি মাত্র। গানগুলির প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা বিচার করিয়া শশিভূষণ মুদ্রণের জন্য ১০০টি গান নির্বাচন করেন। গানগুলির ভাষাভঙ্গী ও তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ধরিয়া তিনি উহাদের তিনটি কালপর্যায়ে বিভক্ত করেন। তাঁহার মতে, এই সঙ্কলনের ১ হইতে ১৯ সংখ্যক গান শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর সমকালের পদ অর্থাৎ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে। ২০ হইতে ৬৩ সংখ্যক পর্যন্ত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে এবং ৬৪ হইতে ৯৮ সংখ্যক পদ তাহারও পরবর্তীকালের রচনা।[২] আমরা এই গ্রন্থ সঙ্কলনের সময় তাঁহার কৃত প্রেসকপিতে মোট ৯৮টি গান পাইয়াছি, এখানে তাহাই মুদ্রিত হইল। ৯৯ ও ১০০ সংখ্যক গান দুইটি ড. দাশগুপ্ত বাদ দিলেন কেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। আমরা তাঁহার সংগ্রহের দুই-এক খানি পুঁথি দেখিয়াছি, তাহার পাটায় বজ্রযানী দেবদেবীর রঙিন চিত্রও দেখিয়াছি।

শশিভূষণ নানা উৎস হইতে এই পদগুলির পাঠ নির্ধারণ ও টীকা রচনা করিয়া বিস্তারিত ভূমিকাসহ 'নব চর্যাপদ' প্রকাশ করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার মনোগত অভিলাষ। সেই অভিপ্রায়ে পদগুলিকে ছোট ছোট খাতায় লিখিয়া অনেকগুলি পদের পাঠান্তর দিয়া, কিছু ব্যাখ্যা করিয়া প্রেসকপি প্রস্তুত করিতেছিলেন। প্রথম দিকে গানের টীকা ও পাঠান্তর কিছু বিস্তারিত, শেষের দিকে টীকা ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত, কোনোটির একেবারেই কোনো টীকা বা পাঠান্তর নাই। কালব্যাধি তাঁহার দেহ গ্রাস করিলে প্রেসকপি আর পুরা করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রেসকপির অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি যথাদৃষ্ট প্রকাশ করা হইল। তাঁহার রচনা ও সঙ্কলনে বিন্দুমাত্র

২. পদগুলির রচনাকাল সম্পর্কে এই গ্রন্থে সংযোজিত ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'নব চর্যাপদ ও ভাষাপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধের "পদসংকলনের কালানুক্রমিক বিভাগ" এবং "নব চর্যাপদে প্রাচীন বাঙলার লক্ষণ" উপচ্ছেদ দুইটি দ্রষ্টব্য।

হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী 'নবাবিষ্কৃত চর্যাপদের তত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি' নিবন্ধে পদগুলির তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার 'চর্যাপদ ও ভাষাপ্রসঙ্গে' তাঁহার নিজস্ব অভিমত দিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক তাহা দেখিয়া লইতে পারেন।

তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনপদ্ধতি ও চর্যাগানের প্রতি ড. দাশগুপ্তের আকর্ষণের কথা পাঠক ও গবেষকগণ অবগত আছেন। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিতেছিলেন তখনই তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহল বোধ করেন। এম. এ. পাস করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে ১৯৩৭ সালে তিনি *An Introduction to Tantric Buddhism* শীর্ষক গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তাহাতেই দেখা গেল, তিনি গবেষকের দৃষ্টির সাহায্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে তথ্য সন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য এই অমূল্য রচনার মুদ্রণ বহুদিন বন্ধ ছিল। অতঃপর ১৯৫০ সালে ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। ঐ গবেষণা সমাপ্তির দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি *Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature* শীর্ষক গবেষণার জন্য পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন (১৯৪০)। গ্রন্থটি ১৯৪৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ড. দাশগুপ্ত মধ্যযুগের নানা ধর্ম ও উপধর্ম সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়া বাংলা সাহিত্যের গবেষণাত্মক পরিচয় দিলেন এবং সবিস্তারে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধন-তত্ত্ব, তাহার নানা যান-উপযান ব্যাখ্যা করিয়া বাংলা চর্যাগানের গূঢ় রহস্যের গুটি ভাঙিয়া এবং প্রতীক-রূপকের খোলস ছাড়াইয়া সহজ ভাষায় এই বিচিত্র সাধনপদ্ধতি ব্যাখ্যা করিলেন। অবশ্য তাঁহার পূর্বে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ১৯২৮ সালে প্যারিস হইতে তাঁহার যে গবেষণা গ্রন্থ (*Les Chants Mystiques de Kanha et de Saraha*) প্রকাশ করেন, তাহাতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও সাধনপ্রণালী ব্যাখ্যা করিলেও তাহার প্রধান উপাদান হইয়াছিল কাহ্ন ও সরহের দোহা। অবশ্য ইহাতে তিনি 'তাঞ্জুর' (*Bstanhgyar*) অবলম্বনে বাংলা চর্যাগানের ('চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বিধৃত) পাঠ নির্ণয় ও সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের উক্ত গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের ঠিক নয় বৎসর পরে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত সবিস্তারে এই গ্রন্থস্থিত তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু দুইখানি ইংরেজি গ্রন্থ লিখিয়াই এ-বিষয়ে তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্ত হইল না। ইহার পর

নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে প্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত হইয়া 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি' (১৯৫৭) নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি বৌদ্ধ দর্শন, মহাযান মতবাদ এবং তাহার সঙ্গে বেদান্তের সম্পর্ক, বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনতত্ত্বসহ চর্যাগানের নানা দিক ধরিয়া আলোচনা করিলেন। তাঁহার পরেও অনেক দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্যাগান লইয়া গবেষণা করিয়া চলিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' প্রকাশের পর এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞমহলে কিরূপ কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত চর্যাগান ও দোহাকোষের বিভিন্ন সংস্করণ হইতেই প্রমাণিত হইবে।[৩]

১. চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ('হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'): সম্পাদনা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত। কলিকাতা, ১৯১৬
২. চর্যাপদ[৪]: সম্পাদনা—মণীন্দ্রমোহন বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত। কলিকাতা, ১৯৪৩
৩. চর্যাগীতিপদাবলী: সম্পাদনা—সুকুমার সেন। কলিকাতা, ১৯৫৬
৪. চর্যাগীতিকা: বৌদ্ধ গান ও দোহা: সম্পাদনা—সৈয়দ আলী আহসান। বাংলা আকাডেমি গবেষণা বিভাগ প্রকাশিত। ঢাকা, ১৯৮৪
৫. চর্যাগীতিকোষ (ফটোমুদ্রণ সংস্করণ): সম্পাদনা—নীলরতন সেন। কলিকতা, ১৯৭৮
৬. সিদ্ধসাহিত্য (হিন্দী): ধর্মবীর ভারতী। এলাহাবাদ, ১৯৫৫
৭. দোহাকোশ (হিন্দী): সম্পাদনা—রাহুল সাংকৃত্যায়ন, বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ। পাটনা, ১৯৫৭
৮. *Dohākoṣa,* Part I, Edited by Prabodh Chandra Bagchi, Calcutta. Series No 25C
৯. *Some Aspects of Buddhist Mysticism in the Caryāpadas*—P. C. Bagchi 'Calcutta Oriental Journal', Vol. I, No. 5, 1934
১০. *Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Caryāpadas* (A Comparative study of the text and the Tibetan translation),

---

৩. উচ্চতম উপাধি পরীক্ষায় চর্যাগান পাঠ্য বলিয়া 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের' ('চর্যাগীতিকোষ') অনেকগুলি ছাত্রপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার কোনো কোনোটিতে কিছু কিছু মূল্যবান তথ্য ও আলোচনা আছে।

৪. হরপ্রসাদ সংস্করণের পর ইহাই চর্যাপদের দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ।

Part I, Journal of the Department of Letters, Vol. xxx, Calcutta University, 1938 (Ed. P. C. Bagchi)

১১. *Les Chants Mistiques de Kanha et de Saraha*—Muhammad Shahidullah, Published by Adrieu Maison neuve, Paris, 1928

১২. *Buddhist Mystique Songs*—Edited by Md. Shahidullah. First published in Dacca University Studies, Vol, IV, No. 11, 1940, Dacca. Reprinted by the Bengali Literary Society, Department of Bengali, University of Karachi,1960. Revised and enlarged edition published by the Bangla Academy, Dacca, 1966

১৩. *Index Verborum of the Old Bengali Caryā Songs and Fragments* Vol. IX—Sukumar Sen, Calcutta, 1947

১৪. *Old Bengali Texts or Caryā-Gītikoṣa*—Ed. by Sukumar Sen Indian Linguistics, Vol, X), Calcutta, 1948

১৫. *Caryāgītikoṣa of Buddhistic Siddhas*—Ed. by Prabodh Chandra Bagchi in collaboration with Śanti Bhikṣu Śāstrī, Visva-Bharati, Santiniketan, 1956

১৬. *The Old Bengali Language and Text*—Ed. by Tarapada Mukherjee, Calcutta University, 1963

১৭. *An Anthology of Buddhist Tantric Songs : A Study of the Caryāgiti*—Ed. by Per Kvaerne, Published by Det Norseke Vidensaps Akademi, Universitet forlaget, Oslo, 1977

১৮. *Caryāgiti-koṣa* (Facsimile Edition)—Ed. by Nilratan Sen, Published by Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1977

চর্যাগানের ও দোহাকোষের এতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *Origin and Development of the Bengali Language* (*Vols. I & II*)-এ চর্যার ভাষাবৈশিষ্ট্য, ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের *Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature* ও 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি'তে চর্যাগানের সাধনতত্ত্ব, ড. শহীদুল্লাহের *Les Chants Mystiques de Kanha et de Saraha*-তে কাহ্নপাদ ও সরহপাদের দোহাকোষ-ধৃত গানগুলির ফরাসি অনুবাদ ও তদ্ধৃত সাধনপদ্ধতির রহস্যোন্মোচন, তৎসহ 'তাঞ্জুর' তালিকায় প্রাপ্ত তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে চর্যার পাঠ সংশোধনের চেষ্টা, *Buddhist Mystique Songs*-এ (বাংলা এ্যাকাডেমি প্রকাশিত, ঢাকা) চর্যার

বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ, ড প্রবোধচন্দ্র বাগচীর *Some Aspects of Buddhist Mysticism in the Caryāpadas* শীর্ষক প্রবন্ধে চর্যার রূপকার্থ বিশ্লেষণ, রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'হিন্দীকাব্যধারা'-য় (এলাহাবাদ, ১৯৪৫) চর্যাগানের হিন্দি অনুবাদ, ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের *The Old Bengali Language and Text*-এ চর্যার ভাষা ও ব্যাকরণ বিশ্লেষণ, পার কোয়ার্ন সম্পাদিত *An Anthology of Buddhist Tantric Songs*-এ মুনিদত্তের টীকা ও তিব্বতী অনুবাদের তুলনামূলক আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, এ-দেশে এবং বিদেশে চর্যাগানের (এবং দোহাকোষের) অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, রূপক-প্রতীকের ব্যঞ্জনা, সংস্কৃত টীকা ও তিব্বতী অনুবাদ, সামাজিক পটভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে কী পরিমাণে কৌতূহল সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত সাড়ে ছেচল্লিশটি বাংলা চর্যাগান ব্যতীত এই জাতীয় পদের কোনো নমুনা আবিষ্কৃত হয় নাই বা আরো সাড়ে তিনটি গানেরও কোনো সন্ধান নাই। অবশ্য ড. সুকুমার সেন 'চর্যাগীতি পদাবলী'-র পরিশিষ্টে দারুক, মীননাথ, কাহ্ন, শান্তি, শবর প্রভৃতি পদকর্তাদের দুই চারিটি পংক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। তাহা ছাড়িয়া দিলে, আর কোনো নূতন বাংলা চর্যাগানের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।[৫] ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে চর্যার বাকি সাড়ে তিনটি পদের বাহ্যিক অর্থ উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু মূল বাংলা পদগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। চর্যার তিব্বতী অনুবাদের প্রথম সন্ধান পান ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাহার পরে ড. বাগচী সমগ্র অনুবাদ সংগ্রহ করেন। এই প্রসঙ্গে তিব্বতী অনুবাদ সম্বন্ধে দু-একটি তথ্য নথিভুক্ত করা যাইতে পারে। নেপাল হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার আসল নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি', নেপাল দরবার গ্রন্থাগারের তালিকায় ইহা 'চর্যাচর্য টীকা' নামে স্থান পাইয়াছে। এই টীকা মুনিদত্তের কৃত। মূল সঙ্কলনের নাম 'চর্যাগীতিকোষ'। তিব্বতী অনুবাদে এইরূপ উল্লিখিত আছে। উক্ত তিব্বতী অনুবাদ ও *Bstan'gyur* তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, শুধু মুনিদত্তের টীকাই নহে, চর্যাগীতিকোষের আরো কয়েকখানি টীকা রচিত হইয়াছিল। যথা—আর্যদেবের 'চর্যামেলায়ন প্রদীপ', দীপঙ্কর পণ্ডিতের 'চর্যাগীতিবৃত্তি',

---

৫. ড. সুকুমার সেন 'চর্যাগীতি পদাবলী'-র (২য় সংস্করণ, ১৯৬৬) ৭৪ পৃষ্ঠায় ২৫ সংখ্যক পদটির টীকা হইতে কয়েকটি শব্দ উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন ('অনহা বেমকট বণা', 'বেণবি', 'বইঠামণি', 'তংত্রী')।

শাক্যমিত্রের 'চর্যামেলায়ন প্রদীপ নাম টীকা' এবং শ্রদ্ধাকর বর্মণের 'চর্যামেলায়ন প্রদীপ'। 'চর্যাগীতিকোষে'র তিব্বতী অনুবাদক শীলচারী। কীর্তিচন্দ্র (বা চন্দ্রকীর্তি) মুনিদত্তের 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'-ও তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছিলেন।[৬] এই সমস্ত অনুবাদ ও বৃত্তি ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর মধ্যেই সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শুধু সংবাদ ভিন্ন এ-সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত-আবিষ্কৃত 'নব চর্যাপদ' হইতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, চর্যাগানের ঐতিহ্য বাংলাদেশে না মিলিলেও, নেপাল ও তৎসংশ্লিষ্ট অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু নূতন গানের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য রহস্যময় সঙ্কেতে গূঢ়ার্থবাহী সাধনতত্ত্বের ব্যাখ্যা এদেশে পরবর্তীকালেও জনপ্রিয় হইয়াছিল। নাথগীতিকা, বৈষ্ণব কবিদের 'সহজ'রস, সহজিয়াদের আপাতবিরোধী রূপকাশ্রিত গান, সুফী ও বাউলদের ঐ জাতীয় গানে সেই ভাবধারা প্রচ্ছন্নভাবে অনুসৃত হইয়াছে। এমনকি কবীরের একটি দোহায় (ড. সুকুমার সেন উদ্ধৃত) এই কয় পংক্তির সহিত চর্যার ৩৩ সংখ্যক গানের (ঢেণ্ঢন্‌পাদ-রচিত) আক্ষরিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইবে :

বলদ বিয়াও এ গাভী ভই বাঞ্ঝা।
বাছুরি দুহাও এ তিন তিন সাঞ্ঝা ॥
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে।
কহে কবীর বিরল জনে বুঝে ॥[৭]

মনে হইতেছে কবীর এই চর্যার সংবাদ জানিতেন, তাহা না হইলে এতটা আক্ষরিক সাদৃশ্য থাকিত না।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের নব চর্যাপদের ৯২টি পদই মৌলিক, পূর্বে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু প্রথম পদটি শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর ৭-সংখ্যক পদের

---

৬. কোর্ডিয়ার (P. Cordier) *Bstan-hgyur* তালিকাটি (৩ খণ্ডে সমাপ্ত, প্যারিস হইতে ১৯০৯-১৯১৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত) ফরাসি ভাষায় প্রকাশ করেন। নাম—*Catalogue De Fonds Tibetain de la Bibliotheque Nationale*। এই তালিকা হইতে এই সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য : ডঃ সুকুমার সেনের 'চর্যাগীতিপদাবলী' (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা ২৫, এবং ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের *The Old Bengali Language and Text*, pp. 5.6

৭. দ্রষ্টব্য : ড. সুকুমার সেনের 'চর্যাগীতিপদাবলী' (২য় সং), পৃঃ ১৮১

প্রায় অনুবাদ। শশিভূষণের ১০ সংখ্যক পদটিও নূতন নহে, শাস্ত্রী মহাশয় পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সঙ্কলনে সংযোজিত ড. পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'নব চর্যাপদ ও ভাষা প্রসঙ্গ' হইতে জানা যাইতেছে যে, 'নব চর্যাপদে'র ২-সংখ্যক, ৩-সংখ্যক এবং ১৯-সংখ্যক পদগুলি 'হেবজ্রতন্ত্রে' উল্লিখিত হইয়াছে।

এই পদগুলিতে প্রধানতঃ এই দেবীদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—যোগিনী, ডোম্বিনী, বজ্রবারাহী, শবরী, চণ্ডালী শ্রীবিদ্যাদেবী, শ্রীবজ্রদেবী, বাচ্ছলি (বাংছলি), বজ্রধাত্বেশ্বরী, বজ্রযোগিনী, বজ্রদেবী, শ্রীবাগীশ্বরী, নৈরাত্মাদেবী, জ্ঞানেশ্বরী, কালী, বজ্রসত্ত্বপরমেশ্বরী, বজ্রবৈরচণী, বজ্রতারুণী, বজ্রবারুণী, শ্রীচিন্তাদেবী, নিরঞ্জনদেবী, শ্রীউগ্রতারণী, বুদ্ধডাকিনী, শ্রীবিদ্যাধরী, জ্ঞানেশ্বরী, চণ্ডিকা, মহাডাকিনী, শ্রীবসুধরা-দেবী, জিনজননী, ধর্মধাত্বেশ্বরী, শ্রীবুদ্ধডাকিনী, ত্রিভুবনেশ্বরী, নৈরাত্মা, উগ্রতারুণী ইত্যাদি। শূন্যনিরঞ্জন, আদিবুদ্ধ, শ্রীসম্বররায়, শ্রীসম্বরনাটেশ্বর, শ্রীহেরুকনাথ, শ্রীবজ্রপাণি, শ্রীধর্মরায়, শ্রীদীপঙ্কর বুদ্ধ, শ্রীশাক্যমুনি, ত্রৈলোক্যনাথ, শ্রীবজ্রেশ্বর, শ্রীমহাকাল, শ্রীমঞ্জুকুমার, কালভৈরব প্রভৃতি দেবতাদেরও বন্দনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত দেবদেবীর প্রসঙ্গ হইতে দেখা যাইতেছে যত কাল অগ্রসর হইয়াছে ততই মহাযান এবং মহাযান হইতে উদ্ভূত বজ্রযানী দেবদেবীরা পুরাণোক্ত ও তন্ত্রোধৃত চণ্ডিকা-কালিকার মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছেন। এই বিষয়ে পাঠকগণ এই সঙ্কলনে সংযুক্ত অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'নবাবিষ্কৃত চর্যাপদের তত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি' এবং ড. পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'নব চর্যাপদ ও ভাষাপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধ হইতে অনেক জ্ঞাতব্য সংবাদ জানিতে পারিবেন।

নবচর্যাপদের তত্ত্বকথা যাহাই হউক না কেন, ইহার রচনাকর্মেও যৎকিঞ্চিৎ কাব্য-লক্ষণ অনুভব করা যাইবে। অবশ্য শাস্ত্রী মহাশয়ের 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে'র কয়েকটি গানে যেরূপ সৌন্দর্য ও রসের পরিচয় আছে নব চর্যাপদের ৯৮টি গানের মধ্যে তাহার অনুরূপ স্বাদ অল্পস্থলেই পাওয়া যাইবে। পদসমূহের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর (অর্থাৎ নির্বাণ) বর্ণনায় পদকারগণ কচিৎ কদাচিৎ সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন। বজ্র-বারাহী, বাচ্ছলি, যোগিনী বাগীশ্বরী, বজ্রযোগিনী, বজ্রদেবী, নৈরাত্মদেবী—মোক্ষ-নির্বাণকে পদকর্তাগণ বিচিত্ররূপে ও বিচিত্র সাজসজ্জায় বর্ণনা করিয়াছেন। কখনো দেখিয়াছেন, তিনি নীলবর্ণ দেহা, দাড়িম্বকুসুমসঙ্কাশা রক্তবর্ণা, পিঙ্গলকেশা, কেয়ুর নূপুর মেখলায় শোভমানা। কখনো-বা ভয়ঙ্করী বীভৎসা—"করোটি খর্পর গ্রীবে রুদ্র

নরশিরমালা"—পুরাণোক্ত দেবী কালিকার মতো। কখনো "রক্তবর্তুল ত্রীণি নয়না ঘোর ভয়ঙ্কর ভীষণবদনা"। কোথাও তাঁহাকে হেরুক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন ("বাচ্ছলি কোলে লৈয়া কুড়ন্তি হেরুব"), কখনো তিনি শ্রীসম্বরনাটেশ্বরের সঙ্গে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ ("নাচই শ্রীসম্বরনাটেশ্বর বজ্রবারাহি গাঢ়ে আলিঙ্গন"). কখনো তিনি সম্বরের বিরহে চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন ("হম বিরহী[৮] তুম্ম বিহু দেখবি অন্ধারা"। কোথাও শ্রীসম্বরবীরের সঙ্গে বজ্রযোগিনী সহস্র প্রকার শৃঙ্গারে লিপ্ত (নাচে রে শ্রীসম্বরবীরা বজ্রযোগিনী রতি সহস্র শৃঙ্গারা")। তাঁহাদের যুগনদ্ধরূপের তাত্ত্বিক তাৎপর্য অধিকতর মূল্যবান হইলেও তত্ত্বকথাকে পদকর্তারা আদিরসের সিঞ্চনে রূপময় করিয়া তুলিয়াছেন। বুদ্ধিগ্রাহ্য সাধনব্যাপারও তাঁহাদের লেখনী-স্পর্শে মানবীয় প্রেমের রক্তরাগে কাব্যত্ব লাভ করিয়াছে। যাঁহারা এই সমস্ত বজ্রগীতি রচনা করিয়াছিলেন, উক্ত তত্ত্বে তাঁহাদের বিশেষ অধিকার ছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহারা যৎসামান্য অলঙ্কারের ঝঙ্কার লাগাইয়া সাধ্যসাধন তত্ত্বে তত্ত্বের অতিরিক্ত রূপসৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়াছেন। জলে-প্রতিফলিত চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহারা বিশ্বপ্রপঞ্চের তুলনা দিয়াছেন—'ধনজন জউবন উদবিন্দু চন্দা", যেমন জলের মধ্যে প্রতিফলিত চন্দ্র সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে—("জিম জলমঝেঁ চণ্ডড়া নউ সো সাচ্চ ণ মিচ্ছ")। এই ভবপরিভাবনা স্বপ্নমায়ার মতোই মিথ্যা ("স্বপ্নমায়া সদৃশ ভাবপরিভাবনা")। ভাব-অভাব, গ্রাহ্য-গ্রাহকহীন অদ্বয় অবস্থা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পদকর্তা ভাঙা সংস্কৃতের সাহায্য লইয়াছেন :

পরমরতৌ ন চ ভাব ন ভাবক
ন চ বিগ্রহ ন চ গ্রাহ্য ন গ্রাহক ॥
মাংস ন শোণিত বিষ্ট ন মূত্রং
ন ছর্দি ন মোহ ন শৌচ পবিত্রং ॥
রাগ ন দ্বেষ ন মোহ ন ঈর্ষা
ন চ পৈশুন্য ন চ মান ন দৃপ্যং ॥
ভাবন ভাবক মিত্র ন শত্রু
নিস্তরঙ্গ সহজাখ্যবিচিত্রং ॥

পিশুন ও মানী ব্যক্তি, শত্রু ও মিত্র নির্বিশেষে বোধিচিত্তের নির্ব্যূঢ়, নিস্তরঙ্গ, ইতি-নেতিহীন বাক্‌পথাতীত স্বরূপ স্বল্পকথায় চমৎকার ফুটিয়াছে।

৮. পাঠান্তর—বিরহিণী

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ কায়াসাধনা। দেহকে অবলম্বন করিয়া বৈদেহীলোকে যাত্রা, পিণ্ডদেহকে ধরিয়া সূক্ষ্ম চেতনায় উদ্বর্তন—ইহা বহু প্রাচীন কালের সাধনসংস্কার। তন্ত্রমন্ত্র, নাথপন্থ, আউলবাউল প্রভৃতি লোকযানের সাধ্যসাধন পদ্ধতির মূল সূত্র এই কায়াসাধনা। পরমানন্দরূপ চতুর্থানন্দে পৌঁছাইতে হইলে মন্ত্রতন্ত্র, ধ্যানব্যাখ্যা, জপতপ প্রভৃতির প্রয়োজন না থাকিলেও ঐ সাধনায় দেহের গুরুত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। নাথ সম্প্রদায়ও পুনঃ পুনঃ কায়াসাধনার কথা বলিয়াছেন। নব চর্যাপদেও সেই কায়াসাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে—"কায়া অগ্নি. বায়ু মেদনি কায়া সর্বতীরথ", "কায়া চন্দ্র, কায়া সূর্য, কায়া নক্ষত্রমালা, কায়া গয়া কায়া মহাবোধি কায়া সর্বতীরথ"। যদিও পদকর্তা নির্গুণপা বলিয়াছেন, "এ সংসার অসারা অসারা"—কিন্তু দেহকে শূন্যতায় নস্যাৎ করেন নাই, রাগদ্বেষমোহ ছাড়িয়া জগৎ-চেতনাকে মরীচিকাবৎ শূন্য বলিলেও দেহতন্মাত্রের বন্ধন অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যখন শ্রীহেরুকনাথ ও শ্রীবজ্রযোগিনীর সামরস্যসম্ভূত যুগনদ্ধরূপ বর্ণনা করেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য সাধকের অন্বেষ্টব্য হইলেও পদকারগণ রহস্যময় সাধনাকে মিথুনলীলার রূপকেই আভাসিত করিয়াছেন। ফলে তত্ত্বকথাও যৎকিঞ্চিৎ আবেগে, সৌন্দর্য ও কল্পনায় কায়া ও কান্তি স্বীকার করিয়াছে। অজ্ঞাতসারেই সাধকদের মস্তিষ্কে বাগ্‌দেবী ভর করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের বক্তব্যের কোনো কোনো স্থলে কিছু কাব্যসংস্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সর্বশেষে কর্ণপার একটি পদ উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি :

চণ্ডোগ্র শ্মশানে শিরীষ বৃক্ষা
বাসুকি নাগা তর্জিত মেঘা।
গহ্বর শ্মশানে অশোকবৃক্ষা
ঘূর্ণিত মেঘা তক্ষক নাগা ॥

* * *

ঘোর শ্মশানে পর্কটি বৃক্ষা
অনন্ত নাগা পূরণ মেঘা।
কিলিকিলি রাবা অর্জুনবৃক্ষা
কুলিক নাগা বর্ষণ মেঘা। (পদ—৪৯)

এখানে পদকর্তা কালরাত্রির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে মেঘতর্জিত মহাশ্মশানভূমি শিরীষ-অশোক-চূতক-করঞ্জ-পর্কটি-অর্জুনবৃক্ষের ঘনান্ধকারে শঙ্খপাল নাগদের

অট্ট অট্ট হাসিতে এবং অনন্তনাগের কিলিকিলি রবে চারিদিকে হিমশীতল শঙ্কা ঘনাইয়া আসে। কর্ণপার এই পদে ছন্দ ও ভাষায় এমন কোনো পারিপাট্য নাই, কিন্তু তিনি দুই-চারিটি শব্দব্যঞ্জনার সাহায্যে যে ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমির নৈশান্ধকার, মেঘ গর্জন এবং তাহার সহিত বিচিত্র জীবসমূহের উল্লাস-চীৎকার-গর্জনের শব্দচিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হইবে।

শশিভূষণ-আবিষ্কৃত এই 'নব চর্যাপদ' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম কারণ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে দুই শত বৎসরকে বন্ধ্যাযুগ বলে, অর্থাৎ ১৩শ-১৪শ শতাব্দীতে নিশ্চিতভাবে রচিত বলিয়া কোনো বাংলা রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, এই সকলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের পদ এই যুগেরই রচনা। পদগুলিকে ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে যদি এই দুই শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অন্ততঃ এইটুকু মানিয়া লওয়া যাইবে যে, উক্ত বন্ধ্যাযুগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ্যা নাও হইতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, শাস্ত্রী-সম্পাদিত চর্যাসংগ্রহে উল্লিখিত শুণ্ডিণী যোগিনী, হরিণী, করিণী, ডোম্বি, মাতঙ্গী, অবধূতী, শবরী, চণ্ডালী, নৈরামণি প্রভৃতি নারীরূপের সঙ্গে নব চর্যাপদের যোগিনী, বজ্রবারাহী, বজ্রযোগিনী, বাচ্ছলি, ধর্মধাত্বেশ্বরী, উগ্রতারুণী, জ্ঞানেশ্বরীর সম্পর্ক বিচার সম্ভব হইলে বজ্রযান, সহজযান এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের শাক্তদেবীদের পারস্পরিক যোগসূত্র আবিষ্কারের ইঙ্গিতও মিলিয়া যাইতে পারে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে রহস্যময় সাধনার প্রভাব এবং নারীভাবনায় তাহার উদ্বর্তন সমাজতত্ত্বের দিক হইতেও অনুসন্ধানের বিষয়। বাঙালীর মধ্যযুগীয় সংস্কার দুটি নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া শিল্পসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—একটি রাধা, অপরটি উমাপার্বতী দুর্গা-চণ্ডিকা-কালিকা। একটি—আদিরসাশ্রিত নারীচেতনা, যাহা সমাজ সংসার প্রভৃতি সীমায়িত সংস্কারের বাহিরে অবস্থান করে, বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে পারি কেন্দ্রাতিগ শক্তি। অপরটি স্নেহবাৎসল্যধারায় সিঞ্চিত জননী সত্তা অর্থাৎ কেন্দ্রানুগ শক্তি। প্রিয়া ও জননী —নারীত্বের দুইরূপই যথাক্রমে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা ও শাক্ত পদাবলীর দুর্গা-কালিকার রূপকে ঘর ও বাহিরের টানে গড়িয়া-ওঠা বৈষ্ণব ও শাক্ত গানকে শিল্পরূপ দিয়াছে। শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত চর্যাগানে মাতৃভাবনা নাই, কিন্তু শশিভূষণ-আবিষ্কৃত 'নব চর্যাপদে'-র শেষভাগে দুই-এক স্থলে মাতৃকা-মূর্তির ছায়াপাত হইয়াছে। সুরতবজ্রের 'অচিন্ত চিন্ত চিত্তহি সেজহ না খি জননী ভাব-অভাবে' (১৭ সংখ্যক) পংক্তি, অমোঘ বজ্রের "চরণ শরণ শ্রীউগ্রতারুণী মাতা" (৭১ সংখ্যক), অজ্ঞাতনামা

পদকর্তার "শ্রীবিদ্যাধরী দেবী সুরনরসহিতা। সকল ঋদ্ধি সিদ্ধি দেহি মে মাতা" (৭২ সংখ্যক) প্রার্থনা, আর একটি গানে ধূম্রবর্ণাঙ্গী শ্রীচণ্ডিকাদেবীর বর্ণনা করা হইয়াছে শ্রীবজ্রবারাহীদেবীকে "ঋদ্ধি সিদ্ধিদায়িনী জগতজননী" (৭৯ সংখ্যক) বলিয়া প্রণাম নিবেদন করা হইয়াছে, কোনো কোনো পদে জিনজননী শ্রীবসুধরাদেবীকে মাতৃভাবে দেখা হইয়াছে (৯০ সংখ্যক)। অবশ্য পরবর্তীকালের (১৪শ শতাব্দীর পরে) পদেই এই মাতৃভাবের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হইয়াছে। পূর্ববর্তী পদে কোথাও বিশুদ্ধ তত্ত্ববাদ প্রতীকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান অর্থ অপেক্ষা পারমার্থিক ব্যঞ্জনাই অধিতকর গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। অধিকাংশ পদেই কিন্তু আদিরসের ইঙ্গিতের সাহায্যে 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়ে'র প্রতীকে নর-নারীর মিথুনাসক্তিই প্রাধান্য পাইয়াছে। সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউল সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ত্ববাদ সূক্ষ্ম হইলেও অনেক সময়ে পদগুলির প্রতীকের খোলস ছাড়াইলেই স্থূল অনঙ্গরঙ্গের উদ্দামতা ধরা পড়িবে। এই সমস্ত কারণে সমাজমানসিকতা, সাধ্য সাধনা ও নৃতত্ত্বের সঙ্গে বাঙালীর কায়াসাধনার যে নিগূঢ় যোগাযোগ আছে তাহার উপাদান হিসাবে 'নব চর্যাপদ' নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলিতে পারি, শশিভূষণের আকস্মিক আবিষ্কার শুধু বজ্রযানী তত্ত্বকথা নহে, বাঙালীর সাধনা, সংস্কার ও চিত্তপ্রবণতাকেও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রাখিয়া নবভাবে ব্যাখ্যা করিবে। গানগুলি নেপাল ও সন্নিহিত অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইলেও তত্ত্বদর্শনের দিক হইতে ইহারা বাংলা সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রাক-মহাযান, মহাযান ও উত্তর-মহাযানের নানা শাখা-প্রশাখা ও ধর্মসাধনা ও দার্শনিক বৈশিষ্ট্য লইয়া এদেশে ও বিদেশে অনেকদিন ধরিয়া আলোচনা গবেষণা হইতেছে। নগেন্দ্রনাথ বসুর *Modern Buddhism and its Followers in Orissa*, বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের 'সাধনমালা', বেণীমাধব বড়ুয়ার *A History of Pre-Buddhistic Philosophy*, প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত *Dohā Koṣa*, শরৎচন্দ্র দাসের *Pag Sam Jon Zang*, বেণ্ডেলের *Bibliotheca Buddhica*, বারনেটের *Wisdom of the East*, ওয়াডেলের *Lamaism*, কোডিয়ার অনূদিত *Bstan-hgyur*, সুজুকির *Awakening of Faith in Mahājāna* (মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদের অনুবাদ), লেভির নাগার্জুনের মাধ্যমিক বৃত্তির অনুবাদ, বিবলিওথেকা বুদ্ধিকায় প্রকাশিত 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক', টেংক্‌নারের সম্পাদিত 'মিলিন্দপঞ্‌হো', এলিশ গেট্টির *The Gods of Northern Buddhism*, রমণশাস্ত্রীর *The Doctrinal*

Culture and Tradition of the Siddhas ('Cultural Heritage of India', Vol. II), ভালী পুসাঁর (Vallée Ponssir) 'Encyclopeadia of Religion and Ethics'-এ লিখিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ, গ্রুণওয়েডেলের *Edelsbi mine*, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদিত 'ডাকার্ণব' প্রভৃতি আলোচনা, অনুবাদ, ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে যেমন মহাযান ও তাহা হইতে উপজাত অন্যান্য যান-উপযানের বিচিত্র বিবর্তন লক্ষ্য করা যাইবে, সেইরূপ ড. শশি-ভূষণ দাশগুপ্ত-আবিষ্কৃত 'নব চর্যাপদ'ও এই মত ও পথের আলোচনায় নূতন সূত্রের ইঙ্গিত দিতে পারিবে। পরিতাপের বিষয়, তিনি জীবিত থাকিয়া এই পদগুলি সম্পাদনা করিয়া যাইতে পারিলেন না। আমাদের ন্যায় অক্ষমের উপর সম্পাদনার ভার অর্পিত হইয়াছে, এই জন্য আমাদেরও সঙ্কোচের সীমা নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী এবং ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহাদের আলোচনায় যে নিষ্ঠা ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে অসংখ্য সাধুবাদ দেওয়া কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের খয়রা-অধ্যাপক প্রয়াত ড. বিজেন্দ্রলাল বসুর কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। তিনি ইহার ভাষাতত্ত্বগত নিবন্ধ লেখার ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁহার সে-কাজ সম্পন্ন হইল না। অবশ্য ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার এ-বিষয়ে আমাদের কোনো ক্ষোভ রাখেন নাই।

এই প্রসঙ্গে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ড. শিশিরকুমার দাসের নাম উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। লণ্ডনে বাকে ও শশিভূষণের আলাপ-আলোচনার অনেক তথ্য তাঁহার নিকট আছে, কারণ তখন তিনি লণ্ডনেই অবস্থান করিতেছিলেন। আমাদের অনুরোধে তিনি বাকে-সংক্রান্ত কয়েকটি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে আন্তরিক সাধুবাদ দিতেছি।

ছাপাখানার 'দেবতা'-দের রহস্যময় মর্জি-মেজাজের জন্য সঙ্কলনটি অনেক দিন মুদ্রাযন্ত্রের লৌহপিঞ্জরে বন্দী হইয়া ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথি ও প্রকাশনা সমিতির সচিব ড. তুষারকান্তি মহাপাত্রের আন্তরিক প্রয়াস ব্যতীত এই সঙ্কলন বাহির করিতে আরো বিলম্ব হইয়া যাইত। তিনি যেভাবে মুদ্রাকর ও মুদ্রাযন্ত্রের পিছনে ধাবমান হইয়া মুদ্রণকার্য সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান করিয়াছেন তাহা সচরাচর দুর্লভ। এই জন্য তাঁহাকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। দুই রামতনু লাহিড়ী গবেষণা-সহায়িকা সুদীপ্তা চক্রবর্তী ও রেখা চক্রবর্তী বর্ণানুযায়ী শব্দসূচী সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন।

বাংলা বিভাগ **অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৯২/১৯৮৫

নবাবিষ্কৃত চর্যাপদের
তত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি

শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত নেপাল-দার্জিলিং-এর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে কতকগুলি নূতন চর্যাগান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বৌদ্ধ দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। বাঁচিয়া থাকিলে তিনি নিজেই নবাবিষ্কৃত গানগুলির তত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিতেন। এ বিষয়ে একটি সূচীও তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার অসমাপ্ত বক্তব্যকে ঈষৎ বিশদ করিয়া স্মৃতি তর্পণের কাজ করিতেছি।

মুনিদত্তের টীকা সম্বলিত যে চর্যাগানগুলি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেগুলি ছাড়াও আরও গান ছিল। মুনিদত্তের টীকার তিব্বতী অনুবাদের ছায়া হইতে জানা যায়। এইরূপ শত চর্যার একটি গীতিকোষ প্রচলিত ছিল। মুনিদত্ত নিজেও টীকামধ্যে কতকগুলি নূতন চর্যার পদাংশ উদ্ধার করিয়াছেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও দারকের একটি নূতন গান ('ফোইরে বংশী বাজিরে বীণা') আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই গানটি ডঃ দাশগুপ্তের সংগ্রহেও স্থান লাভ করিয়াছে (দ্রষ্টব্য ক/১০)। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নও বিনয়শ্রীমিশ্রকৃত ১৫টি এবং সুময়ি-লুই-কহ্নপাকৃত এক একটি নূতন চর্যা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন (দ্রষ্টব্য দোহাকোশ)। এগুলি বাদে হেবজ্রতন্ত্র, ডাকার্ণব ও সেকোদ্দেশটীকা প্রভৃতি গ্রন্থেও চর্যাগীতির অনুরূপ গীতের সন্ধান পাওয়া যায়। ডঃ দাশগুপ্তের আবিষ্কার এই দিক হইতে আর একটি নব সংযোজন।

ডঃ দাশগুপ্ত মোট ৯৮টি গান সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে আনুমানিক কালানুক্রমে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'ক' চিহ্নিত ১৯টি গানকে তিনি দশম-দ্বাদশ শতকের, 'খ' চিহ্নিত ৪৪টি গানকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের এবং 'গ' চিহ্নিত ৩৫টি গানকে পঞ্চদশ শতকের পরবর্তী বলিয়া মনে করিয়াছেন। 'ক' চিহ্নিত গানগুলিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত চর্যাগানগুলির মর্মসুর কানে বাজে। একটি গান ('তিয়ড্ডা চাপি'—ক/১) গুণ্ডরীপাকৃত প্রচলিত চর্যারই প্রতিলিপি। নবাবিষ্কৃত পদাবলীর দার্শনিক মতটিও প্রধানতঃ এই অংশে বিধৃত।

কিন্তু নবাবিষ্কৃত পদাবলীর বিশেষত্ব ও অভিনবত্ব অন্য কারণে। এই গানগুলিতে সহজতত্ত্ব ও সহজসাধন অপেক্ষা স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হইয়াছে সাধকের হৃদয়-মণ্ডলে স্ফুরিত বজ্রযানী দেব-দেবীর যুগনদ্ধ মূর্তি, তাঁহাদের বন্দনামূলক স্তুতি এবং মন্ত্র-পূজা-বলি-হোমের প্রসঙ্গ। গানগুলি ভাষাছন্দে গ্রথিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক 'সাধন-মালা'র প্রতিরূপ। একটি গানে কর্ণপা বলিতেছেন, 'কর্ণপা মণ্ডল চর্যা গাবয়' (খ/ ১২); উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নবাবিষ্কৃত চর্যাপদাবলীর অধিকাংশই বজ্রযানী সাধকদের 'মণ্ডলচর্যা'। এগুলি মণ্ডলে আবির্ভূত দেব-দেবীর চরিত-গীতি বা মণ্ডল চর্যায় গেয় বজ্রগীতি। কয়েকটি গানে এগুলিকে 'গীত-চরিতা' (গ/৮, গ/১২), 'জিন গীতা (গ/২৯) বলা হইয়াছে; কতকগুলি গানে বলা হইয়াছে 'বজ্রগীতা' (খ/২৮, গ/২৩)

তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম তিনটি ভাগে বিভক্ত: বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান। কালচক্রের টীকা পাওয়া গেলেও মূল পুথি পাওয়া যায় নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সটীক যে গানগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন সেগুলি সহজমতের গান। বজ্রযানের তত্ত্ব ও দেব-দেবীর সাধন সংক্রান্ত প্রচুর পুথি পাওয়া গিয়াছে; সেগুলি সবই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সহজিয়া চর্যাগানের মতো সেগুলি ভাষাছন্দে রচিত হয় নাই কেন, এরূপ একটি প্রশ্ন আমাদের মনে ছিল। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের নবাবিষ্কার আমাদের সেই আগ্রহ নিবৃত্ত করিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, সহজিয়া পদাবলীর পাশাপাশি অসংখ্য বজ্রযানী সাধনসঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, নেপাল-দার্জিলিং-এর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভিতর সহজিয়াদের গূঢ় আধ্যাত্মিক সাধন অপেক্ষা তন্ত্রের মন্ত্র-মণ্ডল-ধ্যান সহ স্বদেবতাযোগ প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল। ইহাই স্বাভাবিক।

কারণ, সাধারণ স্তরের সাধক ভাবক অরূপ শূন্য অপেক্ষা রূপের প্রতিই সমধিক আসক্ত। অরূপ অপেক্ষা রূপের প্রতিমা শুধু সহজবোধ্য নয়, ধ্যানধারণার পক্ষেও অনুকূল। ইহার ফলে যেমন অনেক হিন্দু দেব-দেবী বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল তেমনই বহু বৌদ্ধ দেব-দেবী অতি সহজে হিন্দু দেব-দেবতার ভিতর আত্ম-গোপন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধতন্ত্র ও মূর্তিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, হিন্দুতন্ত্রের তারা ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দেবী বৌদ্ধ তারা ও বজ্রযোগিনী দেবীরই রূপান্তর। বিশেষতঃ মধ্যবাংলার লৌকিক দেব-দেবতার অনেকেই যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা, তাহা নিঃসন্দেহ। পণ্ডিত হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী মনে করিয়াছিলেন, বাংলার ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ দেবতার অবশেষ। আমরা অনেকেই এ মতে সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু ডঃ দাশগুপ্ত ওই গানগুলি আবিষ্কারের পূর্বেই নিঃসংশয়ে বলিয়াছিলেন, শূন্যরূপী ধর্মঠাকুরের কল্পনায়, ধর্মপূজা-বিধানে পঞ্চপণ্ডিত, চতুর্দ্বার প্রভৃতির কল্পনায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাব বিদ্যমান। ডঃ দাশগুপ্তের নবাবিষ্কৃত পদাবলীর একটি গানে শাক্যমুনিকে স্পষ্টতঃ 'নমামি শ্রীধর্মরায়' বলিয়া বন্দনা করা হইয়াছে (গ/৭); ধর্মপূজার 'দানপতি' শব্দটিরও উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে একাধিক গানে (গ/২, গ/১৪)। তাহা ছাড়া নবাবিষ্কৃত গানগুলিতে যে 'বাচ্ছালি' দেবীকে বজ্রবারাহী বা বজ্রযোগিনীর সমকক্ষ বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে, তিনিই যে বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিত 'বাসলী' তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বাংলার লৌকিক দেব-দেবীর ইতিহাস সঙ্কলনে এই নবাবিষ্কৃত গানগুলি মূল্যবান উপকরণরূপে স্বীকৃতি লাভ করিবে। সর্বোপরি ভাষাছন্দে পরিবেশিত হওয়ার ফলে, সাধারণ পাঠক এই গানগুলি হইতে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেব-দেবতা তাঁহাদের তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর সহিত পরিচিত হইবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করিবে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধদের মত ও পথ মহাযান বৌদ্ধধর্মেরই একটি দিক। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান বিশেষত্ব (১) ধর্মশূন্যতা ও (২) বোধিসত্ত্ববাদের স্বীকৃতিতে। শূন্যতা বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্ব। প্রাচীন বৌদ্ধরা মনে করিতেন স্কন্ধ-আয়তনাদির সংঘাতে উৎপন্ন 'পুদ্গল' শূন্য; সে পুদ্গলের নিরপেক্ষ, স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন অস্তিত্ব নাই; অতএব উহা নিঃস্বভাব। ইহাকে বলা হয় 'পুদ্গল শূন্যতা'। কিন্তু যে ধর্মগুলির রূপ, বেদনা সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সংঘাতে ওই শূন্যরূপী পুদ্গলের উৎপত্তি, প্রাচীন বৌদ্ধেরা সেই ধর্মধাতুগুলিকে শূন্য মনে করিতেন না। এইখানেই মহাযান মতের সঙ্গে হীনযানের প্রধান পার্থক্য। সমবায় মিথ্যা, অথচ সমবায়ী উপাদান সত্য—এই মত মহাযানীরা মানিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, পুদ্গল যেমন শূন্য, ধর্মগুলিও তেমনই শূন্য বা নিঃস্বভাব। অংশ ও অংশী উভয়ই শূন্য। সমগ্র মহাযান দর্শনের ভিত্তি এই শূন্যবাদ। তাঁহাদের মতে শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব। জীব (পুদ্গলসত্তা) বলি, জগৎ বলি—সবই শূন্যের উপরে মিথ্যা আরোপ ও নিঃস্বভাব। আচার্য নাগার্জুন এই শূন্যবাদ অবলম্বনে সর্বশূন্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মতে শূন্য চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত; উহা অস্তিও নয়, নাস্তিও নয়, অস্তি-নাস্তিও নয়, নাস্তি-নাস্তিও নয়। নাগার্জুনের এই শূন্যতত্ত্ব এত জটিল, রহস্যগূঢ় ও দুর্বোধ্য যে সাধারণ মানুষ সে শূন্যের ধারণাই করিতে পারে না। অসঙ্গ বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার এই শূন্যতাকে

অস্তিবাদের উপর স্থাপন করায় শূন্য হইলেন সৎ বিজ্ঞান। উহা গ্রাহ্য-গ্রাহক বিনির্মুক্ত, অদ্বৈত, স্বয়ংপ্রভ চৈতন্যমাত্র। এই বিশুদ্ধ চিৎ বা বিজ্ঞানের মধ্যেই রহিয়াছে নিষ্প্রপঞ্চ শূন্যতা, আবার তাহার ভিতরেই রহিয়াছে পরতন্ত্র ও পরিকল্পিত সৃষ্টির সম্ভাবনা। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান যেন মহাসাগর, আর সৃষ্টি সেই সাগরের উর্মিমালা। মহাসাগরের বাহিরে যেমন উর্মির অস্তিত্ব নাই, তেমনই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের বাহিরে সৃষ্টির অস্তিত্ব নাই। বিকল্প সৃষ্টি যেন বাসনাবিলসিত নির্বিকল্প চিত্তেরই একটি প্রতিভাস।

তান্ত্রিক বৌদ্ধদের পরমতত্ত্ব এই সৎবিজ্ঞানস্বরূপ শূন্যতত্ত্ব। উপরন্তু উহা শূন্যতা (ধর্মশূন্যতা) ও করুণার (পুদ্গল শূন্যতা) মিলনজনিত মহাসুখ। বজ্রযানই বলি, কালচক্রযানই বলি আর সহজযানই বলি—মূলতত্ত্ব সর্বত্রই এক। শূন্যতাকে বজ্রযানীরা বলেন বজ্র, কালচক্রযানে তাহাই কালচক্র, সহজযানে সহজ। বজ্র, কালচক্র, সহজ—সবই যুগনদ্ধ, শূন্যতা ও করুণা বা প্রজ্ঞোপায়ের একীভূত অবস্থা, যেন প্রদীপ ও প্রদীপের আলোক। আলোচ্য গানগুলিতেও দেখা যায় 'পরম পউ' (পরম প্রভু) 'সুন্ন নিরংজন (ক/৪)—তিনি ভব-নির্বাণ ভাব-অভাব, পাপপুণ্যের অতীত—অথচ তিনি 'স্বয়ম্ভু কুসুম', আনন্দশৃঙ্গার স্বভাব—

'শূন্য করুণা সহাবে রূবে চউকোড়ি বিমুক্া' (ক/১৮) ভাবাভাবের অতীত এই নির্বিকল্প অদ্বয় তত্ত্ব হইতে স্বপ্নমায়োপম সৃষ্টির প্রসার। এক ক্রমে ক্রমে বহুতে প্রতিভাসিত হন। প্রথমে এক হইতে পঞ্চাকারে পঞ্চস্কন্ধের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) প্রকাশ ঘটে। এই পঞ্চতত্ত্বই ক্রমে পঞ্চীকৃত হইয়া মায়াজালাত্মক প্রপঞ্চ সংসার রূপে প্রকাশ পায়। এইভাবেই ভৌতিক জীব ও জগতের উৎপত্তি। পরমতত্ত্বও শূন্য, সৃষ্টিও শূন্যাত্মিকা।

মূলতত্ত্ব এরূপ হইলেও বজ্রযানের প্রধান বিশেষত্ব অরূপ তত্ত্বের রূপকল্পনায়। বজ্রযানের সমস্ত তত্ত্বই রূপের প্রতিমা। সৎ বিজ্ঞানস্বরূপ আদি কারণ—কারণ এখানে 'আদিবুদ্ধ' রূপে কল্পিত। তিনি আদি দেবতা বজ্রধর। অদ্বয় নিরঞ্জন হইয়াও তিনি নিজ প্রজ্ঞা নৈরাত্মা দেবীর সঙ্গে অবিনাভাবে যুক্ত এবং চতুঃশৃঙ্গার চতুরানন্দে মগ্ন। কখনও তিনি কালচক্রের প্রতীক : নীলবর্ণ, চতুর্মুখ দ্বাদশ নয়ন, চতুর্বিংশতি ভুজ 'শূন্যতা-করুণা মূর্তি'। এই আদিশূন্য ও আদি করুণার মিলনফল পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চ তথাগত—অক্ষোভ্য, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি। তাঁহারাও শূন্য করুণা স্বভাব, তাঁহারাও যথাক্রমে নিজ নিজ প্রজ্ঞা মামকী, লোচনা, বজ্রা,

পাওয়া ও তারার সহিত যুক্ত। ইঁহারাই পঞ্চকুলের অধিনায়ক। এই পঞ্চকুল হইতে অসংখ্য দেব-দেবতার উৎপত্তি। দেবতাকারে যখন স্ফূর্তি ঘটে তখন তাঁহারা দিব্য অলঙ্কার ও দিব্য অস্ত্রে শোভিত হইয়া প্রকাশ পান। মস্তকে চক্রী, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে রুচক, গ্রীবায় কণ্ঠী, কটিতে মেখলা। এগুলি পঞ্চ তথাগতেরই প্রতীক। অক্ষোভ্যকুলের বিশিষ্ট দেবতা হেরুক; প্রজ্ঞা বজ্রবারাহীর সহিত যুগনদ্ধ রূপে তিনিই বজ্রভান বা সম্বর; উগ্রতারা, একজটা এই কুলের প্রধান দেবতা। এইরূপে প্রতিটি কুলে রহিয়াছেন অসংখ্য দেব-দেবী, যোগিনী, ডাকিনী ও বোধিসত্ত্ব। কোন তত্ত্ব বা সৃষ্টির প্রতীকরূপে তাঁহারা মণ্ডল চক্রে প্রকাশিত হন।

নবাবিষ্কৃত চর্যাপদাবলী বৌদ্ধতন্ত্রের এই দেব-দেবতারই বর্ণনা ও বন্দনা। অনেকগুলি গানের বিশিষ্ট দেবতা হেরুক (ক/১৫); বজ্রবারাহীর সহিত যুগনদ্ধরূপে তিনিই চতুর্মুখ, দ্বাদশভুজ, ত্রিনয়ন হেবজ্র বা সম্বর (ক/১৮; খ/১৯, ২০, ২৮; গ/২২); কখনও বা জ্ঞানডাকিনী জ্ঞানেশ্বরীর সহিত যুক্ত যোগাম্বর (খ/১১, ৫২। রত্নসম্ভব কুলের বজ্রযোগিনী (হিন্দুতন্ত্রের ছিন্নমস্তা) বন্দিতা হইয়াছেন অনেকগুলি গানে (খ/১৩, ৪৪ ; গ/১)। এগুলি ছাড়া আছেন দীপঙ্কর বুদ্ধ (গ/১২), বোধিসত্ত্ব মঞ্জু ঘোষ (খ/৯), দেবী বাগীশ্বরী (খ/১৫) প্রজ্ঞা অচলা কর্তৃক আলিঙ্গিত অচলবীর (খ]২৭), নতেশ্বর সম্বর (খ/৩২), উগ্রতারা (গ/৮), সম্পদলক্ষ্মী বসুধারা (গ/২৭)। অভিশেষ কলস (গ/১৭), শান্তিঘট (গ/১১), বজ্রবারুণীও (খ/৪০, গ/৩) আহূত হইয়াছেন। বস্তুতঃ নবাবিষ্কৃত চর্যাগান বৌদ্ধতান্ত্রিক দেব-দেবতার একটি বিশাল প্রতিমা-গৃহ।

নবাবিষ্কৃত গানগুলিতে শুধু এই দেবদেবতাদের প্রসঙ্গ নয়, দেব-দেবীর সাধন প্রণালীর কথাও পাওয়া যায়। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধন মূলতঃ স্বদেবতাযোগের সাধন। সাধককে প্রথমে কতকগুলি আদিকর্ম করিতে হয়। ত্রিশরণ গ্রহণ, পাপদেশনা, পুণ্যানুমোদনা ও ব্রহ্মবিহারের পরে ভাবককে ভাবনা করিতে হয়—আমি শূন্যতা-জ্ঞান-বজ্র স্বভাব। ইহার পরে আসে অভিষেকাদির প্রশ্ন। অধিকারী ভেদে ও সাধনের স্তরভেদে অভিষেক পৃথক হয়। মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র, অধিমাত্রতর ভেদ বিচার করিয়া গুরু শিষ্যকে অভিষেক প্রদান করেন। নবাবিষ্কৃত একটি গানে (গ/১০) এই প্রসঙ্গটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে শিষ্য বলিতেছেন, আমাকে অনুত্তর বোধিপদ উপদেশ করুন; গুরু বলিতেছেন, 'এহি বৎস, মহাযান নরোত্তম উপদেশ দিতেছি।' শিষ্য প্রতিজ্ঞা করিলেন, সর্বতথাগতকে পূজা করিব, পাপতনুকে বিনাশ

করিব। তখন গুরু উদক-মুকুট-বজ্রাদি-অভিষেক প্রদান করিয়া, স্বদেবতাযোগের গুহ্য অভিষেক দান করিলেন। এই সময় শিষ্যকে চক্রী, কুণ্ডল, কণ্ঠী, রুচক, মেখলা প্রভৃতি যোগিকালঙ্কার ধারণ করিতে হয়। ইহাও মণ্ডল-চর্যার অঙ্গ। আলোচ্য পদাবলীর 'ধর ধরন্ত ধর ধরাধরে' গানটিতে (খ/১৪) সমন্বক এই অলঙ্কার ধারণের প্রসঙ্গ আছে। মুদ্রাসহ গুহ্য অভিষেক লাভের পরে শিষ্য নির্জনে 'মনোহনুকুল' স্থানে প্রদোষে বা নিশায় স্বদেবতাযোগ সাধন করেন। এই সাধন বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে দুই প্রকার। বাহ্য সাধনে বাহ্য দেব-দেবীর মূর্তিতে আবাহন, পূজা, হোম, বলিদানাদি করিতে হয়। উহা মৃদু-মধ্য অধিকারীর ক্রিয়া। অধিমাত্র স্তরের সাধক স্বদেহে ইষ্ট দেবতার মূর্তি দেখিতে পান এবং তাঁহার ধ্যানে তন্ময় হইয়া যান। উৎপত্তি ও উৎপন্নক্রম ভেদে সাধন দুই প্রকার। কি ভাবে শূন্যাত্মক সংবিজ্ঞান মায়োপম দেবতাকার লাভ করেন, তাহার ধারণা উৎপত্তিক্রমের সাধন। এই ক্রমে সাধক প্রজ্ঞোপায় যোগে (বাহ্য মুদ্রা প্রজ্ঞা, সাধক নিজে উপায়) বুদ্ধাঙ্কুররূপ বোধিচিত্ত উৎপন্ন করেন। উহাই বোধিবীজ বা একাক্ষরী শব্দময় বীজমন্ত্র। স্বহৃদয়ে সূর্যমণ্ডলে এই বীজ ভাবনা করিতে করিতে বীজাত্মক মন্ত্র সহসা বিম্ব (বুদ্বুদ্) রূপে প্রতিভাসিত হয়। গাঢ় ধ্যানের ফলে এই বিম্ব মধ্যে মরীচিকা দেখা যায়। ক্রমশঃ তাহা ধূম্রাকার ধারণ করে। ধূম্রে ক্রমে খদ্যোতের মত আলোক বিন্দুর স্ফুরণ ঘটে। সেই অস্পষ্ট আলো আরও ঘনীভূত হইয়া স্পষ্ট হয় এবং তাহাতে দিব্যালঙ্কার মণ্ডিত দিব্যাস্ত্রে শোভিত ইষ্টদেবতার স্ফূর্তি ঘটে।

এই দেবতা কখনও এককভাবে, কখনও বা পরিবার সহ একটি মণ্ডল মধ্যে আবির্ভূত হন। দেবতা বা মণ্ডল প্রকৃতপক্ষে শূন্যেরই প্রতিভাস। সাধক একাগ্র চিত্তে এই দেবতার ধ্যানে তন্ময় হইলে উৎপন্নক্রমে এই জ্ঞান জন্মে যে, দেবতা বা সৃষ্টি স্বপ্ন-মায়া। এই ধারণা হইতেই সংবিজ্ঞান শূন্যের সঙ্গে সাধক একীভূত হইয়া যান। শূন্যতা জ্ঞানে তখন চিত্ত বজ্রদৃঢ়, অথচ তাহা মহাকরুণায় আপ্লুত। এই যুগনদ্ধ বোধেই সাধকের সর্বার্থসিদ্ধি।

নবাবিষ্কৃত পদাবলীতে সাধনের এই প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্য নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ গানই মণ্ডলে আবির্ভূত দেবতার ধ্যান। এই ধ্যানে দেবতার মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেবতাযোগে সাধক বুঝিতেছেন, এক সমুদ্রই বহু তরঙ্গভঙ্গে স্ফূর্তি প্রাপ্ত—'সমুদ্রতরঙ্গ জিমু একু অনেকা'। বিচিত্র সৃষ্টিও এক শূন্যের প্রতিভাস, যেন জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র—

'এ মহিমণ্ডল মেরু সমুদ্রা।
ধনজন জউবন উদবিন্দু চন্দ্রা ॥ (ক/৫)

কিংবা, আদি শূন্য স্বভাব বিশ্ব
অনিল-অনল-জল-ভূমি। (গ/৫)

শুধু তাই নয়, মানবদেহও মায়াজাল সদৃশ—'মায়াজাল সদৃশ শরীরা' (খ/৭)। পরমার্থ সত্য সংবিজ্ঞান ঘন শূন্য : তাহা নিস্তরঙ্গ, নির্বিকল্প, অথচ 'দ্বন্দ্বালিঙ্গন অদ্বয় স্বভাব' (খ/২৮)। প্রত্যেকটি দেবতা এই সত্যের প্রতিমা। স্বদেবতাযোগে সাধক যে 'ঋদ্ধি সিদ্ধি' কামনা করেন, তাহাও শূন্যতাকরুণাভিন্ন যুগনদ্ধ দেবমূর্তির মত প্রজ্ঞালিঙ্গিত বজ্রধররূপে নিজের প্রতিষ্ঠা। নবাবিষ্কৃত পদাবলীতে দেবতার স্ফূর্তি ও ধ্যান বর্ণনার মধ্যে বজ্রধানী সাধকের এই পরমকামনার কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। ভাষাছন্দে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনের প্রকাশ হিসাবে গানগুলি সত্যই মূল্যবান।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
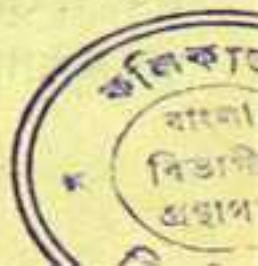
নবচর্যাপদ ও ভাষাপ্রসঙ্গ

১.০ নবচর্যার অভিনবত্ব

১.১ সংকলনের তাৎপর্য

স্বর্গত শশিভূষণ দাশগুপ্তের নেপাল থেকে নবাবিষ্কৃত নব চর্যাপদের সংকলন নিঃসন্দেহে অবহট্‌ঠ তথা বাঙলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। তাঁর সংগৃহীত মোট পদের সংখ্যা ৯৮। এই ৯৮টি পদের কয়েকটি অবশ্য পূর্বেই আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু তবু তুলনামূলক পাঠান্তরের ক্ষেত্রে এগুলির মূল্য অপরিসীম। উদাহরণ-স্বরূপ, নবচর্যাপদের প্রথম পদটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চর্যাপদে সমর্থিত হয় (চর্যা ৪)। উভয় পাঠই প্রায় অনুরূপ। তবে দ্বিতীয় পংক্তির 'ঘান্ট' শাস্ত্রীকেই সমর্থন করে, যদিও সুকুমার সেন ও শহীদুল্লাহ্ যথাক্রমে 'ঘাণ্টে' ও 'ঘাণ্টি' পদের সমর্থক। অনুরূপভাবে, নব চর্যাপদের শেষ পংক্তির 'নরঅ নারী মাঝে' এই পাঠ, সেনের পাঠের ('সরঅ নারী মঝে'; সরঅ <সর্ব) চেয়ে অধিক সমর্থনযোগ্য।

নব চর্যার (সংক্ষেপে নচ.) দারক-রচিত দশম পদটিও পূর্বেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করেছিলেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বাং ১৩২৯, পৃ. ৫১-৫২ ; সেন প্রণীত 'চর্যাগীতি পদাবলী'তে এই পদ *১ রূপে চিহ্নিত, পৃ. ২০৩)। শাস্ত্রী ও সেনের 'অনুহত সর্বদেব' এবং 'গংগা যমুনাএ দইরন্তি' অথবা 'চন্দ্রা রবি অষ্টাঙ্গে' —এই পাঠের চেয়ে দাশগুপ্তের পাঠ (: 'অনহত সবদে', 'গংগা জমুনা এ দুই তন্তি' এবং 'অস্তাঙ্গে') যে অধিকতর শুদ্ধ এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

নবচর্যাপদের চতুর্থ পদটির পাদটীকা থেকে আরও জানা গেল যে, এই পদটি রাহুল সাংকৃত্যায়ন আবিষ্কৃত সরহপাদের পাঁচটি দোহার (দোহাকোশ : ১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১১৮) একটি অখণ্ড রূপ।[১]

নব চর্যাপদের দ্বিতীয় পদটিও নতুন নয়। হেবজ্রতন্ত্রের দ্বিতীয় কল্পের চতুর্থ পটলে এটি 'বজ্রগীতি'র নমুনারূপে পাওয়া গিয়েছে (শ্লোক ৬-৮)। পাঠভেদ সামান্যই। নব চর্যাপদের তৃতীয় পদটিও উক্ত হেবজ্রতন্ত্রের বজ্রগীতির অন্তর্গত (২. ৫. শ্লোক ২০-২৩)। হেবজ্রতন্ত্র-উদ্ধৃত উপরোক্ত দুটি পদেরই টীকা পাওয়া যায় কাহ্নপাদ (কৃষ্ণাচার্যপাদ)-রচিত হেবজ্রতন্ত্রের হেবজ্রপঞ্জিকা বা যোগরত্নমালা

নামক টীকাগ্রন্থে। এই দুটি পদ সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র বাগচী[২] ও স্নেলগ্রোভ[৩]-এর পাঠান্তরও মেলে। ভাঙা সংস্কৃতে লেখা নবচর্যার ১৯ সংখ্যক পদটিও হেবজ্রতন্ত্রে উদ্ধৃত হয়েছে (১.১০. শ্লোক ৩৩-৩৪)।

যাই হোক, উপরোক্ত ছয়টি পদ (নচ. ১, ২, ৩, ৪, ১০, ১৯) বাদ দিলে বাকি ৯২টি পদ অবশ্যই ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় সংযোজন। নবা-বিষ্কৃত এই চর্যা-সংকলনের নামকরণও সার্থক। কারণ, সংকলক সম্ভবত 'গাবন্তি নবগীত' এই বাক্যাংশ দেখেই 'নবচর্যাপদ' নামকরণে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

১.২ বাচ্ছলী (-লি) প্রসঙ্গ

নবচর্যাপদ আবিষ্কারের ফলে বড়ু চণ্ডীদাস-বন্দিত বাশুলী দেবীর উৎসও খুঁজে পাওয়া গেল—অন্তত ৺শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাই মনে করেন। "দক্ষিণ ভারতে পূজিত সাত ভগ্নীর অন্যতমা গ্রাম্য দেবতা 'বসুআলী' (বৃষবাহনা দেবী)", বিশালাক্ষী, বাগীশ্বরী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে এই বাশলী/বাসলী/বাশুলী দেবীর সম্পর্ক এককালে অনুমান করা হয়েছিল।[৪] কিন্তু দাশগুপ্ত মনে করেন, এই বাশুলী প্রকৃতপক্ষে নবচর্যাপদের 'বাচ্ছলী/বাচ্ছলি/ বাংছলি' (নচ. ৬, ২৪, ২৫, ১৪, ৪৫, ৫০, ৫২, ৯৫, ৮৮ ইত্যাদি) দেবীর সঙ্গে অভিন্ন—ব্যুৎপত্তি বিচারে যার উৎস 'বজ্রবারাহী' (নচ. ৮, ১৬, ১৮, ২৩, ৩৭, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৫১ ইত্যাদি)। বলা বাহুল্য, বাচ্ছলী দেবীর সঙ্গে বাশুলীর সম্পর্ক একেবারে অগ্রাহ্য করার নয়। তবে আমার মনে হয়, বাচ্ছলী শব্দটি মূলে ছিল 'বজ্রবালিকা' বা 'বজ্রবালী'[৫] (তু. হেরুওবালী ২২/ ১৪)। প্রাকৃতের 'জ্জ' 'চ্ছ'-এ পরিণত হয়েছে সম্ভবত স্থানীয় উচ্চারণের ফলে, যেমন 'চর্যাগান' স্থানিক উচ্চারণে 'চচাগান' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। 'চ্ছ' ধ্বনিগুচ্ছের পরবর্তী স্তরে শিশ্‌ধ্বনিতে (শ্/স্) রূপান্তর সম্ভবত নেওয়ারি উচ্চারণ-প্রবণতার ফল। এর ওপর অবশ্য 'বৎসলা' শব্দেরও প্রভাব (তু. বচ্ছলা, নচ. ৯৮) থাকতে পারে, বিশেষত যখন 'বৎসলা' (ভগিনী) তন্ত্রসাহিত্যে একটি বিশেষ ধারণার, 'ললনা-রসনা'র প্রতীক।

১.৩ নবচর্যার তন্ত্রযানী ঐতিহ্য

বজ্রযানী সাধনা ও সাধকদের সম্পর্কেও বেশ কিছু নতুন তথ্য নবচর্যাপদগুলি থেকে উদ্ধার করা গেছে। প্রথমত, প্রসিদ্ধ চুরাশি সিদ্ধা বা দোহাকার (তিল্লোপাদ,

সরহপাদ, কাহ্নপাদ) অথবা চর্যাগীতির কবি ছাড়াও যে বহু অখ্যাত বজ্রযানী সাধক এবং পদকর্তা সাহিত্যরস-পরিবেশনায় পিছিয়ে ছিলেন না, তা এই পদগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। নবচর্যাপদে এমন নতুন বজ্রযানী পদকর্তার সংখ্যা কুড়ির কম নয় (দ্র. ৪.৫.৪)। দ্বিতীয়ত. এতাবৎ কাল আমাদের ধারণা ছিল "বজ্রযান ও কালচক্রযানের শাস্ত্র সংস্কৃতে আর সহজযানের শাস্ত্র অপভ্রংশে লেখা হয়েছিল।"[৬] এতদিন তাই বিভিন্ন সংস্কৃত তন্ত্রসাহিত্যের বিক্ষিপ্ত অল্প কিছু অবহট্‌ঠ রচনাই ছিল আমাদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু নবচর্যাপদগুলি আবিষ্কৃত হওয়ায় অন্তত এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ অথবা বাঙলা ভাষায় লেখা বজ্রযানী সাহিত্য এবং 'বজ্রগীতি' (হেবজ্রতন্ত্র ১.৬.১০) রচনার বিপুল অংশ এখনও আমাদের অগোচরে অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

তৃতীয়ত, বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবীবৃন্দ কীভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের তান্ত্রিক মাতৃদেবতার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে, তার সার্থক চিত্রশালা এই নবচর্যার পদগুলি। 'নবচর্যাপদ' সংকলনের বহু পদে, বিশেষত অর্বাচীন পদগুলিতে তাই এত দেবীমূর্তির আবির্ভাব। বস্তুত, পৌরাণিক দেবীর (যেমন, বাগীশ্বরী, ইলাদেবী, চণ্ডিকাদেবী, বারুণী ইত্যাদি) পাশাপাশি বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী (যেমন, বাচ্ছলি, বজ্রবারাহী, তারা, মহামামকি দেবী ইত্যাদি), এমনকি বিদেশী-সূত্রে আগত অথবা স্থানিক বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবীর (যেমন লামা ৯৩, একজটি ৬৭, বিভিন্ন দিগ্‌দেবী ৭৯) সমাবেশ নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত।

এই প্রসঙ্গে বজ্রযানের গোড়ার ইতিহাস স্মরণে রাখা দরকার। তন্ত্রযান-যুগাশ্রিত (খ্রী. ৮ম-১২শ শতক) বজ্রযান, সহজযান (৮ম শতক) এবং কালচক্রযানের (১০ম শতক) মধ্যে বজ্রযানের প্রাচীনত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। এ-বিষয়ে 'গুহ্য-সমাজতন্ত্রে'র (৩য় শতক) সাক্ষ্যই যথেষ্ট।[৭] অবশ্য শাস্ত্রীয় উল্লেখ যে-যুগেই হোক না কেন, বজ্রযানের যথার্থ প্রসার ঘটেছে আরও পরে অর্থাৎ ৭ম/৮ম শতকের প্রান্ত-সীমায় এবং বাস্তবিক পক্ষে তা সম্ভবপর হয়েছে সহজিয়াপন্থী চুরাশি সিদ্ধার সাধন-শিক্ষা এবং মরমিয়া গানগুলিকেই অবলম্বন ক'রে। বলা বাহুল্য, নবচর্যাপদ-সংকলন এই প্রাচীন বজ্রযান-ঐতিহ্যের নবীন স্বাক্ষর। অবশ্য নবচর্যাগুলিতে যে 'অকৃথর মন্ত বিবজ্জিঅ' (নচ. ৪)—ধারণায় উদ্‌বুদ্ধ সহজযান-আশ্রিত কিছু পদ নেই তা' নয়, কিন্তু তা' নবচর্যাপদ-সংকলনের প্রাচীন পদগুলিতেই স্পষ্ট হয়েছে বেশি (দ্র. নচ. ৮, ৯, ১৮, ২৩ ইত্যাদি)।

কিন্তু নবচর্যার বৈশিষ্ট্য কেবল বজ্রযানী দার্শনিক তত্ত্বের[৮] স্বাঙ্গীকরণেই সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুত উদ্দেশ্য হলো, কীভাবে নবচর্যাপদগুলি বৌদ্ধতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সংযোগ ও সমীকরণ ভাবনায় ভাবনিবিড় হয়ে উঠেছে, তারই পুনর্বিচার। স্মরণীয়, বৌদ্ধ-ধর্মের অবক্ষয়ের ফলে দশম-একাদশ শতকেই ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, এমনকি জৈন ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে এই তান্ত্রিক ধ্যানধারণার মাধ্যমেই এবং তা ঘটেছে দীর্ঘদিন ধ'রে(১০ম-১৪শ শতক)। ফলে, এ-যুগের তন্ত্রসাহিত্য একদিকে যেমন রহস্যবাদী গুহ্য (mystic) সাধনার মৌল সাক্ষী, অপরদিকে তেমন তা শাক্ত বা মাতৃদেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠায়, রূপের আরতি ও আর্তিতে মুখর। এমন ভাবধারার স্পষ্ট ছবি তুলে ধরা আছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সার্থক শাস্ত্র 'সম্মোহ(ন) তন্ত্রে' (১৪শ শতক)। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, নবচর্যাপদ এবং এই গ্রন্থের ভাবপরিমণ্ডল খুব সুদূরের নয়।[৯]

একথা সত্য, নবচর্যার প্রাচীন পদগুলিতে বৌদ্ধ শূন্যবাদ অশ্রুত নয় (দ্র. নচ. ৪, ৫, ৭, ২৬, ইত্যাদি)। তাই সাধক 'শুন্ন সহাব' (নচ. ৭) অথবা 'সুন্ন সমাহি' (নচ. ৩) অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ না ক'রে পারেন না। এমনকি জগতের অসারত্ব সম্পর্কেও সাধকের আর্তি অপ্রকাশিত থাকে না। 'এ সংসার অসারা অসারা' (নচ. ২৬) অথবা 'জনধন জউবন উদবিন্দু চন্দা' (নচ. ৫) বোধে উদ্দীপ্ত সাধক 'অচিন্তালয় বোধা' (নচ. ৫) সেই 'বিমল নিরংজন সঅল বিশুদ্ধ' (নচ. ১১) লোকের সন্ধান চান। তিনি জানেন 'সমুদ্র তরঙ্গ জিম একু অনেকা' (নচ. ৫), তাই তাঁর পক্ষে অদ্বয়পথের সাধন-সংকেত: 'জিম পড়িবিম্ব সহাবতা তিম ভাবিজ্জই ভাব' (নচ. ৪)।

কিন্তু নবচর্যাকারের আরাধ্য কেবল মাধ্যমিক বা বিজ্ঞানবাদীর শূন্যতা নয়, তাঁর চির-আরাধ্যা পরমশক্তিরূপা বজ্রদেবী (নচ. ৫৬), বজ্রযোগিনী (৫০) বা বজ্রবারাহী দেবী। বস্তুত, সার্থক বজ্রযানী ভাবধারায় শূন্য এখানে 'বজ্র'রূপে প্রতীয়মান। আর এই বজ্রমাতা একদিকে যেমন 'কায়া-বাক-চিত্ত' (নচ. ১, ৬, ২২) বজ্রসত্ত্ব-রূপী পরমা শক্তি (তু. বজ্রসত্ত্ব পরমেশ্বরী ৫৪), অপরদিকে তেমন বিচিত্র শক্তির লীলায় বিলাসিনী, 'বজ্রবিরাসিনী' দেবী (৫৬, ৮৭)। মূল শক্তির প্রসঙ্গে তাই স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে সৃষ্টির কথা, পাঞ্চভৌতিক জগতের সূক্ষ্ম তন্মাত্রের কথা, বৌদ্ধতান্ত্রিক ভাবধারায় যা 'পঞ্চস্কন্ধ' (নচ ৩৫) নামে পরিচিত। সংসারের বীজস্বরূপ এই পঞ্চস্কন্ধের অধিদেবতা 'পঞ্চধ্যানী বুদ্ধে'র (বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য: নচ. ৬৫, ৬৬, ৭৭) প্রসঙ্গও এখানে

তাই অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে (দ্র. নচ. ৫৭, ৫৯, ৩৫), যেমন এসেছে পঞ্চবুদ্ধের আলিঙ্গিতা, পঞ্চবুদ্ধশক্তির উপাসনার কথা ('সর্ব তথাগত জননী দেবী' : ৪০)। মোটকথা, প্রজ্ঞা বা শক্তি এবং বজ্রের মিলন-সাধনই হলো বজ্রসাধকের চির-আকাঙ্ক্ষিত সাধনা ('দ্বন্দ্ব আলিঙ্গন যোগধরু': ৩৬, ৫৮) ; আর তাঁর আরাধ্যা হলেন সেই 'বজ্রযোগিনী' মাতা, যিনি শূন্য (reality), বিজ্ঞান (consciousness) এবং মহাসুখের (bliss) আলয়।

স্বভাবত, নবচর্যার অধিকাংশ কবিতাই মাতৃদেবতা-কেন্দ্রিক; কবিতার উপজীব্য সেই 'যোগিনীগণমণ্ডিতা' (নচ. ৫০) দেবীর অগণিত রূপবন্দনা। আর এই মাতৃ-আরাধনার সার্থক উপায় হলো নানা ধরণের তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ। ধর্মীয় সাধনার বহিরঙ্গ দিক দিয়ে বিচার করলেও নবচর্যার এই বৌদ্ধতান্ত্রিক ভাবধারা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মাতৃসাধনার ক্ষেত্রে নবচর্যাপদের প্রাচীন পদগুলিতে (দ্র· নচ. ৬, ৮, ১৪, ১৫, ১৬, ১°, ২২) যেমন অন্তরঙ্গ (esoteric) সাধনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তেমন অর্বাচীন নবচর্যাগুলিতে বহিরঙ্গ (exoteric) সাধন-প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে উল্লিখিত হয়েছে (দ্র. নচ. ৪২, ৭৩)। তাই 'বাচ্ছলিমাতা' বা বজ্রবারাহী দেবী একদিকে যেমন 'গুহ্যেশ্বরী' (নচ. ১৪, ৪৫, ৫০, ৯৫, ৯৭)-রূপে বন্দিত হয়েছেন, অপরদিকে তেমন দেবীবন্দনায় বামাচারের প্রয়োজনীয়তার কথাও অনুল্লিখিত থাকেনি। অতএব মাতৃশক্তি উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজন 'মজ্জ মাংস মচ্ছ আহার' (নচ. ৬১) অথবা 'সুরতপহ' (৩)-উদ্দিষ্ট সুরতক্রিয়া বা কুন্দুরুযোগ (দ্র. নচ. ১, ২, ৩৩, ৬০)।

বৌদ্ধতন্ত্রের অপর বৈশিষ্ট্য হলো মন্ত্র বা শব্দবীজ (charms), মুদ্রা বা করন্যাস (mystic signs) এবং মণ্ডল (circles of deities) সহযোগে সাধনরীতি। বীজমন্ত্র ('মন্ত্রতন্ত্র' ৬৬) বা বীজশব্দ (দ্র. ৪.৩), মুদ্রা (৪, ৬)/ পঞ্চমুদ্রা (৮৩)/ মহামুদ্রা (১৩) অথবা বিভিন্ন 'মণ্ডলচক্র' (১৮), 'মণ্ডলনৃত্য' (৫৬) অথবা 'মণ্ডলচর্যার' (৩১) কথা তাই বারবার শ্রুত হয়েছে। সাধকের আরাধ্যাদেবী শ্রীবজ্রযোগিনী তাই 'তরুণীমণ্ডল মাঝে প্রজ্জ্বলিত দেহা' (৯৫, ৭২) 'মণ্ডলমোহিনী' (৭৭)-রূপে বিলাস করেন 'সুরতমণ্ডলে' (১৭)।

পঞ্চস্কন্ধাত্মক কৌলিক শক্তিকে দেবীরূপে উপস্থাপনাও নবচর্যায় বিরল নয় : 'বামে ডোম্বি দহিনে চণ্ডালি / মাঝে বিলাসই হেরুণ্ড বালী' (২২)। বস্তুত, নবচর্যার 'চণ্ডালী নাভিকমলে' (২৮) তন্ত্রসাহিত্যের 'চণ্ডালী জলিতা নাভৌ' (হেবজ্রতন্ত্র

১.১.৩১) এই আপ্তবাক্যই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'সবরী, চণ্ডালী, ডোম্বী' (১৪) অথবা 'ডোম্বি-চণ্ডালি' (২২) অথবা 'বজ্রি ঘোরি বেতালি চণ্ডালি'র (১৪, ১৮, ৫৫) প্রসঙ্গ তাই এখানে পুনঃপুনঃ স্মরণ করা হয়েছে। কৌলিক শক্তির অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র হিসেবে বিভিন্ন দেহচক্রের কথাও এখানে অশ্রুত নয়। কোল্লগিরি (সহস্রার), মুন্মুনি (নাভিচক্র), মণিকুল (১, ২২), সম্মুনা দেবী (সুষুম্না, ৫৩) এবং ওড্ডিয়ান পীঠের প্রসঙ্গ (১৬, ৬) প্রায়শই উল্লিখিত হয়েছে। অনুরূপভাবে 'অভ্যন্তর হোমে' (২১) অর্থাৎ দেহতত্ত্বে দ্বৈততত্ত্বরূপী বিভিন্ন তান্ত্রিক পরিভাষার কথাও তাই উহ্য থাকে নি (তু. প্রজ্ঞা-উপায় ১৫, ২১, ৭৩ ; কমল-কুলিশ ১৪, ৪১, ৬০, ৬৩/বোলা-কক্কোলা ২, আলি-কালি ৬, ১৪, ৪৩ ৪৭, বাম-দাহিন ১, গংগা জমুণা ১০, শূন্য-করুণা ১৬, ১৮, ৪৫ ইত্যাদি)।[১০] 'নাদরূপী' (৫৬) 'প্রণব' (৫৭) বা ওঁকার (৩৪) যে 'অনহত সবদ' (১০) বা 'সহজ অনহা' (৯) রূপে প্রতীয়মান হন, তারও উল্লেখ আছে।

তন্ত্রযানী সাধকের কাছে সাধনার উদ্দেশ্যও স্পষ্ট। মুক্তি নয়, সিদ্ধিলাভই তাঁর প্রধান কাম্য। তাই এমন সাধকের কাছে মাতৃশক্তি কেবল 'মোক্ষ পদাতা' (৭০) নন, তিনি 'সিদ্ধিপ্রদাতা'ও (৬৮) বটে। সেই সিদ্ধিলাভের জন্য প্রতিপক্ষকে জয় করা প্রয়োজন। তাই দেবী 'দুষ্ট মার বিঘ্ন বিনাশনী' (৭১), 'বিঘ্নমার দর্প বিনাশিনী' (৭১) অথবা 'মার চতুর দর্প নিখিল বিঘ্নহন্তা' (৪৬)। এমন 'ঋদ্ধি সিদ্ধি বর প্রসাদে'র (৭৪) জন্য 'ঋদ্ধিসিদ্ধিকর বিঘ্নবিনাশন' (১৩)-কারিণী 'ঋদ্ধিসিদ্ধি প্রদায়নী জগত জননী'র (৭১, ৮৬) প্রতি স্তুতি সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ৪২ সংখ্যক নবচর্যাপদে।

২.০ পদসংকলনের কালানুক্রমিক বিভাগ

৺শশিভূষণ দাশগুপ্ত পূর্বোক্ত ৯৮টি পদগুলিকে তিনটি কালানুক্রমিক পর্বে বিভক্ত করে গেছেন, যথা—(১) দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত প্রথম ১৯টি চর্যা (নচ ১-১৯) ; (২) ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের ৪৪টি পদ (নচ. ২০-৬৩) এবং (৩) পঞ্চদশ শতকের পরবর্তী যুগে রচিত অবশিষ্ট ৩৫টি পদ (নচ, ৬৪-৯৮)। দাশগুপ্ত মহাশয় কোন্ মানদণ্ডে এই পর্ববিভাগ করেছেন, তা আজ আর জানার উপায় নেই। তবে ভাষাতাত্ত্বিক মানদণ্ডে বোধহয় এমন বিভাগ সমর্থন করা চলে না। ভাষাগত বিচারে তিনটি পর্বের বিভাগ হওয়া উচিত এইরূপ —

(ক) প্রাচীন পদ : নচ. ১—১৯, ২২, ২৩, ২৬, ২৯, ৩৬ —মোট ২৪টি পদ।

(খ) অর্বাচীন স্তরের প্রথম পর্ব : নচ. ২১, ২৪, ২৫, ২৭, ৩০-৩২, ৪৫, ৬৫, ৬৭ =মোট ১০টি পদ।

(গ) অর্বাচীন স্তরের দ্বিতীয় পর্ব : ২০, ২৮, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭-৪৪, ৪৬-৬৪, ৬৬, ৬৮-৯৮ =মোট ৬৪টি পদ।

(ক)-চিহ্নিত পদগুলির প্রাচীনত্ব নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। এগুলির রচনা-কাল আনুমানিক ১০ম-১২শ শতক।[১১] (খ) ও (গ)-চিহ্নিত পদগুলির পার্থক্যের সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। কাজেই এগুলিকে কেবল 'অর্বাচীন পদ' হিসেবে চিহ্নিত করাই যুক্তিসংগত। এই পদগুলি সম্ভবত ১৪শ শতকে অথবা পরবর্তী যুগে রচিত। অর্বাচীন পর্বের কিছু পদে অবশ্য প্রাচীনতার স্বাক্ষর আছে, যেমন, ২৮ সংখ্যক পদের ধ্রুবপদ অংশটি (প্রথম দুই চরণ) তুলনামূলকভাবে প্রাচীন। অনুরূপ-ভাবে ৩২ সংখ্যক পদের শেষ পদগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। স্পষ্টতই প্রাচীন অংশগুলি এখানে অর্বাচীন অংশের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে।

প্রাচীন পদগুলির মধ্যেও ভাষিক বিভেদ রয়ে গেছে। যেমন, কয়েকটি পদ পুরোপুরি অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত যথা—নচ. ২, ৩, ৪, ৭, ৩৬। অপর কিছু পদ স্পষ্টতই পুরোনো বাঙলায় রচিত, যেমন—নচ. ১, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১২-১৮, ২২, ২৩, ২৬, ২৯ (দ্র. ৭.০)। পুরোনো বাঙলা পদগুলির মধ্যে ১৩ এবং ১৭ সংখ্যক নবচর্যায় অবহট্‌ঠ ও সংস্কৃতের প্রভাব ব্যাপক। ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ ছাড়াও বাঙালিয়ানার অন্য স্বাক্ষরও কয়েকটি পদে রয়ে গেছে, যেমন, ১৪ সংখ্যক পদে 'মঙ্গলগীতে'র উল্লেখ অথবা ৬৬ সংখ্যক পদে 'সারী জারী' 'উভগীতি'র প্রসঙ্গ। প্রাচীন পর্বের ১১ সংখ্যক পদটি সম্ভবত মৈথিলীতে রচিত (তু. 'ফলহু ফুলহু হম ভমল স্বচ্ছন্দা', নচ. ১১)। নবচর্যার আধুনিক পদগুলিতে অন্যান্য ভাষার প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন, ৭৭ সংখ্যক পদে 'বইঠা, ভরতি হো, বইঠা নে' প্রভৃতি প্রয়োগ হিন্দুস্থানী প্রভাবিত। একটি পদে (নচ. ৫২) ফারসী আগত 'হরেক' শব্দেরও প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য কয়েকটি পদে ওড়িয়া ভাষার লক্ষণও অসুলভ নয় (দ্র. ৭.০)।

৩.০ প্রাচীন ও অর্বাচীন পদের তুলনা

প্রাচীন পদগুলির তুলনায় অর্বাচীন পদগুলির পার্থক্য কেবল ভাষিক স্তরেই সীমিত নয়। বিষয়বস্তুর (content) ক্ষেত্রেও এর বৈশিষ্ট্য পূর্বেই তুলে ধরা

হয়েছে (দ্র. ১. ৩)। বস্তুত, অর্বাচীন পদগুলিতে যে মাতৃবন্দনার উপচার সজ্জিত করা হয়েছে, তার আরও প্রমাণ পরে উপস্থাপিত হবে (দ্র. ৪.১)। প্রাচীন ও অর্বাচীন পদের ভাষাতাত্ত্বিক বিভেদের মূল প্রবণতা এখন বিচার্য বিষয়। অর্বাচীন স্তরের নবচর্যাপদগুলির বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে এই : (১) লিপিরীতির (orthography) অধিক সংহতি ; (২) অন্ত্যমিলের শৈথিল্য এবং (৩) শব্দসজ্জার ব্যাপারে সংস্কৃতায়নের প্রতি ব্যগ্র প্রবণতা।

৩.১ লিপিরীতি

প্রাচীন পর্বের পদগুলিতে স্বরসংযোগের উদাহরণ অসুলভ নয়, যেমন—মঅনা, নিরংসুঅ (২), মহাসুঅজোএ, ইন্দিআলী (৩), মাঅ (<মায়া ৪), রঅন, গঅন, লোঅন, ভোদিআ, দাহিআ (৫), হেরুঅ, অবধুঅ (৬) ইত্যাদি। পরবর্তী পর্বের পদগুলিতে কিন্তু স্বরসংযোগগুলিকে পরিহার ক'রে বাঙলাসুলভ 'য়' বর্ণ ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো, যেমন—রায়া (৩২, ৪৭) তু. রাআ (২৩); সঅল (২৭) তু. সয়ল (<সকল ৪৭); পায় (<পদ ৫৩), পায়ল (<পদতল, ৪০, ৬৬, ৬৭) তু. পাঅ (২৬); বয়ন (<বদন, ৩৪, ৬১) তু. বঅন (৪৪); জঅ জঅ (৮) তু. জয় জয় (৬৯); ওড্ডিআন (৬) তু. ওড়িয়ান (१২, ৯৬); রয়িয়া (=লইয়া, ৭৭) ইত্যাদি। এর ফলে, নবচর্যাপদে বহুল প্রযুক্ত র-শ্রুতির স্থলে মাঝে মাঝে বাঙলারীতি-সুলভ য়-শ্রুতি অথবা য়/র-শ্রুতির বিপর্যয় দেখা যায় যেমন—ভয় (=ভব, ১৬ : শেষ চরণ), বিব (=বিঅ ৭ <বীজ) (আরও দ্র. ৮. ১.১ গ)।

৩.২ অন্ত্যমিল

নবচর্যাপদের অধিকাংশই গীতিকবিতা। তাই প্রায় প্রতিটি পদই রাগ-রাগিণী অথবা ধ্রুবপদ চিহ্নিত। কবিতা বলেই প্রাচীন পর্বের পদগুলিতে অক্ষরের (syllable) অন্ত্যমিল স্পষ্ট। যেমন—ককোলা⫽রোলা (২), হেবজ্জ⫽বজ্জ (৩), চিত্ত⫽থিত্ত (৪), গঅনে⫽রঅনে (৫), প্রবেশ⫽অশেষ (৭), কবালী⫽বালী (৮, ১৪), বীণা⫽লীনা (১০), বুদ্ধ⫽বিশুদ্ধ (১১), মঅনে⫽নিযরে⫽সম্পূর্ণে (৩০) ইত্যাদি। এমনকি ১৩ সংখ্যক পদে সর্বত্র 'রে' যোগে অন্ত্যমিলের প্রচেষ্টা দেখা গেলেও পূর্ববর্তী পদের অন্ত্যস্বরের মিল অসুলভ নয়। অন্ত্য অক্ষরের মিল সবসময় সার্থক না হলেও অন্ত্য স্বরের মিল দেওয়ার প্রবণতা বেশ কয়েকটি পদে

লক্ষ্য করা যায়, যেমন—আ-অন্তক (৫, ৩৭), ইয়া-অন্তক (২১), অই-অন্তক (২, প্রথম দু' পংক্তি বাদে), এ-অন্তক (১২, ১৫) ইত্যাদি। কিন্তু অর্বাচীন স্তরের কবিতাগুলিতে অনেক সময় 'ং' যোগে (নচ. ৮০) অথবা -ত(া) যোগে (নচ. ২০) মিল দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এমনকি অনেক পদে অন্ত্যমিলই দেখা যায় না, যেমন, ৪৪, ৭৮, ৮৭ সংখ্যক পদগুলিতে। অর্বাচীন বহু পদই প্রকৃত পক্ষে কবিতা নয়, মন্ত্রাকারে রচিত নিছক গদ্য। বাদবাকি কবিতায় কেবল অন্ত্য-স্বরের ক্ষেত্রে একটি ক্ষীণ মিল দেওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

৩.৩ সংস্কৃতায়ন প্রবণতা

প্রাচীন নবচর্যাপদের সঙ্গে অর্বাচীন পদের সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য হলো এই যে, অর্বাচীন পদগুলিতে সংস্কৃতায়নের প্রবণতা অধিক স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে অর্বাচীন স্তরের প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের পার্থক্য যদি আদৌ চিহ্নিত করতে হয়, তবে তা এই মানদণ্ডেই বিচার্য। কারণ অধিকতর অর্বাচীন পদগুলিতে সংস্কৃতায়নের প্রয়াস উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছে। পদগুলি বিচার ক'রে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পদকর্তাদের সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান মোটেই আশানুরূপ নয়। এইজন্য অনেক সময়ই বানান, সন্ধি, সমাস অথবা লিঙ্গানুশাসন সম্পর্কে এঁদের ভ্রান্তি অগোচর থাকে না। তথাপি লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে, পদকর্তারা অনেক সময়ই স্থানে-অস্থানে সংস্কৃত ব্যাকরণের আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ের ব্যবহার, দীর্ঘ সমাসবন্ধন, সংস্কৃত পদ, এমন কি বাক্য ও বাক্যাংশ জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা, সর্বোপরি প্রাচীন তদ্ভব শব্দগুলিকে তৎসম রূপে পরিণত করার আগ্রহ ইত্যাদি দেখে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এইজাতীয় পদগুলি অর্বাচীন স্তরেই রচিত। বলা বাহুল্য, তৃতীয় পর্বের পদগুলিতে এই প্রবণতা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

পরিসংখ্যানের সাহায্য নিয়ে ব্যাপারটি স্পষ্টীকৃত করা যাক। নব চর্যাপদের ২, ৩, ৯ সংখ্যক পদগুলিতে তৎসম শব্দের ব্যবহার নগণ্য বললেই চলে। অপরপক্ষে ৭১ সংখ্যক পদে একটিও তদ্ভব শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। ৭৬ সংখ্যক পদে তদ্ভব 'ভণই' পদ এবং ৮০ সংখ্যক পদে অর্ধতৎসম 'ধূব' (ধূপ) পদটিকে বাদ দিলে সমগ্র পদ দুটিই তৎসম-আশ্রিত। প্রায়-বিভক্তিমুক্ত সংস্কৃত পদ ব্যবহৃত হয়েছে ৬৯, ৭০ এবং ৭১ চিহ্নিত পদে। এছাড়া ৫৪, ৫৬, ৬২ এবং ৭৪ সংখ্যক পদগুলিতে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ নজরে পড়ার মতো।

এখন অর্বাচীন পদগুলিতে সংস্কৃত প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় করা হবে এইভাবে—

১ ॥ প্রকৃত সন্ধির চেষ্টা :

ত্রিভুবনেশ্বরী (১২, ১৬), ত্রিভুবনৈক (৭৪), পদ্মোপরি (৭৬), বজ্রোপমা (৮০), নরকগতোদ্ধৃত (৭৬), ললিতোর্দ্ধগামিনী (৫৬), কল্পানলমিব (৪০) ইত্যাদি ; কিন্তু তুলনীয় : ধাত্বেশ্বরী (=ধাতু+ঈশ্বরী, ৩১, ১২), চত্বারেন্দ্ররিনন্তরে (৫১), নমোস্তু (৭৫), শিরেধৃত (৭৬), সুরাসুরনরার্চিতাপি (৭৬) ইত্যাদি।

২ ॥ স্ত্রীলিঙ্গের যথার্থ প্রত্যয় ব্যবহারের প্রয়াস :

চণ্ড বদনা (৯১), ভীষণ বদনা (৯৩) কিন্তু তু. নীল বদনী (৭৯) ; লোচনা (৭২, ৮৮) কিন্তু লোচনি (১২) ; ঘোরা (৪৯) কিন্তু ঘোরি (১৪, ৫৫) ; ষড়ভূষণা (৯১) কিন্তু নৌপুর ভূষণী (৬৩) ; যোগাম্বরা (৩০) কিন্তু যোগাম্বরয়ি (৪৮) ইত্যাদি।

৩ ॥ দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ :

জরামরণভয়বন্ধন, দশবলমতিপদভাস্থরং (৭৩), সুরাসুরনরার্চিতাপি (৭৬), পঞ্চ-জ্ঞানস্বরূপা (৭৮); জগতমলশোধক, ধূবগন্ধাম্বু সংযুক্তং (৮০), বজ্রমালাভরণবিভূষিতা (৯১), খণ্ডমণ্ডিতমেখলা (৯৩), করটিকপালখট্বাঙ্গধারী, সর্ববিকল্পবিধ্বংসনী, অনুত্তর-জ্ঞানবরদায়িনী, প্রজ্ঞাজ্ঞানবরদায়নী (৪০) ইত্যাদি। আরও দ্র. নচ. ২০, ৪৭, ৫০, ৫৬, ৬৫ ইত্যাদি (দ্র. ১১/ক)।

৪ ॥ ক্রিয়াপদে -ত (ক্ত)-যুক্ত নিষ্ঠাপদের ব্যবহার :

তৎসম শব্দে : ধ্যায়িত, সংপ্রাপিতা, (২০), পবনধৃতা, লক্ষিতা, সংতরিতা, মোক্ষভূক্তা, মধ্যেগতা, প্রতিনিয়তা, নমিতা (৩৭), নমিত (৩৪), বিভূষিতা (৪৬), পূজিতা (৩৫), একীভূতং (৮০), প্রবেশিত (৮০) ইত্যাদি।

অর্ধতৎসম শব্দে : বিয়াপিত (১৮, ৮৪, ৫০) তু. ব্যাপিতা (৮৬, ৮৯, ২০, ৭০), থাপিতা (৯৮) ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দে : জোড়িত (২০), জানিতা (২০) ইত্যাদি।

কিন্তু লক্ষণীয়, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পদগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে—(ই)ত> (ই)অ প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন—ক্ষরিআ (ক্ষরিত, ৩২), উদিয়া (উদিত, ২১), স্ফরিয়া (স্ফুরিত, ৩১), ধরিয়া (*ধরিত, ধৃত ৩১, ৪৫), ধী (৩০)/ধীয়া (১৩) [ধৃত], বিবজ্জিঅ (বিবর্জিত, ৪), নিব্বাসিয়ে (৮), রাজঅ, রায়ত (রাজিত ১৭) ইত্যাদি (দ্র. ১০.৬.৩ক)।

৫ ।। সংস্কৃত পদরূপের ব্যবহার :

বিভক্তিযুক্তপদ : ধ্যানং, ভুবনং, ভাবলীনং (২৮), দৃশ্যং, পবিত্রং (১৯), পরমরতৌ (১৯), চন্দনতরুব (৯৮), জিনমানসা (৫৭), শিরসি (২৪) ইত্যাদি।

সর্বনাম : অহং (৩৩), ময়ি (৩৯, ৪২), তব (৩৪), মে (৩২, ৪১, ৬৪), ইদং (৪২) ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ : বেদয়ন্তি (৫৭), দয়ন্তি (৭২), হন্তি (৩৯), বহংতি (৫৭) নমামি (৭৪, ৭৬, ৭৮), প্রণমামি (৩৩, ৭৪), ক্রীড়ন্তি (৪৩) ইত্যাদি।

অনুজ্ঞার্থ ক্রিয়াপদ : ধারয়, কুরু (৩৩, ৭৪), প্রবিশতু (৭৩), মোচয় (৭৩), ত্রাহি (৩৩), হরন্তু (৫৭), রক্ষন্ত (৬১) ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া : আকৃষ্য, আনীয় (৮০), দ্রবীভূয় (৮০) ইত্যাদি।

অব্যয় : ন, চ (১৯), ওঁ (৫৬) ইত্যাদি।

৬ ।। সংস্কৃত বাক্য/বাক্যাংশের অধ্যারোপ :

দেহি মে (৩২, ৪১, ৭২, ৯২), মা কুরু (১৩), কুরু ময়ি তোষ (৩৯), বর দেহি মে মাতা (৬১), নমামি (৭৪, ৭৬, ৭৮), প্রণমামি (৩৩, ৭৪), সতগুরু চরণ-কমলে প্রসাদা প্রণমামি পরম লীলাপদ (৬০), নমোস্তু নমোস্তু (৭৫), ভণই রত্নবজ্রেন বজ্রগীতা (৮৩) ইত্যাদি।

৭ ।। অর্বাচীন পদে তদ্ভব / অর্ধতৎসম শব্দের সংস্কৃতায়ন :

কাঅ-বাক-চিঅ (৬, ৯)>কায়বাকচিত্ত (৩১)।

নেউর (২৪)> নৌপুর (৮৩, ৮৮, ৯৩, ৬৭)।

চৌরি (১৪)> চতুর (দেবী) [৪৮, ৭৪, ৯২]।

চউমারা (২৯)> চতুর মার (৪৮)।

নীল বপ্প দেহা (৮) কিন্তু তু. গৌরবর্ণদেহা (৭৯), নীলবর্ণা (৯৭)।

জোইনী (২২) > যোগিনী (৯৭), জোগিনী (৭৮)।

কপ্পুর (২, ২৩) > কর্পূর (২৪)।

হেরুঅ (১৪, ১৫), হেরুব (১৮) > হেরুক (৫৩)।

সুরঅ (৩০) > সুরত (২৮)।

খিতিঅা (২১) > স্থিতি (৮১)।

বিআপিত (১৮) > ব্যাপিতা (৮৬, ৯৫)।

অর্বাচীন স্তরেও যে তদ্ভব শব্দের সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি, তা বোঝা যায় তদ্ভব/তৎসম শব্দের সমান্তরাল প্রয়োগ দেখে, যেমন—লোঅন (৩৮), তিনি লোয়ন (৫৯) : ত্রিলোচনী (৮৬, ৯১), লোচন (৫১) ; গঅণত (৫৫) : গগনে (৬৮) ; ফরই (৭৪) : স্ফরই (৬০) ; ফরিআ (২১) : স্ফরিআ (৪২) ; ত্রিমুহ (৭৫), চউমুহ (৬১) : একমুখ (৭২), ত্রিয়মুখ (৬০), থগমুখ (৯৮) ; সহাব (৫৫) : সভাব (১৫) : স্বভাব (৬৮) ; ত্রিহুঅন (৬০) : ত্রিভুবন (৬৮, ৭৯, ৮৭) ; মকুটকেশা (৮৬) : মুক্তকেশা (৮৮) ; হাতে ধারী (৯৩) : ধারিত (৮৩, ৮৬) ইত্যাদি।

৮ ॥ সংস্কৃতসুলভ -ক প্রত্যয়ের ব্যবহার : স্বরূপক (৫৯), করুণক দেবী (৬৭), পূজিক (৪২) ইত্যাদি।

৩.৪ অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের প্রভাব

অর্বাচীন স্তরের গীতিকবিতাগুলিতে যেমন সংস্কৃতের প্রভাব স্পষ্ট, প্রাচীন পদগুলিতে তেমন অবহট্‌ঠের প্রভাব সুচিহ্নিত (যেমন. নচ. ২, ৩, ৪, ৭, ৩৬)। প্রাচীন ও অর্বাচীন পদগুলিতে দৃষ্ট অবহট্‌ঠ প্রভাবের লক্ষণ মোটামুটি এই :

[ক] ধ্বনিতত্ত্বগত—

১. সং স > হ (কিন্তু বাঙলায় 'স' রক্ষিত) : দহদিহ (=দশদিশ, ৫, ১৩, ১৮)।

২. প্রা ম্‌হ > হঁ (কিন্তু বাঙলায় ম্‌হ > ম ; তু. প্রা অম্‌হেহি > আমি) : তহিঁ (<তস্মিন্‌, ২, ৪, ১৬), জহিঁ (<যস্মিন্‌ ১৬)।

৩. অবহট্‌ঠসুলভ ব্যঞ্জনের অতিরিক্ত দীর্ঘত্ব : বিহুরে (৩)।

৪. নাসিক্যযুক্ত ব্যঞ্জন রক্ষিত (কিন্তু বাঙলায় নাসিক্যীভবন) : সিংধুর (সিন্দুর, ২৪), তম্বোলা (২৩, তু. তাঁবোলা ২৪), অন্ধারা (২৩), হেণ্ডোরে (১০), বন্ধ (স্কন্ধ, ৪২), দ্র. ৮.৩/৩।

৫. অসমীভূত যুগ্ম ব্যঞ্জনের ব্যাপক প্রয়োগ (চর্যাপদে এর সরলীকরণ) :

বাজ্জই (বাদ্যতে, ২), কথ্‌থুরি (কস্তুরী, ২) উট্‌ঠি (৩), কপ্পূর (২, ২৩), হেবজ্জ (হেবজ্র, ৩), কজ্জ (৩), তু. কাজ্জ (৪), অচ্ছসি (৩) / আচ্ছন্তি (১৫), বিণ্ণনমি (২), ছড্ডহি (৩), শূণ্ণআ (৬), নীলবণ্ণ (৮, ৬), বাচ্ছলি (৬, ১৪), মজ্জ (<মদ্য, ৪৭, ৬১), মচ্ছ (<মৎস্য ৬১), মজ্ঝেঁ (৪), তু. মাঝে (১০), সিজ্ঝাউ (৩), খিত্ত (ক্ষিপ্ত, ৪), দিট্‌ঠি (৪), সিজ্ঝই (১৩), তুজ্ঝ (১৭), বিমুক্কা (১৮), ভট্টারা (২৩), তু. ভরাড়ো (৮, ১৬), ভড়ারা (২৭) ইত্যাদি।

৬. সং ষ > খ : অনিমিখ (=অনিমেষ, ২৬), পোখঅ (=পোষঅ, ৭)।

[খ] রূপতত্ত্বগত—

১ নবচর্যাপদের শব্দরূপে একবচন-বহুবচনের ভিন্নতা লুপ্ত প্রায় (দ্র. ১০. ১)।

২. শব্দরূপে লিঙ্গভেদও বিশেষ নেই। কখনও কখনও অবশ্য স্ত্রীলিঙ্গ পদের বিশেষণে স্ত্রী-বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু তা সংস্কৃতের অনুসরণ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে নবচর্যার শব্দরূপে লিঙ্গভেদ বিভক্তির সৌষম্য (concord) রূপে গণ্য হওয়া উচিত (দ্র. ১০. ২)।

৩. কারক-বিভক্তি (দ্র. ১০. ৪):

কর্তৃকারকে অবহট্ঠসুলভ—ও, উ (<সং-অঃ, -অম্) : সুইণো (৪), হেরুও (২২), ভরাড়ো (৮, ১৬) ; রাউতু (১২), মনু (<মনস্ ৪), জণু (১৭, ৩৬), ধরু (<-ধরঃ, ৩৬) ইত্যাদি।

মুখ্য কর্মে -উ : কাম মহুঁ ছড্ডহি, মহুঁ পরিতাহিঁ (<মোহম্, ৩)।

করণে -ন (< —না) : করটিন (৬৭), পিপাশন (<বিপাশেন, ৬৭)।

গৌণকর্মে -হুঁ -হু, হ : ফলহ ফুলহ (১১) ইত্যাদি।

অপাদানে -হুঁ : থেপহুঁ (১), থনহুঁ (১৫), হেরবহুঁ হেরুব (৫৯)।

সম্বন্ধে -ক : হস্তক মালা (২৭) ইত্যাদি (দ্র. ১০.৪.১)।

-ন : ধ্বংসন ৯৪, ভবারিত্রাসন ৯৪।

অধিকরণে -হি : চিত্তহি (১৭), শুন্নহি (৭) ইত্যাদি (দ্র. ১০.৪.১)।

৪. সর্বনাম:

নবচর্যাপদে ব্যবহৃত কয়েকটি অবহট্ঠসুলভ সর্বনামপদ হলো: তুহুঁ, তুজ্ঝ, তুহ (১৭, ৩৭, ৪৭), মহুঁ (=মহ্যম্ ৩৬), সো (১মা, ৪), তহিঁ (২, ৪, ১৬), জো (১মা, ৪), জহিঁ (১৬), এহু (৬), কিম- (তু. কিমিতি ১৭), জিম (৫, ৬, ১২), জিম · তিম (৪), জো···সো (৪), জহিঁ জহিঁ···তহিঁ তহিঁ (১৬) ইত্যাদি।

৫. ক্রিয়াপদ:

ক. 'ল' যুক্ত অতীতকালের ক্রিয়াপদের স্থলে 'ত'-প্রত্যয়জাত নিষ্ঠাস্থানীয় কৃদন্ত বিশেষণপদের ব্যাপক ব্যবহার, যেমন—বইঠা (২৯, ৭৭), ধী (৩০)/ ধীয়া (১৩) (<ধৃত), ক্ষরিআ (৩২, <ক্ষরিত), উদিয়া (<উদিত, ২১) ইত্যাদি (দ্র. ১০.৬.৩)।

খ. অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের বচননির্বিশেষে বিভক্তি -হিঁ/হি (মা হোহি ৭ পরিতাহিঁ ৩, ছড্ডহি, উট্ঠেহিঁ ৩ ইত্যাদি) ; অথবা -হুঁ/হু (উঠহু ৮, ভুংজহু ৯, ভাবহু ৪, রাখহুঁ ২৫ ইত্যাদি)।

গ. 'ইজ্জ' -যুক্ত ভাব/কর্মবাচ্য : বজ্জিঅই, বাজ্জই (<বাদ্যতে, ২), নাসিজ্জই (<নশ্যতে, ৪) ইত্যাদি (দ্র. ১০.৭.১)।

ঘ. ভাব/কর্মবাচ্যক অনুজ্ঞায় -ইজ্জ বিকরণ (যা চর্যায় মেলে না) : কিজ্জৌ (ক্রিয়তাম্ ১৭), সিজ্ঝাউ (সিধ্যতাম্ ৩) দ্র. ১০.৭.১।

ঙ. অনুজ্ঞায় নিষেধার্থক 'মা' যোগ : মা হোহি (৭)।

চ. -ই অথবা -উ যুক্ত অসমাপিকা : চ্ছাড়ি (২৬), দৃঢ় করু চিঅা (২৬)।

ছ. শতৃ-প্রত্যয়ান্ত পদের শত্রর্থ এবং সাপেক্ষ ক্রিয়া (conditional) রূপে প্রয়োগ, যেমন—ডমরু বাজন্তে (=বাজিলে, ৩৫), পেক্খন খেড় করন্তে (=করিতে করিতে, ২) ইত্যাদি, দ্র. ১০.৮।

জ. 'কৃ' ধাতু যোগে যৌগিক ক্রিয়া গঠন : একু করিঅা (৯), একু করইয়া (১৩), বিনিমন্তণ করি (৭), করমি প্রবেশ (৭) ইত্যাদি।

৬. সমাস :

নবচর্যাপদের অবহট্‌ঠ-প্রভাবিত পদগুলিতে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের স্বল্পতা। তাই অনেক সময় বিভক্তি লোপ হওয়ায় সমাস হয়েছে কিনা, তা প্রায়ই নির্ণয় করা যায় না, যেমন—অক্থর মন্ত বিবজ্জিঅ (৪), সমুদ্র তরঙ্গ জিম একু অনেকা (৫), কাঅ বাক চিঅ সমরস করীয়া (৬), সাক্খিঅ রবি শশি গগন দুআরে (১০), দ্বন্দ্ব আলিঙ্গন যোগ ধরু (<ধরঃ, ৩৬, ৫৮), বজ্র ঘন্ট মুদ্রা ধরু (৩৬) ইত্যাদি।

[গ] শব্দাবলী—

অবহট্‌ঠে প্রচলিত বিশেষ কতকগুলি শব্দ ও ধাতু হলো—

শব্দ : মন্থ (মনস্), জগু (জগৎ), মঅন (<মদন), একু (<একঃ), বিসেহি (<*বিষয়েভিঃ=বিষয়ে), ইন্দি, বিমুক্কা (বিমুক্ত, ১৮), অথয় (অক্ষয়, ৯৮ ইত্যাদি), অদয় (অদ্বয় ১৪), দহদিহ (৫, ১৩, ১৮)।

ধাতু : ফর, উহ, ফেড, কল "জানা" (৯), বোল (১১) ইত্যাদি।

সর্বনাম : জিম, তিম ইত্যাদি।

৪.০ প্রাচীন ও অর্বাচীন নবচর্যার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য

৪.১ ধর্মীয় পটভূমি

পূর্বেই বলেছি, সমগ্র নবচর্যা-সংকলনে বজ্রযানী তান্ত্রিকদের মাতৃসাধনার গুহ্যতত্ত্ব, যোগকর্ম এবং আভিচারিক ক্রিয়াপদ্ধতি ফুটে উঠেছে (দ্র. ১.৩)। শূন্যবাদ বা সহজসাধনার কথা যে সেখানে নেই তা নয়। প্রাচীন পর্বের বেশ কয়েকটি পদে 'স্বপ্নসহাবতা' (৩, বাগচী) বা শূন্যবাদের কথা ব্যক্ত হয়েছে (নচ. ৪, ৫, ৭, ২৬ ইত্যাদি)। অথবা ব্যক্ত হয়েছে সহজিয়া ভাবধারার কথা (নচ. ৮, ৯, ১৮, ২৩ ইত্যাদি)। কেবল 'সহজানন্দে'র উল্লেখ (৩৫, ৫২) নয়, সহজানন্দ-রসাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত হয়েছে অনেক স্থানে (তু. 'সহজানন্দ স্ফরিঅউ' ১৮, 'সহজানন্দ মহাসুখ পিবই ২১ ইত্যাদি)। বজ্রসাধকের আরাধ্যাও তাই 'সহজানন্দ স্বরূপিণী দেবী' (৬৩, ৮৮, ৯৫) অথবা প্রজ্ঞারূপী কামিনী 'সহজসুন্দরী' (৮, ২৩)। বেশ কয়েকটি পদের উপজীব্য আবার 'সঅল বুদ্ধজিন' (১৩) অথবা পরমকারুণিক 'আদি-বুদ্ধ' (৩৪)। 'বিমল নিরংজন সঅল বিশুদ্ধ' (১৯) ধ্যানী বুদ্ধের ('শ্রীশাক্যমুনিবর ধ্যান লোচন' ৭০) প্রতি শরণাগতি ('বুদ্ধশরণং', ২৮) তাই স্থানে স্থানে নিবেদিত হয়েছে। তবে নবচর্যার প্রধান নায়ক হেবজ্র বা হেবজ্জ (৯৭, ৬৫, ৫৮, ২০, ৩) অর্থাৎ হেতুবজ্র (১১)।[১২] ইনিই এখানে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, যেমন 'ক্রোধাধিপতি' (তু. শ্রীপ্রচণ্ডবীরং ক্রোধাধিপতি ১৪, নীলসম দেহা ক্রোধাধিপতি শ্রীমহাকালা ৮৩), 'যোগাম্বর' (৬১, ৫৫), ত্রৈলোক্যনাথ (৭৬) / ত্রিভুবননাথ (১১, ৪১, ৪৩, ৭৫) / ত্রিভুবনবীরা (৩৫), শ্রীমঞ্জুকুমার (৮৪, ৬০, ২৮)। হেবজ্র-তন্ত্রের ভাষায়[১৩] বলতে হয়: 'বজ্র' দেবতাপরিবারের প্রধান অধিপতি হলেন 'ক্রোধাধিপতি' 'চক্রেশ্বর' হেবজ্র, হেরুক অথবা শম্বর—নবচর্যায় যাঁর প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপিত করা হয়েছে (নবচর্যায় হেরুক/হেরুঅ/হেরুও/হেরুব নাম অন্তত ২৫ বার এবং শম্বর প্রসঙ্গ অন্তত ১৫ বার উল্লিখিত হয়েছে)।[১৪]

সে যাই হোক, সমগ্র পদগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কিন্তু দেখা যাবে অধিকাংশ পদেই দেবিকামূর্তির বিচিত্র রূপের প্রতি আকূতি এবং মাতৃবন্দনার সুর ঝংকৃত হয়েছে।[১৫] বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো অর্বাচীন পর্বের কবিতাগুলি —যেগুলি প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রাকারে রচিত স্তোত্রবিশেষ (৪২, ৫৭ সংখ্যক পদ সম্ভবত মন্ত্র, ৭৩ সংখ্যক পদ দীক্ষাবিষয়ক)। এগুলিকে তাই 'অমোঘ বজ্রগীতা'

(৭১), 'বজ্রগীতা' (৮৬, ৮৯, ৯৬) অথবা 'জিনগীতা' (৯২)-রূপে স্মরণ করা হয়েছে বারবার।

অবশ্য এই মাতৃদেবী বৌদ্ধতন্ত্রে কখনই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মতো 'শক্তি' আখ্যায় ভূষিত হননি। বৌদ্ধতন্ত্রে তিনি সর্বদাই 'প্রজ্ঞা'।[১৬] নবচর্যার বজ্রগীতিগুলিতেও তাই তিনি প্রজ্ঞারূপিণী (যদিও সংকলনে একবার মাত্র 'ত্রিশকত্রী' শব্দের উল্লেখ আছে বিশেষণ হিসেবে: শ্রীদেবী ত্রিশকত্রী ত্রিভবমাতা, ৬৪)। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের শিব-শক্তির মতো তিনি 'প্রজ্ঞা-উপায়' আলিঙ্গিত অদ্বয়তত্ত্ব কিন্তু সুখস্বরূপিণী ('প্রজ্ঞা আলিঙ্গন অদ্বয় মহাসুহ' ৪৬)। শূন্যতা ও করুণা (১৬, ১৮, ৪৫) অথবা প্রজ্ঞা ও উপায়ের (১৫, ২৯, ৭৩) এই যুগনদ্ধ রূপ বেশ কয়েকটি পদে পরিস্ফুট হয়েছে: শূন্য করুণা আলিঙ্গন হেরুব (১৬), বজ্রবারাহি আলিঙ্গন সম্বর নাচই (৪৫), (সম্বর রায়া) বজ্রবারাহি কণ্ঠে আলিঙ্গনা (৪৭), (শ্রীসম্বর) বজ্রবারাহি নাচে আলিঙ্গনে (৫১), বজ্রবারাহি আলিঙ্গন সম্বরা (৮১, ৮৫), বিলাসই নীলবর্ণ হেরুঅ সঙ্গে (১২), মাঝে বিলাসই হেরুও বালী (২২), নাচই হেরুব নৈরাত্মা দেবী সহিতা (৪৪), বাচ্ছলি আনন্দ লইয়া নাচন্তি হেরুঅ মনসাপূর্ণে (১৪), বাচ্ছলি কোলে লৈয়া কুড়ন্তি (৪৫) ইত্যাদি। ফলস্বরূপ, কায়াসাধনের চর্যায় অথবা দেহতত্ত্বের সন্ধানে বজ্রসাধকও (বাচ্ছলিদাস ২৪) বজ্রসত্ত্বরূপী হেরুককে উদ্বোধিত করার জন্য নারীসঙ্গ বিলাসাকাঙ্ক্ষী। 'জোই' (১২) এবং 'জোইনী'র (১৪) এই মিলনাকাঙ্ক্ষা বা কুন্দুরু অর্থাৎ দ্বীন্দ্রিয় যোগের কথা (১, ২, ৩০) অথবা 'সুরঅ শৃংগার' (৩০)-কামনা বেশ কয়েকটি পদে শ্রুত হয়েছে।

কিন্তু এই পরমা শক্তিই (: অদ্বয় বাচ্ছলী ২৫) পাঞ্চভৌতিক আয়তনে 'পঞ্চবুদ্ধ' (৫৭) বা 'পঞ্চজিনে'র (৩৪, ৪৭, ৫৭, ৭৪, ৭৮) আশ্রিতা শক্তি। তাই এই "পঞ্চবুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধস্বরূপা" (৩৫) শক্তি, 'সর্বতথাগত জননী দেবী' (৪০) অথবা 'জিনজ্ঞানদায়িনী' (৫৬, ৭২), 'জিনবরজননী' (৩০), 'জিনজননী' (৯০)-রূপে বারবার আহূত হয়েছেন, যদিও ইনি স্বরূপত 'জিনজননী বজ্রযোগিনী' (২৫)।

অবশ্য এই শক্তি কেবল জড়জগতে—এই রূপাদি পঞ্চস্কন্ধে, পৃথিব্যাদি তত্ত্বপঞ্চকে অথবা কায়-বাক-চিত্তে সমরসীভূত (: কাঅ-বাক-চিঅ সমরস করীয়া, ৬) নন অথবা নন অন্তরাবৃত্ত, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী জগৎমাতা রূপেও প্রসারিত, বহিরাবৃত্ত পরা শক্তি। তাই তিনি নবচর্যায় প্রায়শই জগুমাতা' (১৭), অথবা 'বিশ্ববিয়াপিত তারুণী (=তারিণী) মাতা (৯৮), 'ত্রিভুবনজননী' (৬৩),

'জগতজননী' (৭৯, ৮৬), বিশ্বজননী (৮৮), শ্রীবিশ্বমাতা (৯১) ইত্যাদি বহু রূপে বন্দিত হয়েছেন (তু. হেবজ্রতন্ত্র : দেহস্থং চ মহাকাশং সর্বসঙ্কল্পবর্জিতম্। ব্যাপকঃ সর্ববস্তূনাম্)।

সে যাই হোক, মোট কথা, এই বিশ্ববন্দিতা মাতা অর্থাৎ পরমা শক্তির বিচিত্র রূপের অনুধ্যানই এই নবচর্যাগুলির প্রধান আলম্বন। তবে এই বিভিন্ন দেবিকা-মূর্তির মধ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন বজ্রদেবী, উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছেন বজ্রমাতা, বজ্রবারাহি, বজ্রযোগিনী অথবা বাচ্ছলি (<বজ্র-বালিকা) দেবী রূপে। বজ্রবারাহীর কথা হেবজ্রতন্ত্রেই মেলে (১.৩.১৮)। বজ্রযোগিনীও সেখানে অসুলভ নয় (১.১.১ ; ২.২.৩৮)। কিন্তু 'বাচ্ছলি' অভিধা এখানে একেবারেই নতুন। সন্দেহ নেই, এই দেবী বজ্রবারাহী দেবীরই নবতন সংস্করণ। বস্তুত, নবচর্যার বহু পদে বজ্রবারাহীর উল্লেখ আছে (৮, ১৬, ২৩, ৩৭, ৪৫, ৭৯, ৮৭, ৯৩ ইত্যাদি)। বজ্র-যোগিনীর প্রসঙ্গও একাধিক (২৫, ৩২, ৩৮, ৪০, ৫০, ৬৩, ৬৪, ৮৮, ৯৫ ইত্যাদি)। 'গুহ্যেশ্বরী বজ্রযোগিনী' (৯৭) ছাড়াও বজ্রদেবীরও উল্লেখ লক্ষণীয় (২৪, ৫৬, ৮৫, ৮৬)। কিন্তু এর পাশাপাশি 'বাচ্ছলি' দেবী (৬, ১৪, ২৪, ২৫, ৪৫, ৫০) অথবা 'বচ্ছলা' দেবী (৯৮) বা 'বাংছলি দেবী' (৫২) ইত্যাদির বাহুল্য লক্ষ্য করার মতো। কয়েকটি পদে আবার 'বাচ্ছলি গুহ্যেশ্বরী' (১৪, ৪৫, ৫০, ৯৫, ৯৭) অথবা 'বাচ্ছলী শ্রীবজ্রযোগিনী' (৮৮) এমন উল্লেখও আছে।

হেবজ্রতন্ত্র অথবা সম্মোহন তন্ত্রে উল্লিখিত অন্যান্য বজ্রদেবী হলেন চতুরদেবী (৯২), তারা (১২, ৬৩, ৭৪), তারুণী মাতা (৯৮) [=তারিণী], বা বজ্র-তরুণী (৬৬) অথবা উগ্রতারুণী মাতা (৭১ : উগ্রতারা, সম্মোহন তন্ত্র)। এছাড়া উল্লেখযোগ্য হলেন সংচ্ছ দেবী (৬৭), ধর্মধাত্মেশ্বরী (৯২) বা বজ্র ধাত্মেশ্বরী (৩১)। বলা বাহুল্য, এঁরা বজ্রদেবীরই নামান্তর।

বজ্রবারাহীর রূপবর্ণনাও বহু পদে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন, ২২, ২৪, ৪০, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫৩, ৬০, ৬৩, ৬৭, ৭১, ৮০, ৮৫, ৮৬, ৯০-৯৩, ৯৬ ইত্যাদি একাধিক পদে। সমগ্র পদাবলীতে কখনও বা তিনি 'খগমুখ দেবী' (১৩, ৯৮), 'নীলবস্ত্র বালী' (৮, ১৫, ১৮) [তু. মহানীল সরস্বতী : সম্মোহনতন্ত্র), কখনও বা 'আলীঢ় পদস্থা' (৯১ : 'a bodily posture' : স্নেলগ্রোভ), 'তাণ্ডবভাবা' (৮৩) বা 'তাণ্ডবী মুক্তকেশা' (৮৮) অথবা 'মণ্ডলমোহিনী' (৭৭)। শ্রীচক্রসম্বর অথবা অচলবীরের পত্নীরূপেও তিনি কখনও কখনও বন্দিত হয়েছেন : চক্রসম্বরা (৮১,

৮২) এবং শ্রীঅচলবীরা (৪৬)। মোট কথা, সমগ্র কবিতাগুলিতে 'বাচ্ছলি হেরুব ঘরণী'র (২৪) যে-রূপ ফুটে ওঠে তা হলো : দেবী 'হাড় আভরণে বিভূষিতা, করোটি খর্পরহস্তা, গ্রীবে রুদ্রনরশিরমালা শোভিতা, কণ্ঠে খট্বাঙ্গধারী কুঞ্চিত মুক্তকেশা' (৬, ৫০, ৭১, ৯৫)। তিনি কেবল 'কজ্জলনয়না' এবং 'শিরে সিন্দুর শোভিতা' (১৭, ২৪) নন, তিনি 'মুণ্ডমাল খট্টাঙ্গ মণ্ডিতা লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করা' (৫০) অথবা 'রক্তবর্তুল ত্রিনি নয়না ঘোর ভয়ঙ্কর ভীষণ বদনা' (৮৩)। 'যোগিনী গণমণ্ডিতা' (৫০) এই দেবীই আবার অষ্ট যোগিনী (৪৪, ৯৮) অথবা ষোড়শ যোগিনী (৪৮) নিয়ে যেমন বিলাস করেন, তেমন 'সিংত্রিনি ব্যাঘ্রিনী জম্বুকী উলুকিনী' অথবা 'ডাকিনী দ্বীপিনী চউসিক বোজনী' (৪৮, ৫৫) নিয়ে বিরাজ করেন।

দেবীর প্রসঙ্গে ডাকিনী-যোগিনীর উল্লেখও বহু পদে লক্ষণীয়। স্মরণীয় 'ডাকিনী (<ডী 'ওড়া') অভিধা বৌদ্ধতন্ত্রে নিন্দার্থে প্রযুক্ত নয়, যেমনটি হয়ে থাকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে।[১৭] বস্তুত, এখানে তা 'যোগিনী' অর্থেই ব্যবহৃত। হেবজ্রতন্ত্রে পঞ্চদশ অথবা অষ্ট যোগিনীর উল্লেখ আছে। ডাকার্ণবে উল্লিখিত হয়েছে 'সপ্তবিংশতি যোগিনী' (১ম পটল)।[১৮] নবচর্যায় অষ্ট যোগিনীর উল্লেখ থাকলেও (২২, ৬৫, ৯৮, ৪৪) 'ষট্‌যোগিনী' (৭৯) অথবা ষোড়শ যোগিনী (৪৮) / বা বজ্রষোড়শ দেবীর (১৬) উল্লেখ অভিনব। বজ্রতন্ত্রে এই যোগিনী প্রায়শই পাবনী শক্তি, পঞ্চ নাড়ী বা মুদ্রা অথবা পঞ্চস্কন্ধের (৩৫) অধিষ্ঠাত্রী দেবী অথবা 'বিঘ্ন মার দুষ্ট দর্প বিনাশনী' (৭১, ৭৯) শক্তিরূপে বন্দিত। হেবজ্রতন্ত্রের যোগিনীবৃন্দের অধিকাংশই নবচর্যাপদে উল্লিখিত, যেমন—ঘস্মরী (১৪, ৯৭), পুক্কসী (৩, ১৪), চৌরী (১৪, ৯৭), ডোম্বিনী (৩, ৮, ১৪, ২২), বেতালী/বেআলি (১৪, ৪৮, ৫৫), চণ্ডালী (৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২২, ২৮), শবরী (১৪), বজ্রা (: বজ্রি, ১৪, ৪০, ৫৫) এবং বজ্রডাকিনী। নবচর্যাপদে 'বজ্রডাকিনী'র উল্লেখ না থাকলেও 'ডাকিনীমণ্ডল' (৫৫) বা 'পঞ্চ ডাকিনী'র (৭৪) প্রসঙ্গ মেলে (তু. জম ডাকিনী ৮১, ৮৫, বুদ্ধ ডাকিনী ২১, ৭২ ৯৬, মহাডাকিনী ৮০ ইত্যাদি)। এই মণ্ডলচক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন হেবজ্র এবং আলিঙ্গিতা নৈরাত্মাদেবী (৪৪, ৯৭, ৯৮) [নবচর্যায় কখনও বা 'নিরংজনদেবী' ৬৭]। মণ্ডলস্থিত 'পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধে'র (৬৫, ৬৬, ৭৭) এবং 'পঞ্চ জিনে'র (৫৭) আশ্রিতা শক্তিস্বরূপা 'চতুরদেবী' (৯২) অথবা 'চউজোগিনী'র (৮) উল্লেখও এখানে মেলে (ত্রিভুবনেশ্বরী চতুরদেবী সহিতা' ৯২ ;

চতুর্দেবী ৭৮)। এই চতুরদেবীর মধ্যে লোচনা (: লোচনি ১২), মামকী (১২, ৫৯) এবং তারা (১২, ৬৩, ৭৪) দেবীর উল্লেখ পাওয়া গেলেও পাণ্ডরা/পাণ্ডুরা/পাণ্ডুরদেবীর (: হেবজ্রতন্ত্র) নাম এখানে মেলে না।

এই প্রসঙ্গে নবচর্যাপদে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রাশ্রিত দেবিকামূর্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এঁরা হলেন—

সরস্বতী : বিদ্যাধরী দেবী (৭২, ৮৬, ৯৬), জ্ঞানেশ্বরী (৭৪), চিন্তাদেবী (৬৬), বাগীশ্বরী (৩৪), বিদ্যাদেবী ("spell" : স্নেলগ্রোভ্), জ্ঞানেশ্বরিয়া (৪৮) ইত্যাদি।

চণ্ডী : হেবজ্রতন্ত্রে উল্লিখিত চণ্ডিকাদেবী (৭৯), চণ্ডকরালী (৬১)।

বারুণী : বজ্রবারুণী (৬১), দেবী বারুণী (৫৯)।

কালী : ৫২ সংখ্যক পদে একবার মাত্র উল্লিখিত। 'কালি ভৈরব'-এর (অর্থাৎ ভৈরব কালী) উল্লেখও অন্যত্র আছে (নচ. ৮৫)।

বিদেশী-সূত্রে আগত অন্যান্য দেবী হলেন 'লামাদেবী' (৯৩) এবং 'একজটি বজ্রযোগিনী' (৬৭) [সম্মোহন তন্ত্রে উল্লিখিত]। স্থানিক দেবী হিসেবে বিভিন্ন দিগ্‌দেবী (: যামিনী, মোহিনী, সংচারিণী, সংত্রাসিণী, ৭৯) অথবা দ্বারপালিকা দেবীর বিভিন্ন নাম (: ডাকিনী-লামা-রূপিণী ৯৩, ডাকিনী-রামা-রূপিণী ৪৩) নবচর্যাপদে অসুলভ নয়।

৪.২. পারিভাষিক শব্দ

নবচর্যা পদাবলীর উভয় পর্বেই পারিভাষিক বা আভিপ্রায়িক শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, এই জাতীয় পারিভাষিক শব্দ ১৭, ২২-২৫, ৪০, ৪৫-৪৭, ৫০ ইত্যাদি সংখ্যক গীতে প্রচুর মেলে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, যেমন —বজ্র (৭, ১৩, ১৫), শূন্য করুণা (১৬, ১৮, ৪৫), মুম্মুনি-কক্কোলা (২), কক্কোলা (১, ৬), প্রজ্ঞোপায় (১৫, ২৯, ৭৩), বোলা (২, ৬), তথতা করুণা (৬৯), কোল্লগিরি (২), অনুত্তর সিদ্ধি (৬৩, ৬৮, ৭৩) ইত্যাদি। বজ্রযান সম্পর্কিত ধারণাও বিশেষ কয়েকটি সংকেত-শব্দের সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যেমন, সম্বর[১৯] (২৮, ৪৭, ৫১, ৮৫ ইত্যাদি), ধাতু [: বজ্র-ধাতু ১৩, তু. 'ধাতু sphere (of consciousness)' : স্নেলগ্রোভ্], মুদ্রা 'symbol' (৪৬, পঞ্চমুদ্রা ৮৩, মহামুদ্রা ১৩), বজ্র-'Adamantine' (: বজ্রচিত্ত

১৩, বজ্রধাতু ১৩, বজ্রসত্ত্ব ৬২, ৭৪, বজ্রদেবী ২৪ ইত্যাদি), চতুরানন্দ (: 'আনন্দ পরমানন্দ বিরমা সহজা চতুরানন্দজ' ২১), বিভিন্ন নাড়ী (: আলি কালি ৬, ১৪, ৪৩, ৪৭, গংগা জমুনা ১০ ইত্যাদি), বিভিন্ন মুহূর্ত "moments" (: 'বিচিত্র বিপাক বিমর্দ বিলক্ষ' ৫১) ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই চর্যাপদের কথা মনে পড়ে। চর্যায় ব্যবহৃত বহু পারিভাষিক শব্দ এখানেও যথেষ্ট মেলে, যেমন— কুন্দুরু (চ ৪, নচ ২, ৬০), ওড়িআণ (চ ৪, নচ ৬, ১৪. ৭২, ৯৬), সমরস (চ ১৭, ৪৩, নচ ৬, ৪৮), হেরুঅ (চ ১৭, ২৬, নচ ১৫ ইত্যাদি), তাঁবোলা (চ ২৮, নচ ২৪), জিনরঅণ (চ ৪০, নচ ৩৪), মণিকুল (চ ৪, নচ ১২), আলিকালি (চ ৭, ১১, নচ ৯৩ ইত্যাদি), কমল-কুলিশ (চ ৪ = নচ ১, চ ৪৭, নচ ১৪), গঙ্গা-যমুনা (চ ১৪, নচ ১০), কাপুর (চ ২৮ : কপ্পুর নচ. ২) ইত্যাদি।

৪.৩ বীজমন্ত্র

মন্ত্রসুলভ পদ বা বীজমন্ত্রের প্রয়োগ নবচর্যা-সংকলনের উভয় পর্বেই কম-বেশি লক্ষ্য করা যায়। স্মরণীয়, এইজাতীয় বীজমন্ত্র বা একাক্ষরী বীজ তান্ত্রিক আভিচারিকগণ এখনও সংস্কৃতের আবরণে ব্যবহার করে থাকেন। বস্তুত, নবচর্যার ৪২ এবং ৪৯ সংখ্যক পদদুটিকে মন্ত্রসমষ্টি বললেই চলে। ৭৩ সংখ্যক পদটি সম্ভবত সাধকের দীক্ষা-সংক্রান্ত উক্তি। তবে নিরঙ্কুশ বীজমন্ত্র হিসেবে নিরর্থ শব্দের ব্যবহার প্রধানত দেখা যায় নবচর্যার ৩৩, ৩৫, ৪২, ৫৭ এবং ৬১ সংখ্যক পদগুলিতে। 'বীজ' শব্দটিও দেখা যায় একাধিক পদে, যেমন—বিজ (১৩), বিঅ (৭), স্ব স্ব বীজসম্ভবা (৭৯) ইত্যাদি। একাক্ষরী বীজ যেমন রা, রী, লা, সা ইত্যাদি মেলে ৫৭ সংখ্যক পদে। অন্যান্য কয়েকটি বীজমন্ত্র হলো : ওঁ (৫৬), হুং (৫৮), 'হুং হুং ফট্' বা 'হুং হ্রীং' (৩৩), ফটকরং (৬১) ইত্যাদি। লক্ষণীয়, এইজাতীয় বীজমন্ত্রের প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে অর্বাচীন পদগুলিতেই অধিক পরিলক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, চর্যাপদে আভিপ্রায়িক বা পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ থাকলেও তান্ত্রিক বীজমন্ত্রের ব্যবহার মোটেই সুলভ নয়।

৪.৪ পুনরুক্ত পদ

সমগ্র পদগুলিতে একজাতীয় বাঁধা ধরা বাক্যাংশ (set phrases) প্রয়োগ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ধর্মীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ হলো এক সুলভ

বৈশিষ্ট্য। নবচর্যাপদে উদাহৃত এমন কয়েকটি উদাহরণ হলো: গুরু চরণ শিরে (গত) ধরিয়া (২৮, ৫৯, ৬৩, ৬৮, ৮২, ৮৫); সত গুরু (চরণ) প্রসাদে (৩২, ৬০, ৭৩, ৯২); জন্ম জন্ম (মোর/মোরু), তুম্ম (তুম্ম) পায় শরণা (৪৭, ৫৩, ৯৮); জন্ম জন্ম তুম্ম (তুম্ম)...(৫৩, ৭৮); বজ্রবারাহি আলিঙ্গন (সম্বরা) [৩৮, ৮১, ৮৫]; ঋদ্ধি সিদ্ধি (দায়নী) [৭২, ৭৪, ৭৮, ৯২] অথবা, ঋদ্ধিসিদ্ধি দায়নী জগত-জননী (৭৯, ৮৬); দ্বন্দ্ব আলিঙ্গন যোগ ধরু (৩৬, ৫৮); ডাকিনী দ্বীপিনী চউসিকং যোজনী (৪৮, ৫৫); বজ্রি যোরি বেআলি (বেতালি) চণ্ডালী (৪৮, ৫৫) ইত্যাদি।

সংস্কৃত বাক্য বা বাক্যাংশ প্রয়োগ করার লোভও অনেক পদকর্তা সংবরণ করতে পারেননি, যেমন—কুরু ময়ি তোষ (৩৯), দেহি মে (তারণ) (৪১, ৭২, ৯২), মা কুরু (১৩), (বর) দেহি মে মাতা (৬৪,৭২), জ্ঞানসত্ত্বমানীয় হৃদ্বীজং কলসং (৮০), ভণই রত্নবজ্রেন বজ্রগীতা (৮৬) ইত্যাদি। লক্ষণীয়, এই জাতীয় প্রয়োগ অর্বাচীন স্তরেই সমধিক।

৪.৫ গীত-অবয়ব

বলাই বাহুল্য, নবচর্যা-সংকলনের উভয় পর্বের কবিতাগুলিই গীতাকারে রচিত। ফলে রাগ-রাগিণী, তাল, ধ্রুবপদ অথবা ভণিতা বা পদরচয়িতার নাম-স্বাক্ষর সেখানে থাকাই স্বাভাবিক। এই হিসাবে নবচর্যাপদে গীতগোবিন্দ, চর্যাপদ, বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঐতিহ্যের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। এখন এই প্রসঙ্গ আরও বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

৪.৫.১ রাগ-রাগিণী:

নবচর্যাপদের মোট ৯৮টি পদের ৭টিতে কোন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নেই। পদগুলি ৩, ৫, ১২, ১৯, ৬৭, ৬৮, ৬৯-সংখ্যক। বাকি ৯১টি পদে অন্তত ২৭টি শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর নাম পাওয়া যায়, যথা—কর্ণাটি/কন্নড়ি/কর্ণ(া)ড়ি (৫টি পদে), তোড়ি (৪টি পদে), রামকরী (=আধুনিক রামকেলি, ৪টি পদে), দেশার (২টি), মচালি, ধণ্ডশ্রি/ধতশ্রি(=গৌড়গিরি, ৩টি পদে), মালসি/মালশ্রী (৭টি), বরাড়ি (২টি) নাট (=নট, ৫টি), ভৈরবী (৬টি), মালব (২টি), প্রমঞ্জলি/পঞ্জজলি (=পরমাঞ্জলি?), ললিত (৫টি), নির্বেদ / নিবেদ (২টি পদে), অহেত্তি (=আহেরি/আহেড়ি?),

মল্লার/মল্লাদ/মল্লাট (৫টি), গন্ধা ভৈরবী (<গান্ধারী ?, ৮টি পদে), বসন্ত (৩টি), বিভাস (৬টি), ধনাশ্রী, মধুমৎ (আধুনিক মধুমন্তী), ত্রাবলি (=তারাবলী ?), পঞ্চম (৩টি), ভৈরব (২টি), গুর্জরি/গুজলি (২টি), ভাস (৩টি), কামোদ (৩টি)। লক্ষণীয়, উপরোক্ত মচালি, প্রুমঞ্জলি, গন্ধাভৈরবী, নিবেদ এবং ত্রাবলি বর্তমানে অন্তত অপ্রচলিত রাগ। 'দেশার' এবং 'ভাস' সম্ভবত আধুনিক 'দেশকার' এবং 'বিভাস'।

এছাড়া নবচর্যাপদে কয়েকটি মিশ্র রাগেরও নামোল্লেখ দেখা যায়, যথা—বরাড়ি কামোদ (নচ. ৪২), মঙ্গল বসন্ত (নচ. ৮৪) এবং শৃঙ্গার মালসি (নচ. ৪৫)। লক্ষণীয়, এইজাতীয় মিশ্র রাগের প্রয়োগ অর্বাচীন স্তরেই লভ্য। একটি পদে রাগ-রাগিণীর স্থলে 'স্বপ্রতিষ্ঠা নাটক' (নচ. ৬৩) উল্লিখিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই নামকরণ শাস্ত্রীর চর্যাপদের 'বুদ্ধ নাটকে'র (চ. ১৭) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই প্রসঙ্গে চর্যার রাগ-রাগিণীর কথা স্মরণে আনা যেতে পারে। চর্যায় ব্যবহৃত বহু রাগ-রাগিণীর নাম এখানেও মেলে। নবচর্যা ও চর্যাপদের সাধারণ রাগগুলি হলো : রামকরী (চর্যায় রামক্রী, ২টি পদে), বরাড়ি (চর্যায় বরাড়ী/বলাড্ডি, ৪টি পদে), ভৈরবী (চর্যায় ৪ বার ব্যবহৃত), মালসী (চর্যায় মালশ্রী), মল্লার (চর্যায় মল্লারী, ৫টি পদে), ধনাশ্রী (চর্যায় ধনসী), গুর্জরী/গুজলি (চর্যায় গুর্জরী/গুংজরী, ৩টি পদে) এবং কামোদ (চর্যায় ৪টি পদে)। মোট সাধারণ রাগ-রাগিণী সংখ্যায় ৮টি। চর্যায় ব্যবহৃত মিশ্র রাগ দুটি, যথা—মালসী গবুড়া (=মালবশ্রী গৌড়, চ ৪০) এবং কহ্ণু গুংজরী (<ককুভ গুর্জরী, চ ৪১)।

লক্ষ্য করার বিষয়, চর্যায় বহুল-প্রচলিত রাগিণী পটমঞ্জরী (চর্যায় ১২টি পদে) নবচর্যায় একবারও ব্যবহৃত হয় নি। অপর পক্ষে নবচর্যার বহু ব্যবহৃত গন্ধা ভৈরবী (নবচর্যায় ৮টি পদে) চর্যায় একবারও মেলে না। চর্যার 'দেবক্রী' (আধুনিক দেবগিরি) রাগটিও নবচর্যায় প্রাপ্তব্য নয়। চর্যার অপ্রচলিত রাগ অরু, শীবরী/শবরী (চ ২৬, ৪৬) এবং অহোবলের 'সংগীতপারিজাত' গ্রন্থে উল্লিখিত 'বঙ্গাল' (চ ৪৩, তু. আধুনিক 'বঙ্গাল ভৈরব') রাগও এখানে অসুলভ। সংগীতপারিজাতে উল্লিখিত চর্যার গবড়া/গউড়া (চর্যার ৩টি পদে) নবচর্যায় পাওয়া গেলেও তা মেলে উপরাগ হিসেবে অর্থাৎ গৌড়গিরি বা গড়ত্রি রূপে। চর্যার 'দেশাখ' এবং নবচর্যার 'দেশার' সম্ভবত ভিন্ন রাগ। চর্যার 'দেশাখ' (২টি পদে) সম্ভবত মূলে ছিল 'দেশাখ্য'।

৪.৫.২ গীতবন্ধ :

নবচর্যাগুলির রূপ বা গঠনপদ্ধতি বিচার করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ গানই পঞ্চপদী অর্থাৎ পাঁচটি পদে অর্থাৎ দশ চরণে সমাপ্ত। নবচর্যাপদ-ভুক্ত ৯৮টি পদের ৭২টি পদ এইরূপ পঞ্চপদী। বাকি পদগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম গীতিটির চরণ সংখ্যা চার (নচ. ৫৪) এবং দীর্ঘতম গীতি চব্বিশ চরণ যুক্ত (নচ. ৪২)। দশ চরণের পদগুলি ছাড়া সংখ্যার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আট চরণযুক্ত গীতি, সংখ্যায় দশটি (নচ. ৩, ৭, ১৯, ৩৬, ৫২, ৬১, ৭৭, ৮১, ৮২, ৯৭)। বারো এবং চোদ্দ চরণযুক্ত পদ মেলে যথাক্রমে তিনটি (নচ. ৪৯, ৭৯, ৯৩) এবং একটি পদে (নচ. ১৪)। লক্ষণীয়, শাস্ত্রীর চর্যাপদে ৮, ১২ এবং ১৪ চরণের গীতি পাওয়া গিয়েছিল ৬টি গানে (চ. ৪৩ ; ২১, ২২ ; ১০, ২৮, ৫০)। নবচর্যাপদে ছয় চরণযুক্ত গীতি (নচ. ২৪, ৫৮, ৬২, ৮৫) এবং আঠারো চরণযুক্ত গীতিও (নচ. ৬৫) বেশ কয়েকটি মেলে। নয় এবং এগারো পংক্তির বিষম সংখ্যক পদ মেলে অন্তত চারটি : ৯-চরণযুক্ত নচ ৮৮, ৯৮ এবং ১১-চরণযুক্ত নচ. ৬৮, ৯৪। একটি পদ অসম্পূর্ণ (নচ. ৮৯)।

দীর্ঘতম পদটি সম্ভবত একটি মন্ত্র- বা স্তব-সংকলন। বিষম চরণসংখ্যাক পদগুলিতে হয়তো একটি পংক্তি বাদ গেছে। সমগ্র পদগুলিতে দৈর্ঘ্য বিচার করলে মনে হয়, খুব সম্ভব ১০ অথবা ৮ চরণের কবিতাগুলিই ছিল স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য।

৪. ৫. ৩ ধ্রুবপদ :

গীতাবয়বের আর একটি প্রধান লক্ষণ হলো 'ধ্রুবপদ'। ধ্রুবপদ গীতে বারবার আবৃত্ত হয়। সঙ্গীতশাস্ত্র অনুসারে 'সমধ্রুবা' এবং 'বিষমধ্রুবা' ভেদে গীত দু'ধরণের হতে পারে। যে-সব গানে দ্বিতীয় পদটিই ধ্রুবপদরূপে গণ্য, তাকে বলা হয় বিষম-ধ্রুবা, আর যে-সকল গানে সকল পদই ধ্রুবপদরূপে গণ্য, তাকে বলা হয় সমধ্রুবা। লক্ষণীয়, চর্যাগীতির সবগুলিই সমধ্রুবা জাতীয় গান। চর্যায় পরবর্তী যুগে এই ধরণের সমধ্রুবা জাতীয় গান বড়ো দেখা যায় না।[২০]

চর্যাপদের তুলনায় নবচর্যাপদে এ-বিষয়ে অভিনবত্ব আছে। প্রায় অর্ধেক পদাবলীতে ধ্রুবপদ উল্লিখিত নয়। তবে ৪৫টি পদে ধ্রুবপদের উল্লেখ আছে, কিন্তু 'ধ্রুবপদ' চিহ্নিত হয়েছে প্রথম পদের অন্তে অর্থাৎ দ্বিতীয় চরণের শেষে। সুতরাং এই চর্যাগুলি নিঃসন্দেহে বিষমধ্রুবা-জাতীয়। কিন্তু লক্ষণীয়, কেবল ৩৫ সংখ্যক নবচর্যাটিই 'সমধ্রুবা' জাতীয় গান অর্থাৎ এখানে চর্যার ন্যায় সমস্ত পদগুলিই ধ্রুবপদ।

৪.৫.৪ ভণিতা :

চর্যাপদের মতো নবচর্যাতেও পদরচয়িতার নাম বা ভণিতা আছে। অবশ্য সব কবিতাতে না থাকলেও অধিকাংশ কবিতায় (প্রায় অর্ধেক) ভণিতা আছে কিন্তু শেষাংশে। চর্যাপদের অধিকাংশ কবিতাতেও শেষাংশে ভণিতা সহজলভ্য কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে, যেমন, কয়েকটি গানে ভণিতা আছে, দু'বার—ধ্রুবপদে এবং শেষ পদে। কখনও বা কেবল ধ্রুবপদে, আবার কখনো বা এলোমেলো ভাবে দুয়ের অধিকবার।[২১] এ বিষয়ে নবচর্যায় কিন্তু যথেষ্ট সংগতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ ভণিতা সবসময়েই থাকে শেষ পদে। ব্যতিক্রম অবশ্য ৭৪-সংখ্যক পদটি। এখানে শেষ দুই চরণের পূর্বে 'মেরুশ্রীপা' ভণিতা রয়েছে। কিন্তু মনে হয়, শেষ দুইটি চরণ পরে সংযোজিত (লক্ষণীয় শেষ চরণে 'নমামি জ্ঞানেশ্বরী' থাকলেও 'প্রণমামি' পদটি পূর্বপদেও ব্যবহৃত হয়েছে)।

নবচর্যায় অন্তত ২০ জন নতুন কবির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সবগুলি নামই পদরচয়িতার কিনা এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। বেশ কিছু নাম পদরচয়িতার দীক্ষিত অথবা সাধক জীবনের ছদ্মনাম বলেই মনে হয়।

বিভিন্ন ভণিতাকারদের মধ্যে গুণ্ডরীপাদ / গুডডরীপাদ (নচ. ১) নতুন নন, কারণ চর্যাপদের ৪-সংখ্যক পদের সঙ্গে এটি অভিন্ন। 'দারকসিদ্ধা'র পদটিও (নচ. ১০) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পূর্বেই সংগ্রহ করেছিলেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বাং ১৩২৯, দ্র. সেন : চগীপ *১ সংখ্যক পদ)। নবচর্যার ৩-সংখ্যক এবং ২১-সংখ্যক পদদুটি সম্ভবত যথাক্রমে ডোম্বীপাদ এবং শবরপাদের রচিত (: অন্তে ডোম্বী ৩, সরবরি ভণইয়া, তু. পাঠ 'সবর', ২১ < সং শবরেণ ভণিতম্)। কিন্তু চর্যার ডোম্বীপাদ (চ. ১৪) এবং শবরপাদকে (চ. ২৮, ৫০) এঁদের সঙ্গে অভিন্ন বলা চলে না। কারণ, বিষয়বস্তু ও ভাষার পার্থক্য যথেষ্ট। নবচর্যাপদে 'কর্ণপা' ১০টি পদে উল্লিখিত হয়েছেন। এই পদগুলির মধ্যে একটিতে কবি নিজেকে 'জালন্ধরিপুত্র' (নচ. ৬৫) বলেছেন। স্পষ্টতই এই 'কর্ণপা' হলেন 'কৃষ্ণপাদ', সংস্কৃতায়নের ফলে (কৃষ্ণ > প্রা কণ্হ > *কন্ন > কর্ণ). 'কণ্হপা' পরিণত হয়েছেন 'কর্ণপা'-য়। তবে নবচর্যাপদের 'কর্ণপা'ও সম্ভবত এক এবং অভিন্ন নন। কারণ প্রাচীন নবচর্যাকার (নচ. ২২, ২৯) এবং অর্বাচীন নবচর্যাকার 'কর্ণপা'র ভাষারীতির পার্থক্য সহজেই নজরে পড়ে। চর্যাগীতির ক্ষেত্রেও কেউ কেউ দুইজন বা একাধিক কাহ্নের অনুমান

করেছিলেন, যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন খ্রীষ্টীয় ৭০০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যে।[২২] এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন জালন্ধরীপাদের (বা হাড়িপা) শিষ্য তান্ত্রিক যোগী কাহ্ন বা 'কৃষ্ণপাদ'। এখন উপরোক্ত কাহ্নপা এবং কর্ণপা অভিন্ন কিনা সে-বিষয়ে আরও গবেষণার দরকার।

অন্যান্য কবিদের নামের শেষে 'বজ্র' অথবা 'কুলিশ' যোগ লক্ষ্য করার বিষয়। নামের অন্তে 'পাদ/পা' যোগ অবশ্য নতুন নয়। পদকর্তাদের মধ্যে একজন হলেন মহিলা কবি ('গোসামিনী' নচ. ১৫)। বিতর্কিত 'ভোসগু' (নচ. ১২) হয়তো ভুসুকু'র অপভ্রংশ। বজ্রকুলিশ, রত্নবজ্রকুলিশ এবং রত্নবজ্র সম্ভবত অভিন্ন কবি। বিভিন্ন নবচর্যাকারদের নামের তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

১. কর্ণপা (প্রকৃতপক্ষে কহ্নপা)—নচ. ২২, ২৯, ৩১, ৪২, ৪৫, ৪৯, ৫০, ৫২, ৬৫, ৭৭—মোট ১০টি (তু. চর্যা : কাহ্নু, কাহ্নু, কাহ্ন, কাহ্নি, কাহ্নিলা, মোট ১৩টি পদে)।
২. গুণ্ডরীপাদ—নচ. ১ (=গুডরী চ. ৪)।
৩. ডোম্বী (পাদ) (?)—নচ. ৩ (তু. ডোম্বী, চ. ১৪)।
৪. দারকসিদ্ধ—নচ. ১০ (তু. দারিক, চ. ৩৪)।
৫. সবর (পাদ) (?)—নচ. ২১ (তু. শবরো/সবরো, চ. ২৮, ৫০)।
৬. ভোসগু (=ভুসুকু ?)—নচ. ১২ (তু. ভুসুকু, চর্যার ৮টি পদে)।
৭. সুগতবজ্র – নচ. ৫।
৮. বাক্‌বজ্র—নচ. ৯, ৫৯।
৯. সুরতবজ্র—নচ. ১৩, ১৭, ২৪, ২৮, ৩৩, ৫৩—মোট ৬টি।
১০. লীলাবজ্র—নচ. ২৩, ৯৭।
১১. পরমাদি বজ্র—নচ. ৩৪, ৪৭।
১২. সমরসবজ্র—নচ. ৪০।
১৩. অনুপমবজ্র—নচ. ৪৩, ৮৯ (?)।
১৪. তথাগতবজ্র—নচ. ৬৮।
১৫. অমোঘবজ্র—নচ. ৭১।
১৬. শ্রীমহাসুখবজ্র—নচ. ৭৬।
১৭. শ্রীসিদ্ধিবজ্র – নচ. ৭৮।

১৮. কমলকুলিশবজ্র—নচ. ১৪ (?)।

১৯. হাসকুলিশ—নচ. ৬৩।

২০. শ্রীবিক্রমকুলিশ—নচ. ৯৩।

২১. পবনকুলিশ—নচ. ৮৪।

২২. শ্রীবজ্রকুলিশ—নচ. ৮২।
রত্নবজ্রকুলিশ—নচ. ৮৫।
রত্নবজ্র—নচ. ৭৫, ৮৬।

২৩. কুলদত্ত আচার্য—নচ. ৮৭।

২৪. মচ্ছিন্দ্র—নচ. ৭।

২৫. গোসামিনী—নচ. ১৫।

২৬. পবনপতি—নচ. ৩৭।

২৭. নির্হ্খপা—নচ. ২৬।

২৮. মেরুশ্রীপা—নচ. ৭৪।

২৯. কাহ্নি পংডিত (?)—নচ. ৬৬।

৫.০ নব চর্যাপদ ও চর্যাপদের তুলনা

উপরের আলোচনা থেকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, নবচর্যাপদ ও শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত চর্যাপদগুলি ভাববস্তু, অনুষঙ্গ ও সাহিত্যিক অবয়বের দিক থেকে একই ভাব-পরিমণ্ডলে আশ্রিত ও পুষ্ট হয়েছে। ভাববস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে, চর্যাপদের মতো নবচর্যাপদেও সহজিয়া সাধনা, শূন্যবাদ এবং তন্ত্রাশ্রিত বজ্রযানীদের সাধন-প্রক্রিয়ার গুহ্যতত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে। অপর দিকে আবার পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ, গীতাবয়ব, রাগ-রাগিণীর আরোপ এবং ছন্দো-বৈচিত্র্যেও উভয়ের বহিরঙ্গ সাধর্ম্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পদ-রচয়িতাদের মধ্যেও কেউ কেউ হয়তো অভিন্ন (যেমন, কর্ণপা/কাহ্নু) এমন অনুমানও করা যেতে পারে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, ভাব-সাধর্ম্যের ফলে ভাষার সাদৃশ্যও অনিবার্যরূপে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। বস্তুত, ধর্মীয় সাহিত্য-জগতের ক্ষেত্রে গুরুপরম্পরা-আগত শব্দ ও বাণী সাধকদের কাছে চিরসম্পদবাহী মন্ত্র বিশেষ। ঠিক এই কারণেই চর্যাপদ ও নবচর্যাপদের ভাষিক জগৎ কিছু বাক্য

ও বাক্যাংশের সাধারণ ভিত্তির উপর রচিত হতে দেখা যায়। তাই এইজাতীয় কিছু উদাহরণ এখন উপস্থাপিত হওয়া দরকার :

নব চর্যাপদ	চর্যাপদ
১. তোহ্মা (/ তোহ্মা) বিহুন্নে মরমি হুউ (৩); তুহ্ম বিহু দেখমি অন্ধারা (২৩)।	তই বিহু খনহিঁ ন জীবমি (৪)।
২. বামা দহিনী এ দুই ঘরষ্ট মাঝে বিলাসই (৯)।	এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধই (৩)
৩. বিবিহ বিকল্প বিনাশন রোধে (১১)।	বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িউ (৯)।
৪. আগম বেদ পুরাণ বক্খানে (৫১)।	সো কইসে আগম বেএঁ বখানী (২৯)।
৫. পইসই শূন্য (২৩); শুন্নহি করমি প্রবেশ (৭)।	গঅণ পইসই (৪৭)।
৬. অচিন্তালয় বোধা (৫)।	অচিন্ত সো ধাম (২২)।
৭. জিম জল মঝোঁ চণ্ডড়া পউ সে সাচ্চ ণ মিচ্ছ (৪)।	উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা (২৯)।
৮. কাঅ বাক চিঅ সমরস করীয়া পবন শুন্নআ (৬)।	সমরসে গঅণ সমাঅ (৪৩)।
৯. জিনউর পইসে (৮)।	জাইব পুণু জিনউরা (১৪); জিনউর বট্টই (৭)।
১০. কুন্দুরু যোগে ত্রিহুঅন বীরা (৬০)।	অহ মে কুন্দুরু বীরা (৪)।
১১. ডমরু বাজন্তে (৬৫); ···বাজিরে বীণা, অনহত সবদে (১০); ডমরু ঘণ্টাধ্বনি (৩৫)।	অনহা ডমরু বাজএ (১১)।
১২. দৃঢ় করু চিআ (২৬); দৃঢ় ধরিয়া (২৮, ৭৩)।	দিঢ় করিঅ (১); দিঢ় ভইআ (৪১); দিঢ় ধরিঅ (১১)।
১৩. একু করইয়া (১৩), একু করিআ (৯)।	একু করিআ (৩৪)।
১৪. খনহুঁ ন ছাড়িরে (১৫)।	খনহ ন ছাড়অ (৬)।

নব চর্যাপদ	চর্যাপদ
১৫. চউকোড়ি বিমুক্কা (১৮)।	চৌকোট্টি বিমুকা (৩৭)।
১৬. মা হোহি শুণ্ণ (৭)।	মা হোহি বিসন্না (৪২)।
১৭. উহমি (~ডহমি) ন দীস (৩)।	উহ ন দীসই (১৫); উহ ণ দীস (২১)।
১৮. গুরু পাঅ পসাদে (৯)।	সদগুরু পাঅ পসাএ (১৪) ; লুই পাঅ-পসাএঁ (৩৪)।
১৯. কাঅ বাক-চিঅ (৬. ৯)।	কাঅবাকচিএ (৩৪); কায়বাকচিঅ (৪০)।
২০. ইন্দিআলী উট্ঠ তুহুঁ (৩)।	তুট্টই ইন্দিআল (৩০)।
২১. দর্পণ প্রতিবিম্ব (৫৬)।	দাপণবিম্ব (৪১)।
২২. পবন হেণ্ডোরে (১০)।	এ বন হিণ্ডই (২৮)।

৬.০ শুদ্ধ পাঠ এবং অর্থ নির্ধারণের সমস্যা ও সমাধান

৬.১ সমস্যা

নবচর্যাপদের পাঠবিচার যথেষ্ট সমস্যাসঙ্কুল। ৺শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের পাঠও এ-বিষয়ে সন্দেহাতীত নয়—যদিও তিনি বিভিন্ন পুঁথির পাঠ মিলিয়ে তাঁর নিজস্ব পাঠ পেশ করেছেন। শুদ্ধ পাঠ নির্ধারণের প্রাথমিক সমস্যা হলো এই যে চর্যাপদের মতো এ-ক্ষেত্রে কোন সংস্কৃত টীকা বা তিব্বতী অনুবাদের সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন পদগুলির কিছু কিছু অর্বাচীন পাঠান্তর পাওয়া গেলেও সেগুলি এতই বিকৃত যে তার দ্বারা মূল পদের অর্থনিরূপণ দুরূহ বললেই চলে। উদাহরণ-স্বরূপ, পাদটীকায় উদ্ধৃত ২, ৪, ৮, ৯, ১০, ২৯, ৫৮, ৭২ প্রভৃতি সংখ্যক পদগুলির বিকল্প পাঠের উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, গায়ক বা লিপিকারগণ পদের অর্থ না বুঝে গান গাইতে বা লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। ফলে পাঠবিভ্রম এতো বেশি।

তৃতীয়ত, অক্ষর গণনা বা অন্ত্য মিল দ্বারাও নিশ্চিত পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। প্রাচীন পদগুলিতে অন্ত্য মিলের চেষ্টা থাকলেও অর্বাচীন পদগুলিতে (যেমন, ৪৪, ৭৮, ৮৭ সংখ্যক পদ) অন্ত্য মিল নেই বললেই চলে। তাছাড়া এগুলি যেহেতু মুখ্যত গেয় সংগীত, সেহেতু গান গাইবার সময় চরণের অক্ষরগুলিকে প্রয়োজনানু-

সারে হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ ক'রে উচ্চারণ করা হতো। সুতরাং ছন্দ দেখেও পাঠ সংশোধন অসম্ভব বলেই মনে হয়।

চতুর্থত, গানগুলি প্রধানত নেওয়ারি লিপিতে লিখিত ব'লে ধ্বনিও সবসময় প্রতিনিধিত্বমূলক নয়। ত, দ/ট, ড, র/ল, ন্দ/ও ইত্যাদির বিপর্যয় গীতগুলিতে প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'ভমল' (নচ. ১১) পদটি 'ভমর' (<সং ভ্রমর) অথবা 'ভমল' (<ভ্রম-ল "ভ্রমিলাম") উভয়রূপেই পঠিত হতে পারে। ফলস্বরূপ, অর্থবিভেদ অবশ্যম্ভাবী। অনুরূপভাবে 'থাপিলে' (নচ. ২৭) পদটি 'থাবিরে' (দ্র. বিকল্প পাঠ) অথবা 'থাপিলে' (ল-যুক্ত অতীত)—এই দুই ভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

৬.২ সমাধানের উপায়

সুতরাং নবচর্যার পাঠবৈষম্য বা অর্থনিরূপণের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। তবু এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কতকগুলি প্রাথমিক মানদণ্ড গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন—

প্রথমত, বিভিন্ন দোহা বা চর্যাপদের সঙ্গে নবচর্যাপদগুলির বাক্য/বাক্যাংশের ভাষিক সাধর্ম্য তুলনা ক'রে শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নবচর্যার ৩-সংখ্যক পদে 'ডহমি ন দীস' যে যথার্থ পাঠ নয়, তা চর্যার সঙ্গে তুলনা করলেই ধরা পড়ে (তু. উহ ন দীসই, চ. ১৫ ; উহ ণ দীস, চ. ২১)। সুতরাং শুদ্ধ পাঠ হবে 'উহমি ন দীস'। অনুরূপভাবে 'পণিঅই' (নচ. ২) স্থলে 'পসিঅই' (তু. কাহ্নের 'যোগরত্নমালা' টীকায় 'প্রবেশ্য') পাঠ গ্রহণ করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, নবচর্যাপদের অন্তর্গত বিভিন্ন পদগুলির তুলনা করেও যথার্থ পাঠ বা অর্থ উদ্ধার করা যেতে পারে যেমন, 'মকুট কেশা' (নচ. ২৪, ৪০, ৫০, ৮৬) যে প্রকৃতপক্ষে 'মকুত কেশা', তা অন্যপদ বিচার করলেই ধরা পড়ে (তু. মুক্তকেশা, ৮৮ ; মকুত কেশ দিগম্বরা, ২৩)। অনুরূপভাবে 'হেড়ই' (৪) এবং 'গগন কহেড়িয়া (৩১) পদ দুটি তুলনা করলে বোঝা যায় শুদ্ধ পাঠ 'গগনক হেড়িয়া'। এই-জাতীয় আরও কিছু সমান্তরাল শব্দ তুলনীয়: কিরটি মণি ৬২ / কিরতি রত্ন ১০ (=কিরীটি); ত্রিশূলা কত্তি ডমরু ৪৭/ নিশিয় স্বকটিরিয়া ৩১ (=নিশিত স্ব-কর্তৃকা); রপিণী চণ্ডদেবী ৪৩ / রূপিণী দেবী ১৩ (তু. রূপবজ্রা: হেবজ্রতন্ত্র, শ্লোক ১.৪.৩); খ্‌ণ্ডোরোহা ৪৩ / খণ্ডোরহাত ১৩ (<*খণ্ডক=খড়্গ[২৩] তু. প্রা. খণ্ড 'তরবারি') ইত্যাদি।

বিভিন্ন পদের তুলনার ফলে অনেক সময় শব্দের উৎস ও অর্থও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, যেমন—ঘসগরি ঘোরি চৌরি বেতালি (১৪) / বজ্রি ঘোরী বেঅালি চণ্ডালি (৫৫) / ঘম্মরী চৌরী যোগিনী দেবী / বজ্রি ঘোরি বেতালি চণ্ডালি (৪৮) [অর্থাৎ ঘম্মরী এবং বেতালী যোগিনী]; অথবা 'বোল গিরে' (২৭) / 'বজ্র গিরে' (৩৩) [বোল = বজ্র]; তই বিন্ন (৩) / তুম্ব বিন্নু (২৩) [বিন্ন = বি(হু)ন্ন তু. বিহুন্নে ৩); থঅ মুহ (১৩) / খগমুখদেবী (১৮) / পাঠান্তর খগ, ষড় (১৩) [শুদ্ধ পাঠ থঅ]।

তৃতীয়ত, পুঁথির পাঠান্তর বিচার করেও কোন কোন স্থানে পাঠ নির্ণয় সম্ভব। যেমন, 'থাপিলে' (২৭) স্থলে পাঠান্তর থাবিরে (=থাবি রে<স্থাপিত) অধিক সংগত। অনুরূপভাবে, দাশগুপ্তের 'পূররে' ('জিন পরয়ানি নিরদেহা পূররে জিন-জননী', ২৫) স্থলে 'পূবরে' (পাঠান্তর পুরবে, পূররে) বিশুদ্ধ পাঠ (<সং পূজ> অপভ্রংশ পূঅ>পূব : র-শ্রুতি)। ফলে অর্থ দাঁড়ায়—'জিন পরিজ্ঞানে নীলদেহা জিনজননীকে পূজা করো')। ২৩ সংখ্যক পদের 'বোরন্তে' ('তুম্ব বোরন্তে মণ্ডিয়া মুশানে মকুতকেশা দিগম্বরা') স্থলে 'কেরন্ত' অনুমান করেছেন ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (অসমাপ্ত এবং অপ্রকাশিত রচনায়)। কিন্তু পাঠান্তর 'বোলন্তে' (অর্থাৎ 'wander') দেখে মনে হয় পরের পাঠটিই যুক্তিসংগত। আর একটি উদাহরণ 'লেয়ম' (১৪) কিন্তু পাঠান্তর লেয়ন, লেপন। তুলনামূলক বিচারে সিদ্ধান্তে আসা যায়, শুদ্ধ পাঠ 'লেঅ ন' অথবা 'লেপ ন' (অর্থ লিপ্ত নয়' তু. নচ. ১=চ. ৪, দ্র. চর্যার টীকা 'অবলিপ্তা ভবতি')।

চতুর্থত, বাক্যরীতি তুলনা করেও অনেক সময় প্রকৃত পাঠ বা পদের অর্থ উদ্ধার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, 'হউ চণ্ডালী বিন্ননমি তই বিন্ন ভহমি ন দীস'' (৩) এবং "হম বিরহী বজ্রবারাহী তুম্ব বিন্নু দেখমি অন্ধারা' (২৩)—এই চরণ দুটি তুলনা করলে স্পষ্ট হয় যে, প্রথমত, 'বিন্ননমি' পদটি প্রকৃত পক্ষে একটি বিশেষণ পদ, ক্রিয়াপদ নয়—যার বিশুদ্ধ পাঠ হলো 'বিন্নানি (তু. পাঠান্তর, বিন্নমি ৩) [<*বিজ্ঞানী 'বিগতজ্ঞানী', 'অজ্ঞানী', তু. হিন্দী বিনানী 'মূর্খ, অজ্ঞ']।[২৪] দ্বিতীয়ত, 'বিন্ন' এবং 'বিন্নু' পদের অর্থ অভিন্ন (বিন্ন=বি(হু)ন্ন, তু বিহুন্নে, ৩)। তৃতীয়ত, 'ভহমি' (=উহমি) এবং 'দেখমি' সমার্থক।

অনুরূপভাবে 'ফেড মহি মোর শালা' (২৩) এবং 'ভেদ ভব পাশা' (২৪) এবং

16,204

বিকল্প পাঠ 'ফেড় মহি ভব আশা' (২৪)—এই বাক্যগুলি তুলনা করলে 'ফেড মহি মোর জালা' (২৩) পাঠই যে সমীচীন, তা স্পষ্ট। এরূপক্ষেত্রে পদক্রম এবং তদনুযায়ী অর্থ দাঁড়ায় : ফেড মোর মহি (=মোহ, তু. মহু, ৩) জালা "আমার মোহজাল দূর করো।" আবার ২১ সংখ্যক পদের 'আহুতি দিএ' এবং পাঠভেদ 'আহুতি জলিআ' বাক্যাংশের প্রয়োগ দেখে বোঝা যায়, 'দিএ' পদটি সমাপিকা ক্রিয়া (অর্থাৎ "দেয়") নয়, তা অসমাপিকা ক্রিয়া (অর্থ "দিলে" 'while offering')।

পঞ্চমত, বিভিন্ন তান্ত্রিক দর্শনের পরিভাষা সম্পর্কীয় সহায়তাও শুদ্ধ পাঠের পক্ষে অপরিহার্য। অনুরূপ ভ্রান্তির ফলে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (: অসমাপ্ত এবং অপ্রকাশিত রচনা) মনে করেছিলেন : (ক) পুকসী (৩, ১৪) < *পুষ্কাসি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি একটি যোগিনীর নাম। (খ) 'নিরংসুঅ' (২) < নিরংকুশ (বর্ণ বিপর্যয়ের ফলে), যদিও মূল উৎস 'নিরংশুকে'র প্রকৃত পারিভাষিক অর্থ হলো 'হাড়াভরণ, নগ্ন'। (গ) আলীঢ় (১৭, ৪৭, আলিঢ়া পদস্থা ৯১) < আলিংগ + ত > আলিংহ + ত > আলিঢ় ('ভ্রান্ত লোকনিরুক্তির ফলে পশ্চাৎ রূপান্তর (Back formation), কিন্তু মূলত শব্দটির অর্থ 'a posture in shooting arrow' (আ + লিহ্ + ক্ত)। শব্দটির পারিভা'ষক প্রয়োগ হেবজ্রতন্ত্রে মেলে (১.১০.৩০)।[২৫]

নবচর্যাপদে বহুল-প্রযুক্ত 'তারুণী মাতা' (৬৬, ৯৮) এবং তরুণী (১৭), তরুণী মণ্ডল (৭২) ইত্যাদি দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, শব্দটি আসলে 'তরুণী' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল শব্দটি হলো 'তারিণী' (তু. উগ্র তারুণী মাতা ৭১ = উগ্রতারা)। হেবজ্রতন্ত্রে তারা / তারিণী দেবীর যথেষ্ট উল্লেখ আছে। ১৭-সংখ্যক পদের 'সয়রান' ('হাড়মাল আভরণে কিমিতি তুঝা সয়রান পাবনশির মুত্তিয় হারা') পদের ব্যাখ্যাও এইভাবে করা যেতে পারে। পদটির বিশুদ্ধ পাঠ বিকল্প পাঠে রক্ষিত হয়েছে (অর্থাৎ 'সরায়ন')। শব্দটির উৎস সম্ভবত 'শ্রায়ন' (শ্রায় resort') তু. 'শবঃ শ্রাবঃ' (হেবজ্রতন্ত্র)—স্নেলগ্রোভের অনুবাদ : śava (corpse) is śrāya (resort), p. 99, 2.3.56)। শব্দটি অন্যত্র 'সরাব' রূপে উল্লিখিত ('নিরংসুঅ অংগ চড়াবীঅই জ সরাব পণিঅই', ২)। সুতরাং পংক্তির অর্থ দাঁড়ায় এই : হাড়মাল-আভরণ (অর্থাৎ নিরংশুক অঙ্গ) এবং পূতশিরস্থিত মুক্তাহার (একই সঙ্গে) তুমি কীভাবে আশ্রয় করেছো"।

ষষ্ঠত, কোন কোন স্থলে চরণের ছন্দোমাত্রা দেখেও পাঠ শোধন করা যেতে পারে, যেমন, ৩৮ সংখ্যক পদে 'তুজ্ঝ লীলা' স্থলে 'তুজ্ঝ পাঅ লীনা' (তু. তুজ্ঝ পায় শরণা ১৮) পাঠ গ্রহণ করলে ছন্দের মাত্রা (৮+৭) ঠিক থাকে।

এখন নবচর্যাপদের দাশগুপ্ত-পঠিত কয়েকটি পাঠের শুদ্ধীকরণ করা যাক্:

নব চর্যাপদ	দাশগুপ্তের পাঠ	শুদ্ধ পাঠ	মন্তব্য
২	পণিঅই	পশিঅই (তু কাহ্নপাদের টীকায় 'প্রবেশ্য')	'পণিঅই' গ্রহণযোগ্য হলে সেক্ষেত্রে <প্রণীয়তে
৩	বিণ্ণনম্নি	বিণ্ণানি 'বিগতজ্ঞানী' (<*বি-জ্ঞানিন্)	টীকায় 'বিণ্ণম্নি' দ্র. পৃ. ৫১
	বিণ্ণ	বিহুণ্ণ	পূর্বে দ্র. পৃ. ৫১
	ভহমি ন দীস	উংমি ন দীস	পূর্বে দ্র. পৃ. ৫০
৪	দিট্‌ঠিঅউ	দিট্‌ঠিঅ উ (<দৃষ্টঃ তু)	তু. বাগচী: তহিঁ এহু সো (JDL); দাশগুপ্তের পাঠান্তর: তহি এহু সোঁ (দ্র. পাদটীকা, নচ. ৪)
৫	সুগত ভেদ	'সুগত' বর্জনীয়	কারণ পরের পংক্তিতে 'সুগত' উল্লেখ আছে।
৭	তোঝ্ বিঅ	তোজ্ঝ	
৮	এলেমেলে মেলা	জালমাল মেলা	তু. জালামালা স্ফুরেৎ কায়া যোগিনৌ নাথমগ্রতঃ (ডাকার্ণব, ২য় পটল)
৯	ক্ষরই	ফরই	অথবা ঝরই (তু. নচ. ২৮)
১১	ভমল	সম্ভবত শুদ্ধ পাঠ, সেক্ষেত্রে অর্থ 'আমি ভ্রমিলাম'	'ভমর'ও গ্রহণ করা যায়, সেক্ষেত্রে ভমর<ভ্রমর
১২	ভোসগু	ভোসকু<ভুস্থকু ?	
১৩	সম্বল বুদ্ধ জিম	সম্বল বুদ্ধ জিন	
১৪	লেঅম	লেয়/লেপ ন 'লিপ্ত নয়'	তু. পাঠান্তর: লেয়ন, লেপন (দ্র. পৃ. ৫১)

নব চর্যাপদ	দাশগুপ্তের পাঠ	শুদ্ধ পাঠ	মন্তব্য
১৭	সয়রান	সরায়ন (পাঠান্তর) <শ্রায়-ন 'resort'	দ্র. পৃ. ৫২
	কইয়ে	কইসে	
	অশুধে	অবুধে	
	মোই অপকটিঅ	মোহিঅ পকটিঅ <মোহিত অপ্রকটিত	
	সেজহ	ছেবহ/ছেজহ "ছেদনে"	তু. চর্যা ছেব ৪৫
	কহথ দেবী পাচ না জয়	কহন/কহব দেবী পংচ ন জায়	
১৮	মানহ, মানো হে	মানিহে	
২১	সোইওই	সোহিওই (=সোহিঅই)	তু. শোহিয়ে নচ. ৬২
	সরবরি	সবররি (<শবরবরেণ)	তু. পাঠান্তর : সবর
২৩	ফেড মহি মোর শালা	ফেড মহি মোর জালা	দ্র. পৃ. ৫১-৫২
২৫	পূররে	পূবরে (<পূজ)	দ্র. পৃ. ৫১
২৭	আহুত হাথে	=আহট হাথে	তু. অবহট্‌ঠ : হাথ অহট্‌ঠহ*
	থাপিলে	=থাবি রে (পাঠান্তর থাবিরে)	পূর্বে দ্র. পৃ. ৫০
	যৌ টুটহ	যৌ বুদ্ধহ "যোগী বুদ্ধ"	তু. পাঠ বুঝহ (দ্র. ৮.১.১ গ (৩), পাদটীকা)
২৮	দহই জিন	জিম	
২৯	বন্ধি	বান্ধ	তু. চর্যা ১
৩১	নার গগন কহেড়িয়া	মার গগনক হেড়িয়া	দ্র. পৃ. ১০
৩৩	জিন জিক সময়ে	জিন জিহ সময়ে (=যেন যথা)	
৩৬	সুশংখুণ	সুশংখুল (<-শৃঙ্খল	তু. বজ্রশৃঙ্খলা (স্নেলগ্রোভ, পৃ. ৫৯)
৩৮	তুজ্ঝ লীনা	তুজ্ঝ পাএ লীনা	তু. তুংজ পায় শরণা ১৮
৪৫	প্রভুস হেরুব, গগনক্ষ কতৌরি	প্রভু স হেরুব, গগনক তৌরি	তু. পাঠ তুহরি

নব চর্যাপদ	দাশগুপ্তের পাঠ	শুদ্ধ পাঠ	মন্তব্য
৫২	চনকই	চমকই	
৬০	স্থুরিন গতি	তুরিন গতি (<তূর্ণ)	
৬৩	ভব পরয়ানল	ভব বরষানল (=বজ্রানল)	তু. বজ্রানল নচ. ৫
৬৭	পিপাশন বাঙ্কি	বিপাশন (<বিপাশেন)	
৭৭	জালন্ধরি পুণ্য অবধু	জালন্ধরি পুত্র	তু. জালন্ধরি পুত্রা কর্ণপা (৬৫)
৮৩	উন্মত্ত ঘোষা	উন্মত্ত বেশা	তু. নচ. ২২ (উন্মত্তবেশা)
৮৫	পাতল না	পাতাল নানা	
৯৩	রক্তশ্যা মাদ্রংষ্ট্রা	রক্তশ্যামা দ্রংষ্ট্রা	তু. নচ. ৯২ (লোহিত শ্যাম)
৯৩	কেয়ূর বাজান্তি	কেয়ূর	
৯৬	ওড্ডিয়ান পীঠ	ওড্ডিয়ান	
৯৮	ত্রিদলকমল চন কুসুম রসঙ্গে	ত্রিদলকমল বনকুসুমর সঙ্গে	

৭.০ নবচর্যাপদে প্রাচীন বাঙলার লক্ষণ

পূর্বেই বলেছি (দ্র. ২.০) নবচর্যাপদের অবহট্‌ঠে রচিত পদগুলি (নচ. ২, ৩, ৪, ৭, ৩৬) বাদ দিলে বাকি অনেকগুলি পদই পুরোনো বাঙলায় রচিত। এই পুরোনো পদগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি পদ চর্যাপদের প্রায় সমসাময়িক (অর্থাৎ ১০ম-১২শ শতক)। এইজাতীয় প্রাচীন বাঙলা লক্ষণাক্রান্ত পদগুলি এই : নচ. ১, ৫, ৬, ৮-১০, ১২-১৮, ২২, ২৩, ২৬, ২৯ (মোট পদ ১৭টি)। বাকি পুরোনো পদগুলি মনে হয়, চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত (অর্থাৎ ১২শ-১৫শ শতক)। আদি মধ্যবাঙলা যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক পদগুলি হলো : নচ. ২১, ২৪, ২৫, ২৭, ৩০-৩২, ৪৫, ৬৫, ৬৭ (মোট ১০টি পদ)। ১১ সংখ্যক পদটিও প্রাচীন, তবে সম্ভবত তা প্রাচীন মৈথিলীতে রচিত। ১৯ সংখ্যক পদটি ভাঙা সংস্কৃতে রচিত, কিন্তু বয়সে প্রাচীন। কারণ হেবজ্রতন্ত্রে পদটি উদ্ধৃত আছে। অন্যান্য পদগুলি মনে হয় পঞ্চদশ শতকের পরে রচিত। যাই হোক, বয়সের হিসেব-নিকেশ থেকে বোঝা যাচ্ছে, উপরোক্ত প্রাচীন পদগুলি প্রাক্-চৈতন্য যুগের অনালোকিত ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করতে অনেকখানি সহায়তা করবে। শুধু তাই

নয়, বাঙলা গদ্যরীতির বীজও বোধহয় এই পদগুলির মধ্যে নিহিত আছে। কারণ অর্বাচীন পদগুলি পদ্যের চেয়ে গদ্যেরই কাছাকাছি বেশি (দ্র. ৩.২)। যাইহোক, নবচর্যাপদের বাঙলা পদগুলির ভাষারীতি যে বেশ প্রাচীন, তার প্রমাণ ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণেই উন্মোচিত হবে।

প্রথমত লক্ষণীয়, পুরোনো বাঙলার পদগুলিতে একদিকে যেমন অল্প-বিস্তর অবহট্‌ঠ কাঠামোর প্রাচীন ছাঁদটি রয়ে গেছে (দ্র. ৩. ৪), অপরদিকে তেমন সংস্কৃতায়নের প্রবণতা (দ্র. ৩. ৩) মাত্রাতিরিক্ত হয়ে দেখা দিচ্ছে। সংস্কৃতায়নের সার্থক প্রতিফলন অবশ্য সেখানে ঘটে নি। তাই সংস্কৃত শব্দাবলীর বিপুল সমারোহ সত্ত্বেও ব্যাকরণগত দুর্বলতা, বাক্যরীতির দুরূহতা ও দুরন্বয়, এমনকি সংস্কৃত অনুবাদকের অনিচ্ছাকৃত অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করছে যে, পদকর্তারা অবহট্‌ঠ ও সংস্কৃতের টানাপোড়েনে একটা সামঞ্জস্য আনতে চাইছেন। বলাবাহুল্য, এইজাতীয় দোলাচল বৃত্তি ভাষার formative period বা গঠনশীল পর্বেই সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চর্যাপদে এইজাতীয় ভাষার অস্থিরতা ছিল না, অথচ উভয় গ্রন্থের দৃঢ়নদ্ধ ভাষা-রীতির দুস্তর ব্যবধানের পক্ষে এমন একটি পর্ব অনিবার্য ছিল।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসুলভ (বিশেষত পূর্বী) কিছু বিচ্ছিন্ন লক্ষণ দেখে মনে হয়, নবচর্যাপদের পুরোনো বাঙলা পদগুলি এমন সময়ে রচিত হয়েছিল যে সময়ে এই ভাষাগুলি পুরোপুরি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেনি। আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে মৈথিলী, ওড়িয়া, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভাষার বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ সাধর্ম্যই প্রমাণ করে যে এগুলি প্রত্ন-বাঙলার অনতি স্তরেই সম্ভবত রচিত হয়েছিল। এ-বিষয়ে পরে আলোচনায় আসছি।

তৃতীয়ত, নবচর্যাপদের বিষয়বস্তু যে অনেকাংশে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রাশ্রিত সম্মোহন তন্ত্রের (১৪শ শতক) ভাব-পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছে, এ-কথা পূর্বেই বলেছি (দ্র. ১.৩)। বৌদ্ধ তন্ত্রাশ্রিত ডাকার্ণবের (১২শ শতকের পরবর্তী যুগে রচিত)[২৬] সঙ্গে এর সাধর্ম্যও স্থানে স্থানে প্রকট হয়ে উঠেছে। বস্তুত, বিভিন্ন বৌদ্ধতান্ত্রিক পরিভাষা এবং দেবদেবীর প্রসঙ্গ উভয়ক্ষেত্রেই অনুরূপ [যেমন, বোলকক্কোল, মণ্ডলচক্র, মঞ্জুবজ্র, হেতুবজ্র, হেরুক, বজ্রবারাহী, বীরেশ্বর, সম্বর ("ডাক-সম্বরাভিধান") ইত্যাদি]। দেবীর রূপবর্ণনায়ও নবচর্যার আরাধ্যা ডাকার্ণবের "মুক্তকেশী নগ্নাশ্চ মুণ্ডমালা তু ধারিকা" (২য় পটল) অথবা "শবারূঢ়া মুক্তকেশা প্রত্যালীঢ়পদান্বিতা" (৩য় পটল) দেবীর থেকে ভিন্ন নয়। একটি স্থানে ভাষার মিলও লক্ষ্য করার

মতো। সম্ভবত পদটি ডাকার্ণব থেকে অনুবাদ করার চেষ্টা হয়েছে। নবচর্যার ভণিতাহীন এই পদাংশটি এবং ডাকার্ণব-বর্ণিত অংশটুকু পাশাপাশি তুলে ধরা হলো :

"মুণ্ডজটামকুটস্থ বিশ্ববজ্রার্দ্ধচন্দ্রধৃক	বিশ্ববজ্র অর্দ্ধচন্দ্র জটামকুটধরা হাড়াভরণ সুশোভিতা
... ...	
বজ্রক ঘণ্টাক দন্তিচর্মডমরুকর্ত্তিকা	বজঘণ্ট গজচর্ম ডমরু খট্টাঙ্গে বিরমানন্দে মুকুতিধরা
পরশু ত্রিশূলস্তথা খটাঙ্গপাত্রপাশকং	করটি কপাল পরশুপাল ত্রিশূলা ব্রহ্ম শিরে ধরা (নচ. ৮১)
(ডাকার্ণবঃ ১৫শ পটল)	

সুতরাং সম্মোহনতন্ত্র এবং ডাকার্ণবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মনে হয় নবচর্যার অর্বাচীন পদগুলি সম্ভবত ১৩শ/১৪শ শতকের কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল।

চতুর্থত, নবচর্যার পদগুলি বাঙলাসাহিত্যে বোধহয় বৌদ্ধতন্ত্রের শেষ প্রতিচ্ছবি। কারণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যকাব্যের মধ্যে সহজিয়া সাহিত্যের প্রভাব থাকলেও তা মূলত ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডলে পরিপুষ্ট। এখানে কেবল প্রাচীন 'বাচ্ছলি' দেবী 'বাশুলি'তে পরিণত হয়েছেন মাত্র (দ্র. ১. ২)। সুতরাং 'বাচ্ছলি' দেবী যদি অন্তত ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে 'বাশুলি'র পূর্বসূরী হন, তবে নবচর্যার রচনাকালকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কিছুটা পূর্ববর্তী বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। অপরদিকে চর্যাপদ ও দোহাকার 'কাহ্নপা' নবচর্যাপদে সংস্কৃতায়নের ফলে পরিণত হয়েছেন 'কর্ণপা'য়। কাহ্নপাদের আবির্ভাবের নিম্নতম সীমা যদি হয় ১২শ শতক (দ্র. ৪. ৫. ৪), তবে কর্ণপা-রচিত পদগুলি তুলনামূলকভাবে অর্বাচীন হওয়াই সংগত। সুতরাং কর্ণপা-রচিত পদগুলি নিঃসন্দেহে ১২শ শতকের পরেই রচিত।

পঞ্চমত, নবচর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণগুলির অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ করেও বোঝা যায়, এর ভাষা অনেকক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্ববর্তী অথবা প্রায়-সমসাময়িক যুগের লক্ষণাক্রান্ত। নবচর্যাপদের আদি মধ্যবাঙলার লক্ষণগুলি সংক্ষেপে এই—

১। অবহট্‌ঠ পদগুলি বাদ দিলেও বাঙলা নবচর্যার পদগুলিতে অবহট্‌ঠের ক্ষীণ প্রভাব (দ্র. ৩. ৪) সহজদ্রষ্টব্য। চর্যাপদে এই প্রভাব দেখা গেলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তা দুর্লভ।

২ ॥ অবহট্‌ঠ ও চর্যাসুলভ র-শ্রুতির প্রাচুর্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে র-শ্রুতির প্রয়োগ বিরল বললেই চলে।

৩ ॥ নাসিক্যযুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভবন-জাত আনুনাসিকতা নবচর্যাপদে দুর্লভ। একটি উদাহরণে এইজাতীয় আনুনাসিকতা দেখা যায় (তু. তাঁবোলা ২৪/ তম্বোলা ২৩)। এই লক্ষণ কিন্তু চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশ স্পষ্ট।

৪ ॥ বহুবচন ও একবচনের অস্ফুট পার্থক্য চর্যাপদের মতোই বজায় আছে। কিন্তু বহুবচন-প্রত্যয় -রা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথম আবির্ভূত হলেও নবচর্যায় তার স্বাক্ষর মেলে না।

৫ ॥ কারক বিভক্তির ক্ষেত্রে নবচর্যার প্রাচীনত্ব এই এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয় : নাম-পদের ষষ্ঠীতে -ক বিভক্তির প্রাচুর্য। চর্যাসুলভ গৌণকর্মের -ক বিভক্তি মুখ্য কর্মে সম্প্রসারিত হয়নি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তা মুখ্য কর্মে সম্প্রসারিত। চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অধিকরণের মূল বিভক্তি -ত করণ ও অপাদান কারকে (-ত/তে) সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু এখানে তার প্রয়োগ সীমিত (অর্থাৎ অধিকরণেই সীমাবদ্ধ)। অধিকরণে -রে ওড়িয়াসুলভ—যদিও চর্যাপদে তার ব্যবহার সীমিত এবং সংশয়িত [চান্দরে (চান্দরি ?) চান্দকান্তি ৩১], শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তা অলভ্য। লক্ষণীয়, করণে -রে বিভক্তির প্রয়োগও চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মেলে না, কিন্তু এখানে মেলে। অধিকরণে -ই বিভক্তির প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দুর্লভ, যদিও চর্যায় তা অসুলভ নয় (আরও দ্র. ১০.৪ এবং ১১.২)।

৬ ॥ সর্বনামের ক্ষেত্রে তির্যককারকে একবচনের মূল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো বহুবচন থেকে আগত নয় (তু. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আহ্মা-, তোহ্মা-<সং অস্মাকম্, *তুষ্মাকম্)। নবচর্যার পুরুষবাচক সর্বনামের তির্যক মূল প্রধানত সংস্কৃত একবচনের মূল থেকেই উদ্ভূত (তু. নচ. মো-<মম ; তো, তুহ, তুহ্মা-<তব, *তুহ্য, কিন্তু তুহ্ম-<*তুম্ম (বহুবচন-মূল)। বলা বাহুল্য চর্যাপদেই এইজাতীয় প্রাচীনত্ব পরিলক্ষিত হয় (দ্র. ১০.৫.১-২)।

৭ ॥ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনসুলভ নামপদ ও সর্বনাম কর্তার 'অনুক্ত কর্তরি' প্রয়োগ নবচর্যায় দুর্লভ। তাই ভাব/কর্মবাচ্যক -ইল/ইব যুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে অনুক্ত কর্তা কখনই অন্বিত হয় নি। এইজাতীয় প্রয়োগের অভাব অবশ্য নবচর্যার অর্বাচীনত্ব সূচিত করে। তবে মনে হয়, কথ্য ধর্ম থেকে চ্যুতি এবং সংস্কৃত অনুকরণের অযথা

তাগিদে যে-কৃত্রিমতা সৃষ্ট হয়েছে, তাই প্রাচীন বাঙলার স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করেছে।

৮॥ নবচর্যায় ল-প্রত্যয় হীন অতীতের ব্যাপকতা (দ্র. ১০.৬.৩) চর্যাপদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নিত্যবৃত্ত অতীত কালের ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া গেলেও এখানে তা মেলে না, চর্যাতেও তাই। যৌগিক কালের অনুপস্থিতিও চর্যাসুলভ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তা আবির্ভূত।

৯॥ -ই (আ) যুক্ত কৃদন্ত ও অসমাপিকার ক্রিয়ার অস্পষ্টতা প্রাচীনত্বের সূচক (দ্র. ১০.৬.৩ এবং ১১.২)।

১০॥ –ইজ্জ যুক্ত কর্মবাচ্যের প্রয়োগ চর্যাপদে না মিললেও এখানে মেলে। বলা বাহুল্য, এই বৈশিষ্ট্য অবহট্‌ঠসুলভ। অনুজ্ঞার্থ কর্মবাচ্যের প্রয়োগ স্বল্প হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চর্যার মতো এখানে তা উদাহৃত। কিন্তু অন্য মধ্যবাঙলায় এইজাতীয় প্রয়োগ দুষ্প্রাপ্য।

১১॥ -ন্তে-যুক্ত শত্রর্থ বা সাপেক্ষ ভূতার্থ অসমাপিকার প্রয়োগে প্রাচীনতা রক্ষিত (দ্র. ১০.৮)।

১২॥ বাক্যরীতির ক্ষেত্রে নবচর্যায় যথেষ্ট প্রাচীনত্ব বজায় আছে। উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হলো : পদের রূপ সামঞ্জস্য (concord), কৃদন্ত ও অসমাপিকার প্রয়োগবিধি, চর্যাসুলভ দ্বিমুখী সম্বন্ধযুক্ত (Amphitaxis) 'ন' অব্যয়ের ব্যবহার, সাধারণ নির্দেশক স / সো এবং অনির্দেশক বিশেষণ 'কঅন' সর্বনামের নির্ধারক সর্বনাম হিসেবে ব্যবহার, অবহট্‌ঠ-সুলভ গুচ্ছক বিভক্তির (Group Inflexion) ইত্যাদি (দ্র. ১১.২)।

১৩॥ অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার লক্ষণ—

(ক) মৈথিলী সুলভ 'হম' সর্বনামের কর্তৃকারক ও গৌণকারকে প্রয়োগ (হম ভমল ১১, হম গোচর ৭৩)।

(খ) ওড়িয়াসুলভ করণ/অধিকরণে রে (দ্র. ১০.৪), অপাদানে-উ (একু অনেক ৫০), ষষ্ঠীতে -রু (মোরু ২২, ৪৫, মোহরু ১৮), যৌগিক ক্রিয়া (নেউ ধরন্তে ৬৩), অসমাপিকা ক্রিয়া 'দৃঢ় করু' ২৬ (=দৃঢ় করিয়া), স্বরের বিষমীভবন (দ্র. ৯.৩)।

(গ) হিন্দুস্থানীসুলভ বইঠা, ভরতি হো, বইঠা নে (নচ. ৭৭), ফারসী শব্দ হরেক (৫২) ইত্যাদি (দ্র. ২.০)।

(ঘ) প্রাচীন বাঙলাসুলভ প্রসঙ্গ : মঙ্গলগীত (১৪), 'সারী জারী' উভগীতি (৬৬) [দ্র. ২.০] প্রভৃতির উল্লেখ।

৮.০ ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics)

৮.১ স্বরধ্বনি

১ ॥ ও/অ বিপর্যয় ('অ'-ধ্বনির বাঙলাসুলভ সংবৃত উচ্চারণের ফলে) : মহু (=মোহ, ৩), মহি...শালা (=মোহজাল, ২৩), লোক্ষফল (=লক্ষ, ৯৬), করটি (২১, ৬৩, ৬৭ ইত্যাদি) কিন্তু করোটক (২১, ৭২), করোটি (২৪, ২৫ই), হেরুও (২২) / হেরুঅ (২২), সোইওই (=সোহিঅই, ২১), অভোয় (৬৯) তু. অভয়মুদ্রা (৭৫), সরবর ২১ (=সরোবর তু. সরবর চ. ১০)।

২ ॥ এ>ই : মচ্ছিন্দ্র (<মৎস্যেন্দ্র, ৭), এ (৫, ৮, ১৪ই) / ই (৬৭), হাথেরি (=হাথেরে, ৪৫), কোলি লৈয়া (=কোলে, ৪৫), দেহি বিলাসই (=দেহে, ৩২), পরয়ানি (=পরিজ্ঞানে, ২৫), সরবরি (<শবরবরেণ, ২১), প্রথম পুরুষের সপ্তমার্থক বিভক্তি -অন্তে/-অন্তি (দ্র. ১০.৬.১), পকাশিন ৭০ (<প্রকাশেন), মুকুটাশনি ৭৩ (<-আসনে) ইত্যাদি।

৩ ॥ ও>উ : করুত (=করোট, ৫২), ওঁকার (৬০)/উঁকার (৩১)।

৪ ॥ ঋ>রি (বাঙলাসুলভ) : ক্রুড়ন্তি (৪৫) তু. ক্রীড়ন্তি (৪৫), ঋিদ্ধি (=রিদ্ধি, ৮৮), তু. ঋদ্ধি (৭২, ৭৪, ৭৯, ৯২)।

৫ ॥ ওই>ঔ : যৌ ২৭ (<যোগী>জোই)।

৬ ॥ স>শ (বাঙলাসুলভ) : শিত বয়নে (=সিত, ৩৪), বশশি ৭ তাবা (কিন্তু দাশগুপ্তের পাঠে বসসি, ১৭), শীতয় (পাঠান্তর সিতয়, ৬১), স্বচ্ছন্দা (পাঠান্তর শুচ্ছন্দ্রা, ১১), পইসে/পইশই (১৪), মুকুটাশনি ৭৩ (=আসনে)।

৮.১.১ স্বরসংযোগ

(ক) সংযুক্ত স্বরের যৌগিক স্বরে পরিণতি :

অউ/ঔ : কিজ্জৌ (=কিজ্জউ, সং ক্রিয়তাম্, ১৭), জউবন (=যৌবন, ৫), গৌড়গ্রি (=গৌড়গিরি, ৮, ৪০)।

অই/ঐ : নাচৈ (=নাচই, ৩৮, ৪৬, ৫৪) তু. নাচই (৫১) ; লৈয়া (৪৪, ৪৫), তু. লয়িয়া (৪৫), লইয়া (৮), লইআ (১০, ২১) ; ঐসো (=অইসো, ২৬), সোইওই =সোহিঅই, ২১) ইত্যাদি।

(খ) সংযুক্ত স্বরের সন্ধি বা সংকোচন :

ধী (৩০) তু. ধীয়া ১৩ (<ধৃত) পায়ল (<পদতল, ৪০, ৬৬, ৬৭), পইশই (১৪)/ পইসে (৮, ১৪, ৪৮, ৬১), প্রীয়ালি (<প্রিয়বালিকা ১৮), কমল বিহাসি (<বিভাসিতা ৪৫) অনহা (৬, ২৫)/অনহত (১০, ১৬ই), রাউতু (<রাজপুত্র, ১২), অবধু (৭৭)/ অবধূঅ (৬, ১১, ২১), হিঅ (<হৃদয়, ১৩) ইত্যাদি।

(গ) শ্রুতি-আগম :

১।। য়-শ্রুতি : প্রাচীন নবচর্যাপদগুলিতে য়-শ্রুতির প্রয়োগ কচিৎ দেখা গেলেও (যেমন, মুতিয় ১৭, নিব্বাসিয়ে ৮, ধীয়া ১৩, হিয়/হিঅ ১৩, অদয় ১৪ ইত্যাদি) অর্বাচীন পদগুলিতে য়-শ্রুতির প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বলা বাহুল্য, এ-প্রবণতা বাঙলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ—ছুই ৫/ছুয়ি ৬৩; নাচই ১১, ২২, ২৫/নাচয়ি ৬৩, ৬৭; বাজই ২/বাজয়ি ৬৩; মঅন ৬, ১৮, ২৩, ৩০/ময়ন ৫৯; ধরিআ ১৩/ধরিয়া ৪০; বিআপিত ১৮/বিয়াপিত ৩৪, ৫০, ৭৭; সঅল ২৪, ২৭/সয়ল ৪৭/ সয়র ৯৮; রাআ ৮, ২৩/রায়া ৩২, ৪৭; পাঅ ২৬/পায়শরণা ৫৬; বঅন ৪৪/বয়নে ৩৪, ৬১ (বদন); ওড়িআন ৬/ওড়িয়ান ৭২, ৯৬, লোঅন ৫, ৩৮/লোয়ন ৫৯ (লোচন); লইআ ১০/ রয়িয়া ৭৭ ইত্যাদি।

তবে বাঙলা ভাষার মতো য়-শ্রুতি সম্ভবত 'এ' ধ্বনি আশ্রিত নয়, তা হলো 'ই'-আশ্রিত—যা প্রাচীনত্বের দ্যোতক, যেমন—গাবয় ৩১ (=গাবই), রায়ত ১৭ (=রাইত<রাজিত, পয়ি ২৮/পই ৫৩ (=পয়<পদ)।

লিপিরীতির ক্ষেত্রে নবচর্যার অপর বৈশিষ্ট্য হলো, নবীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন নিদর্শনে যেমন 'য়' বর্ণের স্থলে 'এ' বর্ণ ব্যবহৃত হয়, এখানে তার প্রয়োগ দুর্লভ। এমন দু/একটি উদাহরণ : অমিএ ৮/অমিঅ ৯ (=অমিয়); পাএ ২৯ (=পায়ে) তু. পায় ৯৮; দিএ ২৯ (=দিয়ে); হিএ ১৩ (=হিয়ে); অতিএ ১৬ (অতীত ?)।

২ ।। র-শ্রুতি : নবচর্যাপদে র-শ্রুতির প্রয়োগ ব্যাপক। বলা বাহুল্য, এ-বৈশিষ্ট্য অবহট্ঠ এবং চর্যাপদে সহজ দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কিন্তু 'ব' বর্ণের সাহায্যে ব-শ্রুতি দেখানো বিরল বললেই চলে (তু. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : গোবালী/গোআলী, শেবতী/ সেয়তী)। সুতরাং সিদ্ধান্তে আসা যায়, এই বৈশিষ্ট্য অন্তত ১৪শ শতক পর্যন্ত বাঙলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। র-শ্রুতির কিছু উদাহরণ হলো : হেরুব ২৪,

৩২/হেরুঅ ৬ ; অবধূব ১৪, ২৬, ৫০/অবধুঅ ৬, ১১, ২১ ; দুবারা ২৭/দুআরে ১০ ; কঅনে, বিকল্প পাঠে কবনে, কওন ১১; গাবয়ি ৬৩/গাবন্তি ২২, ৩৭, ৪৭ (=গায়ন্তি); তোব ৭ (=তোঅ<তব);অবর ৫৭/আবরে ৯ (অপর, তু. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : আয়র, আঅর)।

এই শ্রুতির 'ব' যে মূলত ছিল 'ও' ধ্বনি আশ্রিত, তারও প্রমাণ মেলে ব/ও বর্ণের বিপর্যয় দেখে, যেমন—হেরুও ৫২ (তু. হেরুব ২৪, ৩২), ভুওন ৭০ (=ভুবন), কওন ১১ (দাশ° কঅন), ভুও ১৩ (=ভূত)।

নবচর্যাপদে য়/র-শ্রুতির বিপর্যয়ও অসুলভ নয়, যেমন—গাবন্তি ২২ই (=গায়ন্তি), ভয় (=ভব ? নচ. ১৬, শেষ চরণ), লোয়ন ৫৯ (লোচন), সয়ল ২৮, ৪৭ ইত্যাদি (সকল), বিব (=বিঅ, দাশগুপ্ত : ৭ <বীজ)।

৩।। হ-শ্রুতি : অনেহা ১৪ (পাঠ° অনেকা), নিরংসুহ ৩০ (তু. নিরংসুঅ, ২), এহংকারা ৭৭ (=এবংকারা), হায়ন ১৭ (<আয়তন ?), বুহুহ (=দাশ° টুটহ, পাঠ° বুঝহ ২৭)।[২৭]

৪।। র-শ্রুতি : ভুংধিপাশ ৯৪ (=ভিন্দি-)।

৮.২ ব্যঞ্জনধ্বনি

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে যেমন বাঙলা বৈশিষ্ট্য (যেমন য>জ, ল>ল.>ড় ইত্যাদি) নজরে পড়ে, তেমন অবহট্‌ঠ বা পশ্চিমা বৈশিষ্ট্যও (বিশেষত প্রাচীন পদগুলিতে) অসুলভ নয়। নেওয়ারি লিপিঘটিত উচ্চারণ-প্রবণতাও লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ—

১। য়=জ (বাঙলাসুলভ) : জুগং ৬২, জুগে জুগে ৪৫ (যুগ), জমডাকিনী ৮৫, তু. যমডাকিনী ৮১, জোগিনী ৭৮ তু. যোগিনী ৯৭, জমুনা ১০, জউবন ৫।

২। ল>ল. [!]>ড় (বাঙলাসুলভ) : হেড়ই ৪ (=হেলই), গগনক হেড়িয়া ৩১ (দাশ° গগন কহেড়িয়া)।

৩। ষ>খ (পশ্চিমাসুলভ) : অনিমিখ ২৬ (অনিমেষ), পোখঅ ৭ (= পোষঅ)।

৪। শ, স>হ (পশ্চিমাসুলভ) : দহদিহ ৫, ১৮ (=দশদিশ)।

৫। ট, ড=ত, দ (নেওয়ারি লিপিরীতির প্রভাবে) : আহুত ২৭ (= আহুট), মকুট কেশা ৫০ (তু. মকুত কেশা ২৩), কিরতি ৯০ (=কিরীটি), করুণামণ্ড ৩ (=করুণামন্ত), চণ্ডা ৪ (=চন্দড়া), চণ্ডালন ১২ (চন্দ্রানল)।

৬। র=ল (নেওয়ারী প্রভাবে) : বিরাসই ১২/বিরাসিত ৬৯/বিরাসিনী ৫৬, ৮৭ (=বিলাস-) ; তোরা/তোলা ৩১, ভমল ১১ (=ভ্রমর<ভমর ?), উরঙ্গা ৭১ (=উলঙ্গ), রোহি ১০ (=লুই), ব্যাপিলে ৬৬ (=ব্যাপিরে), লয়িয়া ৪৫/রয়িয়া ৭৫ ইত্যাদি।

৮.২.১ স্বরমধ্য একক ব্যঞ্জন

পদমধ্য একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন নবীন ভারতীয় আর্যভাষার মতই এখানে লুপ্ত। কিন্তু বহুক্ষেত্রে অঘোষ ব্যঞ্জনগুলি ঘোষধ্বনিতে পরিণত (যেমন, ক>গ, প>ব)—যা সম্ভবত অবহট্‌ঠ প্রভাবের ফল। উদাহরণস্বরূপ—

ক : নিরংস্থুঅ ২, লোঅ ২৯, ৩৮, সঅল ৯, ২৭, ৩৪, ৫২ [ক>গ, দ্র. ৯.৭]।

চ : লোঅন ৫, ৩৮ ইত্যাদি।

ট>ড় : চউকোড়ি ১৮, কিবিড ২ (কুপীট)।

ত : চউ ১৪, ১৮, ২৯, স্থরঅ ৩০, চিঅ ৯, ২১, ৪২, বেআলি ৫৫, দহই/ধরই/জলই ২৮ ইত্যাদি।

প : কিআই ২৩ (*কুতাপিত), নেউর ২৪ (নূপুর), স্থইণো ৪ (স্বপ্ন, স্থপিণ) ইত্যাদি [প>ব. দ্র. ৯.৭]।

গ : জোঈ ১২, জোইআ ৯, গঅনে ৫, জোইনী ৫৫ ইত্যাদি।

জ : ভোঅনে ২৩, রাআ ৮, নিঅভুব ১৪, বিঅ ৭ (=বীজ), ইন্দিআলী ৩ (ইন্দ্রজাল) ইত্যাদি।

দ : মঅন ১৮, মঅনে ৬, ২৩, ৩০, বঅনে ৪৪ (বদনে), পসাআ ১০ (=প্রসাদাৎ) ইত্যাদি।

ব : সাধারণত রক্ষিত, যথা—পিবই ৩২ (পিবতি), সবর ২১ (শবর)।

থ : বরস্থহ ১৮, ২৩, ত্রিমুহ ৫৫, মুহ ১, ১৩, চউমুহ ৬১, স্থহ ৩৭ ইত্যাদি।

ধ : অমোহসিদ্ধি ১৫ ইত্যাদি।

ধ : বোহি ৬, বিবিহ ৩৮, বহুবিহ ৪৫, নানাবিহা ৬১, বস্থহা ১৮, শশহর ১৩।

ভ : সহাবে ১৮, ৩৮, পরিহাসই ৫ (<পরিভাসতি), পহু ৭ (প্রভু), ত্রিহুঅন ৬০, স্থশোহিঅ ৩৬, কমল বিহাসি ৪৫ (<বিভাসিতা)।

এছাড়া য়/ব ধ্বনির লোপও বিরল নয়, যেমন—মাঅ ৪/মায়া ২৬, জঅ ৮/জয় ৬৯, অদয় ১৪ (অদ্বয়) ; পইশই ২৩, পইসে ৮, ৪৮ (প্রবিশতি), তিহুঅন ৩২, ৫৪ (ত্রিভুবন), প্রীয়ালি ১৮ (প্রিয়বালিকা) ইত্যাদি।

৮.৩ যুক্ত ব্যঞ্জন

যুক্তব্যঞ্জনঘটিত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, প্রাচীন পদগুলিতে অবহট্‌ঠসুলভ ·দীর্ঘ ব্যঞ্জনের সংরক্ষণ এবং নবীন ভারতীয় আর্যভাষাসুলভ যুক্তব্যঞ্জনের সরলীকরণ—এই দুই প্রবণতা সমান্তরালভাবে কার্যকরী হয়েছে। কচিৎ সমীভূত যুক্ত ব্যঞ্জন এবং পূরক দীর্ঘত্ব পাশাপাশি রয়ে গেছে (তু. বাজ্জই/বজ্জিঅই ২ ; কাজ্জ ৪/কজ্জ ৩ <কার্য ; আচ্ছন্তি ১৫/অচ্ছসি ৩)। নাসিক্য যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দ্বৈধ প্রবণতা কচিৎ লক্ষ্য করা যায়। ফলে নবচর্যাপদে নাসিক্য যুক্ত ব্যঞ্জন এবং সানুনাসিক সরলীকৃত ব্যঞ্জন একই সঙ্গে রয়ে গেছে (তু. তম্বোলা ২৩/তাঁবোলা ২৪)। যুক্তব্যঞ্জনঘটিত পরিবর্তনগুলি সংক্ষেপে এই—

১।। যুক্তব্যঞ্জন অসমীভূত (প্রাচীন পর্বে) : বাজ্জই ২ (<বাস্ততে), কজ্জ ৩ (তু. কাজ্জ ৪ <কার্য) ইত্যাদি। দ্র. ৩. ৪/৫।

২।। যুক্তব্যঞ্জন সরলীকৃত এবং পূর্বস্বরের পূরক দীর্ঘত্ব : ভড়ারো ৬, ৮, ১৬, ভড়ারা ২৭ তু. ভট্টারা ২৩ (<ভট্টারক), আঠ ৪৪ (অষ্ট), উভিল ১ (<উর্ধ্ব), ছাড়ি ২৬, ছাড়িয়া ২৯ তু. ছড্ডহি ৩ (<ছর্দ-), মাঝে ১০ তু. মজ্ঝেঁ ৪ (<মধ্যে), গাভারুবে ১৮ (<গর্ভরূপ তু. মধ্য বাঙলা গাভুর 'যুবক'), সাথ ৫২ (সপ্ত), রাউতু ১২ (রাজপুত্র) ইত্যাদি।

৩।। নাসিক্য যুক্তব্যঞ্জন : তম্বোলা ২৩/তাঁবোলা ২৪ (তাম্বূল), সিংধুর ২৪ (সিন্দূর), অন্ধারা ২৩ (অন্ধকার), হেঙোরে ১০ (তু. চর্যা হিঙুই ২৮), কন্ধরে ৪২ (স্কন্ধ), চন্দগতা ৫৩ (চন্দ্র), ইন্দিআলী ৩ (ইন্দ্রজাল)।

লক্ষণীয়, নবচর্যাপদে সাধারণত যুক্তব্যঞ্জন সংরক্ষিত হয়েছে, সানুনাসিক সরলীকৃত ব্যঞ্জনের উদাহরণ নগণ্য বললেই চলে।

৪।। সংস্কৃত শব্দে আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীকরণ (অর্ধতৎসম প্রকরণ) : ফুরণ ৪৮ তু. স্ফুরণ ২০ ; কন্ধ ৪২ (স্কন্ধ), ফরিয়া ২১ তু. স্ফরিয়া ৩১, ৪২ ; পদাতা ৭০ (প্রদাতা), মুশান ২৩ (শ্মশান), পসাদে ৯, পসাদা ২৬ (<প্রসাদাৎ), থলপুষ্প (স্থল, ৭৮), খিতি ৭০ (ক্ষিতি), থিতি ৪০, থিতিয়া ২১ (স্থিতি), থির ২১ (স্থির), থাপিতা ৯৮ (স্থাপিতা), পকাশিন ৭০ (প্রকাশেন), বহ্ম ২৯ (ব্রহ্ম)।

৫।। বিশেষ কয়েকটি যুক্ত ব্যঞ্জনের পরিবর্তন (অর্ধতৎসম প্রকরণ) :

ক্ষ>ক্‌খ : অক্‌খর ৪ (অক্ষর), অখয় ২০, ২৫, ৩৭, ৬৪, ৯৮ (অক্ষয়), খিতি ৭০ (ক্ষিতি)।

দ্ব : অদয় ১৪ তু অদ্বয় ২০ ।

ৎস : মচ্ছিন্দ্র ৭ (মৎস্যেন্দ্র), মচ্ছ ৬১ (মৎস্য) ।

দ্য : মজ্জ ৪৭, ৬১ (মদ্য) ।

জ্ঞ : বিণ্ণনমি ২ (=বিণ্ণানি <বিজ্ঞানিন্‌. দ্র. ৬.০) ।

র্ধ্ব : উভও ৭০ (<ঊর্ধ্ব) তু. উভিল ১ ।

৯.০ ধ্বনিগত পরিবর্তন (Phonetic changes)

৯.১ স্বরভক্তি (Anaptyxis)

শবদে ১৬ (শব্দ), বিআপিত ১৮ / বিয়াপিত ৩৪, ৭৭ (ব্যাপিত), দুবারা ২৭ / দুআর ১০ (দ্বার), নগন ২১ (নগ্ন), মকুট ২১ (মুক্ত), বেকত ৬২ (ব্যক্ত), পদুম ২৮ / পইম ৬৩ (পদ্ম), সুমরন্তে ৫৬ (স্মরন্তি), ভগতা ৩৭ (ভক্ত), অদভূঅ ৪৫ (অদ্ভুত), সুইণো ৪ (স্বপ্ন) ।

৯.২ স্বর-সমীভবন (Vowel Assimilation)

মুরুতি ৪৪ তু. মূরতি ৬০ (মূর্তি), পিথিক ৬২ (পৃথক), মুগুতি ৭৪ (মুক্তি), ভুগুতি ৬৪ (ভক্তি), রবিশিশি (রবিশশী), অহিনিশি ৫৬ (অহর্নিশ) ।

৯.৩ স্বর-বিষমীভবন (Vowel Dissimilation)

স্বরের বিষমীভবন নব চর্যাপদের একটি সুলভ বৈশিষ্ট্য । লক্ষণীয়, এই প্রবণতা আধুনিক ওড়িয়াতে এখনও যথেষ্ট ব্যাপক ।[২৮] উদাহরণস্বরূপ : মকুত কেশ ২৩ (<মুকুত<মুক্ত), বিমকুত ৫৮ (<বিমুকুত<বিমুক্ত). তারুণী ১৮ ইত্যাদি (<তারিণী), পদ্মনি ১২ (পদ্মিনী), কিরটি ৬২ / কিরতি ১০ (কিরীটি), (ঋদ্ধি সিদ্ধি) দায়নী ৭১, ৮৬ (-দায়িনী), বিনাশনী ৭১ (বিনাশিনী), মেদনী ২৭ (মেদিনী), মকুট ২১, ২৮, ৬২ (<সং মুকুট ? অথবা সং মকুট), সমুমনা ৫৩ (সুষুম্না) ।

৯.৪ বিপর্যাস (Metathesis)

ভরাড়ো ৮, ১৬, ভড়ারা / ভরাড়া ২৭ (<ভড়ারা<ভট্টারক), জগলত ৪৬ [=জলগত ? অথবা জগতল (=জগতর) ?], আলোলিক ৫৩ (=আলোকিল) ।

৯.৫ মহাপ্রাণতা (Aspiration)

সাথ ৫২ (=সাত<সপ্ত), সিংধুর ২৪ (=সিন্দুর), ভিংধিপাশ ১৪ (=ভিন্দি-), কণ্ঠক মাল ৩৩ (কণ্টক ?) ।

৯.৬ অল্পপ্রাণতা (Deaspiration)

সোইঙই ২১ (=সোহিঅই<*শোভ্যতে, শুভ্যতে), বেদি ২৯ (বিকল্প পাঠে কিন্তু দাশগুপ্ত : বদ্ধি) [=ভেদ], চড়াবীঅই ২ তু চঢ়িলে˚ চ. ৮, বন্দি গেল ২৬ (~বন্ধি, বধি)।

৯.৭ ঘোষীভবন (Vocalisation)

অনেগ ৭৮ (অনেক), ভগতা ৩৭ (ভক্ত), রুবে/রূবে ১৮ (রূপ), ধূবগন্ধ ৮০ (ধূপ-), কবালি ১৫,১৮ (<কাপালিক), দিগ ৪৮ (দিক), কিবিড ২ (রূপীট), আবরে ৯ (অপর), পাব ৪ (পাপ), চউকোডি ১৮ (<চতুষ্কোটি), মুগুতি ৬৪ (মুক্তি), ভুগুতি ৬৪ (ভক্তি)।

৯.৮ অঘোষীভবন (Devocalisation)

পিপাশন ৬৭ (<বি-পাশেন), বাচ্ছলি ৬, ১৪ই (<বজ্রবালিকা),(ভব) পরয়ানল (=বরযানল<বজ্রানল) ৬৩।

৯.৯ স্বতোনাসিক্যীভবন (Spontaneous Nasalisation)

পঞ্চিম ৬৫ (পশ্চিম), ছত্রিংশ ১৬ (প্রা ছত্তীস<ষট্‌ত্রিংশৎ), কেমূর ১৩ (=কেয়ূর) তু. কেয়ূর ১৮ ; বাংছলি ৫২ ইত্যাদি তু.-বাচ্ছলি (<বজ্রবালিকা), নিমন্তিঅ ৩ (=নির্বন্তিঅ<নিবর্ত্য 'leaving, avoiding), তুহ্ম ৫৩, ৯৮ (=তুহ্ম)<*তুহ্ম-।

৯.১০ মূর্ধন্যীভবন (Cerebralisation)

পড়িবিম্ব ৪ (প্রতিবিম্ব), কটিরিয়া ৩১ (তু. কর্ত্তি ৪৭)। নেওয়ারি লিপিরীতির প্রভাবজনিত : চণ্ডড়া ৪ (চন্দ্র), করুণমণ্ড ৩ (করুণমন্ত্র) [আরও দ্র. ৮.২]।

৯.১১ সমাক্ষরলোপ (Haplology)

সংহারুবে ২৫ (=সংহাররুবে<সংহার-রূপে), সমরসহাবে ৫৫ (=সমরস সহাবে), নিরবারূপে ২৫ (নিরবয়ব), সরবরি ভণইয়া ২১ (=সবররি<শবরবরেণ)।

৯.১২ বর্ণ বা অক্ষরসংকোচন (Syllabic Contraction)

মরু ৩৬ (মরুৎ), ভয়ন ১৬ (ভয়ানক), উদ-বিন্দু ৫ (উদক), মহ˚ ৩৬ (মহৎ ?), জগু ৩৬ (জগৎ), অবধু ৭৭ (তু. অবধুব ১৪ ইত্যাদি), বিগেহি ৭

(<বিষয়েভিঃ), সংপরিভেদি ১৬ (=-ভেদিত্ত), বিশ্বসরোরু ৩৪ তু. সরোরুহ ৫৬, ৬২, সুষমাক ৩৩ (=সুষুম্না), ইন্দি-বিষয় ৫ (=ইন্দ্রিয়), নিরবারূপে ২৫ (নির্বাণ ?)।

৯.১৩ অঙ্গচ্ছেদ (Clipping)

লোকে ১১ (=লোকেশ্বর), সরাসি ৩৪ (=সরসিজ), অনুপম বজ্রগীতা ৮৯ (=অনুপমবজ্র বজ্রগীতা), পরমাদি বজ্রগীতা ৪৭ তু. পরমাদিবজ্র ৩৪।

৯.১৪ ভ্রান্ত লোকনিরুক্তিজনিত পশ্চাৎ রূপান্তর (Back formation)

কর্ণপা ২২, ২৯ (<কানপা<কাহ্নপা<কৃষ্ণপাদ)।

৯.১৫ সংমিশ্রণ (Contamination)

ছত্রিংশ ১৬ (প্রা ছত্তিস × ষট্‌ত্রিংশৎ)।

সুভাস্করী ২৫ (শুভংকরী × ভাস্কর)।

সিংঘ্রিণী ৪৮, ৫৫ (সিংহ × ব্যাঘ্রিণী ৪৮, ৫৫)।

১০.০ রূপতত্ত্ব (Morphology)

১০.১ বচন (Number)

নবচর্যায় একবচন / বহুবচনের পার্থক্য চর্যাপদের মতই অস্ফুট। তাই শব্দরূপে বচনের ভিন্নতা নেই, বহুবচনের বিভক্তিও নেই (দ্র. ১০.৪)। যাই হোক, নবচর্যায় বহুবচন বোঝানো হতো এইভাবে :

(ক) সমাসোত্তর পদ হিসেবে সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ ক'রে : পণ্ডিত সঅল ২৭, জোইনীজালে ৫৫, তরুণীমণ্ডল ৭২, ৯৫, যোগিনীবৃন্দয়া ৩১, অসুরগণ ৬৬, বিবুদ্ধগণ ৫০ যোগিনীগণ ৫০, নক্ষত্রমালা ২৭।

(খ) বহুত্ববাচক বিশেষণ পূর্বে বা পরে যোগ ক'রে : সয়লযোগিনী ৫৯, নানা বোধিসত্ত্ব ৬৫, নানারশ্মি ৮১, সঅল সুরাসুর ২৪/সয়র সুরাসুর ৯৮, সর্বসিদ্ধি ৯৪, সর্বপাপ ৯২, অনেক বৃক্ষসহ শোভিতা ৭৮।

(গ) পূর্বে সংখ্যাবাচক শব্দযোগে : দহদিহ ৬, ১৮, ৩০, তিনি লোঅ ২৯, তিহুঅন ৩২, ৫৪, তিনি নয়না ৬৩, চারি মার ৪২, ৬৫, চউ জোইনী ১৪, চউকোড়ি ১৮, চৌরাশি সিদ্ধা ২৭।

(ঘ) দ্বিরুক্ত পদপ্রয়োগে অর্থাৎ নির্ধারক বহুবচনে (Selective plural) : অমিএ অমিএ নিরংজন দেশে ৮, জন্ম জন্ম মোর তুম্মা পায় শরণা ২৮, ৪৭, ৫৬, যুগে যুগে নাথ ৪৫, শত শর্ত হাথে ৩১।

(ঙ) সংস্কৃতায়ন প্রবণতা : চন্দনতরব ৯৮, প্রেতপিশাচাদি ২৪, ঘণ্টাদি ৯১, সুরনরপ্রমুখ ৩০, বাক্‌চিত্তকায় দেবা ৩১, (চৌরাশি) সিদ্ধা ২৭।

(চ) বহুবচনের দ্বিত্ব প্রয়োগ (ব্যাকরণ বিরুদ্ধ) : অনেগ ভূতাদি ৭৮, সর্ববুদ্ধ বিবুদ্ধগণ ৫০, যোগিনীবৃন্দয়া ৩১, সকল দেবগণ ৮৪।

১০.২ লিঙ্গ (Gender)

নবচর্যাপদের শব্দরূপে লিঙ্গভেদ না থাকলেও পুংলিঙ্গ / স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পার্থক্য বজায় আছে। স্ত্রীলিঙ্গে প্রত্যয় হলো -নী বা -ঈ। কচিৎ প্রাচীন -ইয়া-ও (<-ইকা) মেলে। তবে চর্যাপদের মতো স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ হিসেবে সর্বনাম-বিশেষণ বা কৃদন্ত / সাক্ষাৎ বিশেষণের লিঙ্গান্তর সাধারণত ঘটে না (দ্র. ১১. ২)। ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগও যথেষ্ট। নবচর্যার লিঙ্গান্তর বিধি ছিল মোটামুটি এইরূপ :

(ক) স্ত্রীলিঙ্গে -নী : গোসামিনী ১৫, যোগিনী ৪৮/জোইনী ১২, ৫৫, ডাকিনী ৪৮, ৫৫, দ্বীপিণী ৪৮, ৫৫, উলুকিনী, সিংহিণী, ব্যাঘ্রিণী ৪৮, ৫৫, পদ্মনী (পদ্মিনী ১২), হেরুব ঘরণী-২৪।

(খ) স্ত্রীলিঙ্গে -ঈ/ই : জম্বুকি ৪৮, বালী ২২, চণ্ডালি ২২/চণ্ডালী ১৪, ১৫, ঘরঈ ২৪ (<গৃহ-ইকা ?), যোগাম্বরয়ি ৪৮ তু. যোগাম্বরা ৩০ (<-ইকা), সহজ-সুন্দরী ৮, বাচ্ছলি ৬।

(গ) স্ত্রীলিঙ্গে -ইয়া (<ইকা) [প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর] :
জ্ঞানেশ্বরিয়া ৪৮ (=জ্ঞানেশ্বরী), মকুটকেশিয়া ২১, সিদ্ধিয়া ৬৫।

(ঘ) ব্যাকরণবিরুদ্ধ স্ত্রীপ্রত্যয় : বজ্রি ৪৮, ৫৫ (বজ্রা তু. হেবজ্রতন্ত্র) ; ঘোরি ১৪, ৫৫, তু. ঘোরা ৪১ ; লোচনি ১২, ত্রিলোচনী ৮৩, কালধর লোচনী ৫০ কিন্তু তু. লোচনা ১৮, ৭২, ত্রিনি লোচনা ৮৮ ; নৌপুর ভূষণী ৬৩, বিভূষিণী ৮৮ তু. ষড় ভূষণা ১১ ; দেবী…অতিসুন্দরা ৮২ (=সুন্দরী) ; নীলবদনী ৭৯ তু. ভীষণবদনা ১৩, চউবদনা ১১।

(ঙ) স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সাক্ষাৎ বিশেষণরূপে লিঙ্গান্তর বিধি প্রযোজ্য নয়, যেমন —বিশ্ববিয়াপিত (=ব্যাপিতা) তারুণী মাতা ৯৮ ; বিলাসই নীলবর্ণ (=নীলবর্ণা) হেরুঅ সঙ্গে ১২ ; নীলাবর্ণ হেরুব মানো হে চণ্ডালী ১৮, মকুতকেশ দিগম্বরা ২৩ তু. মকুটকেশা ২৪ ; দিনকর মণ্ডল রাজিত (=রাজিতা) ত্রিভুবন জননী ৬৩।

(চ) লিঙ্গ সৌষম্যজনিত স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় কচিৎ রক্ষিত, যেমন—বৈঠনী বজ্রতারুণী ৬৬, মেরি সিদ্ধিয়া ৬৫ ইত্যাদি (দ্র. ১১. ২)।

(ছ) পুংলিঙ্গের প্রত্যয় সাধারণত -অ, -আ,-ও, যেমন—শবরিঅ ৩ (টীকায় শবরী), হেরুঅ ১২, ২২, অবধুঅ ১১, মহাসুথ ৯; রাআ ১১, ১৬, হরিণা ৯৮, ভট্টারা ২৩; হেরুও ২২, ভয়াড়ো ৮, ১৬।

ক্লীবলিঙ্গেও অনুরূপ বিভক্তি, যেমন—তম্বোলা ২৩, শরীরা ১৭, বংশা ১০, চন্দ্রা ১০ ইত্যাদি।

১০.৩ শব্দমূল গঠন (Stem Formation)

শব্দমূল গঠনের ক্ষেত্রে নবচর্যায় অভিনবত্ব আছে। অ-কারান্ত শব্দের আ-কারান্ত শব্দমূলে পরিবর্তন চর্যায় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিরল নয় (তু. চর্যা : মাগা ৮, পিটা ২, বীরা ৪, হরিণা ৬, উচা ২৮; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : নিদয়া, কনয়া, পণ্ডিআ ইত্যাদি)। কিন্তু নবচর্যার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো আ-কারান্ত এবং ই-কারান্ত শব্দের মূল পরিবর্তন (অর্থাৎ আ, ই > অ)। এই বৈশিষ্ট্য অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের প্রভাবজনিত বলেই মনে হয়, যথা—

১. অ > আ : সম্বর রাআ ২৩, ভট্টারা ২৩, তম্বোলা ২৩, কেশা ২২, হেরুও দাসা ২২, শরীরা ১৭, একুবীরা ১৬।

২. আ > অ : করুণে ২, ৫৫ (< করুণা), মণ্ ভাবনে ৪ (-ভাবনায়াম্), ঘণ্ট ২৪, ৩৬ (= ঘণ্টা), মাঅ ৪ (< মায়া), পূজ ৪২, ৫৫ (= পূজা), গ্রীবে ১৫, ৪০, ৪৫, ৮৩ (= গ্রীবায়াম্) তু. চর্যা গিবত ২৮।

৩. আ > ই (স্ত্রীলিঙ্গে, লিঙ্গসৌষম্যজনিত) : লোচনি ১২ (= লোচনা), ঘোরি ১৪ (= ঘোরা), যোগাম্বরয়ি ৪৮ তু. যোগাম্বরা ৩০, চিঅ বজ্রাসনি দেবী ২৭ (= বজ্রাসনা) (দ্র. ১১.২)।

৪. ই > অ(া) : বোল গিরে ৩৬ (= গিরি + এ), বজ্রগীরে ৩৩, শূন্য সমাধে ৯ (= সমাধৌ), আনন্দরাশে ১৮ (< রাশি), অগ্রে ৫৫ (= অগ্রৌ), পুষ্করণে নানা কুসুম ৭৮; বংশা ১০ (= বংশী), শরণাগতিয়ং ২৮, শবরিঅ ৩ (টীকায় শবরী)।

৫. উ > অ(া) : গরুআ ১৭ তু. চর্যা ২৮ (গুরু), ভিক্ষ ২৭ (ভিক্ষু)।

১০.৪ কারক বিভক্তি (Case-endins)

নবচর্যাপদের শব্দরূপে সাধারণত বচনভেদ নেই। তবে কচিৎ বহুবচনে -এ বিভক্তি দেখা যায় (সঅলে ভাবন্ত ২১)। গৌরবে বহুবচন প্রয়োগও অসুলভ নয় (কর্ণপা বোলন্তে ২৯)। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ বহুবচনের ক্রিয়া গ্রহণ করেছে (গীত অনেহা ক্রীড়ন্তি বাজন্তি ১৪)। অনেকক্ষেত্রে আবার বহুবচনের ক্রিয়া দেখে বোঝার উপায় নেই, কর্তা বহুবচন অথবা সম্ভ্রমার্থ জ্ঞাপক, যেমন—ষোড়শদেবী মিলন্তি (১৬)। বলা বাহুল্য, এইজাতীয় বহুবচনের সংরক্ষণশীলতা প্রাচীনত্বের সূচক।

কারক-বিভক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় হলো, অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের প্রভাব। অবহট্‌ঠের মতো কর্তৃ- ও কর্মকারকে একই বিভক্তির প্রয়োগ সহজলভ্য। নবচর্যাপদে ব্যবহৃত অবহট্‌ঠ বিভক্তিগুলি এই :

কর্তৃ/কর্ম : -ও/উ (সং -অঃ > প্রা. ও > অপ ও, উ)। নামপদে ব্যবহৃত -উ বিভক্তি অবশ্য চর্যায় মেলে না।

করণ : - ন (< সং -এন)—যা চর্যায় বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মেলে না।

গৌণকর্ম : -হু/হুঁ, -হ (চর্যায় নেই)।

অপাদান : -হুঁ (চর্যাসুলভ)।

সম্বন্ধ : -ন (< -নাম্‌) [তু. থবণাণ : সরহের দোহাকোষ ৯)।

অধিকরণ : -হি (চর্যাসুলভ)।

বিভক্তিহীনতার লক্ষণ বাঙলায় আগাগোড়া বজায় আছে। নবচর্যাও তার ব্যতিক্রম নয়। কর্তৃ, কর্ম, করণ, অপাদান ও অধিকরণ কারকে শূন্যবিভক্তির উদাহরণ চর্যাতে পাওয়া যায়, নবচর্যাতেও তাই। কর্তৃ-কর্মকারকের -আ বিভক্তি আসলে বিভক্তিহীনতারই স্বাক্ষর (তু. তাম্বূল-ক > নচ. তম্বোলা)। এইজাতীয় উদাহরণ অবহট্‌ঠ, চর্যা এবং নবচর্যা সর্বত্রই মেলে। তবে কর্তৃ/কর্মকারকে -আ বিভক্তি (পুংলিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ) চর্যার মতো সর্বদা জাতিবাচক শব্দে প্রযুক্ত নয়, এখানে তা আরও সম্প্রসারিত।

তির্যক বিভক্তি হিসেবে -এ, এঁ (< সং ৩য়া-৭মী) বিভক্তির প্রয়োগ চর্যার মতোই কর্তৃ, কর্ম, করণ, গৌণকর্ম, অপাদান ও অধিকরণ সর্বত্রই মেলে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে অনুক্ত কর্তার বিভক্তি হিসেবে -এ/এঁ বিভক্তির প্রয়োগ চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মিললেও এখানে তা বিরল [তু. ভণই (=ভণ্যতে) রত্নবজ্রেন ৮৬]।

সম্বন্ধপদের বিভক্তি হলো -ক এবং -র। -(এ)র বিভক্তিযুক্ত সম্বন্ধপদ স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হলে স্ত্রীপ্রত্যয় গ্রহণ করে (বন্ধুরি বালা ৪৫ তু. চর্যা : হাড়েরি মালী ১০)। চর্যাপদে -ক বিভক্তি সংশয়িত (তু. ছান্দক, করণক), শ্রীকৃষ্ণকীর্তকে বিরল (যমুনাক তীরে) কিন্তু এখানে তা বেশ সুলভ। বলা বাহুল্য, এটি প্রাচীনত্বের লক্ষণ (-ক যুক্ত ৬ষ্ঠী বিহারী ও পশ্চিমাভাষাগুলিতে এখনও রক্ষিত আছে)। অবহট্‌ঠ-প্রভাবিত চর্যার -আহ, -হ যুক্ত ৬ষ্ঠীর বিভক্তি অবশ্য এখানে মেলে না।

অনুসর্গীয় বিভক্তিগুলির প্রয়োগ (দ্র. ১১. ২) নবচর্যায় সংক্ষেপে এই :

—ক : ৬ষ্ঠী ও গৌণকর্মে (৬ষ্ঠীতে -কে বিভক্তিও মেলে) এবং সম্ভবত অধিকরণে।

—রে : করণ (-রে, রি), অধিকরণে। অধিকরণে -রে চর্যায় সংশয়িত (চান্দরে চান্দকান্তি ৩১), শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অলভ্য কিন্তু এখানে সুলভ। করণে -রে / -রি বিভক্তির প্রয়োগ চর্যায় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মেলে না।

—ত : অধিকরণে (চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও তাই)। তবে চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন করণে (-এতেঁ), অপাদানে (-ত) এই বিভক্তির সম্প্রসারণ ঘটেছে, এখানে তা ঘটেনি—যা বস্তুত প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর।

চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনায় নবচর্যাপদের বিশিষ্ট বিভক্তিগুলি হলো : কর্তৃ/ কর্মকারকে -উ, করণে -রে, রি, -ন, গৌণকর্মে হু/হুঁ, হ, অধিকরণে -রে (ওড়িয়ায় এখনও মেলে) এবং -ই (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং চর্যায় দুর্লভ, তু. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : বেলি <বেলায়াম্, চর্যা : নিয়ড়ি<নিকটে)।

মোটকথা, নবচর্যাপদে অবহট্‌ঠের প্রভাব, চর্যাপদের সঙ্গে সাদৃশ্য এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের তুলনায় কিছু প্রাচীনত্ব দেখে মনে হয়, নবচর্যার বাঙলা পদগুলির অধিকাংশই ১৪শ শতকের ভাষিক লক্ষণে চিহ্নিত। যাই হোক, নিচে নবচর্যার কারক বিভক্তিগুলি উদাহরণ দিয়ে দেখানো হলো :

১০.৪.১ নবচর্যার বিভক্তি

কর্তৃকারক—

—এ : একে/আবরে ৯, সহজ সভাবে ১৫, ভাব অভাবে ১৬, জিনগুণ রঅনে ৫, সঅলে (ভাবন্ত) ২১, জোইআ বরে ২৩।

—আ : বংশা ১০, চন্দ্রা ১০, (সম্বর) রাআ ১১, ১৬, শরীরা ১৭, পিঙ্গল কেশা / উন্মত্ত বেশা ২২, তম্বোলা ২৩, ভট্টারা ২৩, হরিণা ১৮।

—০ : সুণ্ণ নিরংজন পরম পউ ৪, নাচই অবধুঅ ১১, নাচই হেরুঅ ২২, মহাসুথ ক্ষরই ৯, জগ নিব্বাসিয়ে ৮, পবন হেণ্ডোরে ১০ ভণন্তি গোসামিনী ১৫।

—ও : সুইণো ৪, হেরুও ২২ (=হেরুব ?), ভরাড়ো ৮, ১৬।

—উ : রাউতু ১২, মণু ভাবনে ৪ (<মনস্), জগু মাতা ১৭, জগু ৩৬ (জগৎ), ধরু ৩৬ (<-ধর :)।

কর্মকারক—

—এ : ধাতলি মঅনে ৬, করহুঁ প্রতিষ্ঠা মণ্ডল হোমে ২১, ন চ্ছাড়সি একুকরণে ১২, কণ্ঠে কিয়াউ খট্টাঙ্গে ৪৫।

—আ : দেখমি অন্ধারা ২৩, ভেদ ভব পাশা ২৪।

—০ : প্রণমামি অদ্বয় বাচ্ছলী ২৫, মোহ মান দর্প চ্ছাড়ি ২৬, উহমি ন দীস ৩, মন্ত বিবজ্জিঅ ৪, ভণই সুরতবজ্র তত্ত্ব রে ১৩, ভাবহু চিত্ত-সহাবতা ৪, সো পরিসাহই (<পরিসাধয়তি) কাজ্জ ৪, সিজ্মাউ কজ্জ ৩, বজ্র করোটক হাথেরি ধরিয়া ৪৫।

—আ /-০ (উক্ত কর্ম রূপে) : মঅনা পিজ্জই ২, কিঅই ন রোলা ২, বল খাজ্জই ২, কিবিড় বাজ্জই ২. তুন্দুরু তহিঁ বজ্জিঅই ২, কপ্পূর লাইঅই ২, শালিঞ্চ…খাইঅই ২, নিরংসুঅ…চঢ়াবীঅই ২।

—উ : কাম মহুঁ (=মোহম্) ছড্ডহি ৩।

করণকারক—

—এ/এঁ : মহাসুহ জোএ ৩ (< -যোগেন), বিপরীত করণে ১০, বজ্র-সংযোগে ১১, গুরু উপদেশে ১০, গুরু প্রসাদে ১৭, ২৪, গুরু পাঅ পসাদে ৯ (=প্রসাদেন, প্রসাদাৎ), সহাবে রূবে ১৮, বকুথানে ৫৯। ক্রিয়াবিশেষণ রূপে : গাঢ়েঁ ২, গাঢ়ে ১২, থিরে ৫ (স্থিরম্)।

—০ : সহজানন্দ (=আনন্দেন) বাংছলি দেবী নাচই ৫২, অনিমিখ নয়ন (=নয়নাভ্যাম্) দৃঢ় করু চিঅা ২৩, বীরেশ্বর···নাচই সহজানন্দ ৪১।

—ন (<-এন/-না) : করটিন (=করোটিনা) ছেদ্দিয়ে ৬৭, পিপাশন (< বি-পাশেন) বাদ্ধি ৬৭, পকাশিন ৭০ (<প্রকাশেন), ভুজদ্বয়ন ৮৫ (<-দ্বয়েন), চতুরণ ৭৪ (<*চতুরেণ ? "by four")।

—রে/রি : এক্কুরে বন্ধা ১০, কুসুমরে (বসুহা) বিআপিত ১৮, জিম জলচন্দ্র মায়ারে (=মায়য়া) ৪২, বজ্রকরোটক হাথেরি (=হস্তেন) ধরিয়া ৪৫, সরবরি ভণইয়া ২১ (=শবরেণ ভণিত-, শুদ্ধ পাঠ সবররি)।

গৌণকর্ম—

—এ : করুণে ২ ("করুণার জন্য"), করুণে নাচই ৫৫, রোধে (বিবিহ বিকল্প-বিনাশন রোধে ১১), মঙ্গলগীতে ১৪।

—ক : গগনক হেড়িয়া ৩১ (দাশগুপ্ত : গগন কহেড়িয়া), কণ্ঠে কণ্ঠক মাল ৩৩।

—হঁ/হ : খনহঁ ১৫ ("ক্ষণিকের জন্য"), ফলহ ফুলহ ১১ ("ফলফুলের নিমিত্ত")।

—হ : ছেজহ / ছেবহ (=দাশ° সেজহ) ১৭ তু. ভত্তারহ লোড়ই (সরহ, ৮০)।

অপাদান কারক—

—০ : ইন্দিআলী উঠ্ঠ ৩ (=ইন্দ্রজালাৎ), ভবচক্র (=-চক্রাৎ) তারিবা ২৬।

—আ : পাঅপসাদা ২৬, রোহি পসাআ ১০, সংসার সমুদ্রা ৪১ (=সমুদ্রাৎ)।

—এ : গুরুপাঅ পসাদে ৯ (<প্রসাদেন বা প্রসাদাৎ)।

—হুঁ : থেপহুঁ ১, হেরুবহুঁ হেরুব ৫৯।

—উ (<-তস্) (ওড়িয়াসুলভ) : একু অনেক ৫০।

সম্বন্ধ পদ—

—র/ রি (স্ত্রী) : জগতরে (=জগতের) মাতা ৬৬, দেহর দুঃখ ৭, কুসুম রসঙ্গে ৯৮ (=কুসুমর সঙ্গে), ভব বিন্দুর সিন্ধুর তরণং ৯৪, আলোকর ৫১ জর ৫১ বন্ধুরি বালা ৪৫ ("বন্ধুফুলের বালা")।

—ক, কে : হস্তক মালা ২৭, কণ্ঠক মাল ৩৩, সুষুমাক চিত্তকমল ধরে ৩৩, করুণক দেবী ৬৭, রংগনক নেউর ৬৩, জ্ঞান জয়ীকে রূপ ৯১।

—ন (<-নাম্) : ধংসন করণং ৯৪ (=ধ্বংসানাম্ কারণম্), ভবারিত্রাসন ৯৪।

অধিকরণ কারক—

—এ/এঁ : সুণ্ণে ৩, মণ্ডভাবনে ৪, গঅনে ৬, মাঝে ৯, ২২, গঅনে পবনে ৯, গগনে ৬৮, অনহত সবদে ১০, দুআরে ১০, হিএ ১৩, পইসই···অদয় স্বভাবে ১৪, ধারী কণ্ঠে ১৫, বামে, দাহিনে ২২, কটিয়ে ৮৮/কটিয়ে ৫২, মজ্ঝেঁ ৪ (=মধ্যে)।

—হি : চিত্তহি ১৭, শুণ্ণহি ৭, বিসেহি ৭ (=বিষয়ে)।

—ই : কোলি লৈয়া ৪৫, পই/পয়ি (তুম্ম পই সেবিতা ৫৩. পয়ি ২৮), দেহি (বিলাসই) ৩২, ৪১, পরয়ানি ২৫ (<পরিজ্ঞানে). বজ্রাসনি ২৭, মুকুটাশনি ৭৩ (=আসনে)।

—০ : সুণ্ণ সমাহি ৩, জিনউর পইসে ৮, সরোবর বিলসই ৮, পইসই শূন্য ২৩, অংগ চড়াবীঅই ২. চরণ শির ধরিয়া ৪০, ত্রিভুবন তুম্ম এক বীরা ১৬, সহজসুন্দরী মোর কোলা ২৩, শির ধরিয়া ৪০।

—রে : কোল্লইরে. মুম্মুণিরে ২, চক্ররে ১৩, নির্মল হিয়ারে ২০।

—ত : নির্মল গঅণত ৫৫।

—ক : গগনক ৪৬ (দাশ° গগন কতৌরি) তু. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : ঘরক থাকিতেঁ চাহ কিসের আশে।

সম্বোধন পদ—

—ও : ভরাড়ো ৩, ৮।

—০ : হেবজ্জ ৩, সুরতপন্থ ৩, করুণ কবালি ৮।

—আ : মণ্ডল রাআ ৮, জোইআ ১।

—অ : শবরিঅ ৩।

১০.৪.২ অনুসর্গ (Postposition)

(ক) নামবাচক অনুসর্গ :

'সঙ্গ' অর্থে (তু. চর্যা সাঙ্গে/সঙ্গে) : সঙ্গে ১২ (দু'বার ব্যবহৃত). সঙ্গ ২২।

'মাঝ' অর্থে (তু. চর্যা মাঝেঁ) : মজ্ঝেঁ ৪, মাঝে ১০, ১৬, ১৭, ৩০, ৩১।

'বিনা' অর্থে : বিহু ১২, ১৩ (চর্যায় লভ্য), বিহুনা ১১, বিহুণে ৩ (চর্যায় লভ্য), বিণ্ণ ৩।

'সহিত' অর্থে (তৎসম) : সুরনরসহিতা ৭২।

(খ) ভাববাচক বা অসমাপিকা অনুসর্গ :

লহ্ (চর্যায় লভ্য) : অবধু রয়িয়া ৭৭ (= লয়িয়া), সহজসুন্দরী লইয়া. ৮, আনন্দ লইয়া ১৪ ("আনন্দের সঙ্গে"), অমিঅ লইয়া ৯ ("অমৃতের জন্য")।

ধর্ : দৃঢ় ধরিঅ ১১ ("দৃঢ়তার সঙ্গে"), গাঢ় ধরিয়া ৯ ।

১০.৫ সর্বনাম (Pronoun)

১০.৫.১ উত্তম পুরুষ সর্বনাম (First Personal Pronoun)

উত্তম পুরুষ সর্বনামের ক্ষেত্রে চর্যাপদ ও নবচর্যাপদের সাদৃশ্য থাকলেও নবচর্যাপদে অর্বাচীনত্বের প্রমাণ রয়েছে। কর্তারূপে 'হম' (নচ. ১১) পদের ব্যবহার চর্যায় মেলে না, মেলে অর্বাচীন স্তরের দোহায় (তু. হমু, সেন : চগীপ **১৭)। 'হম' প্রাচীন মৈথিলীতে চলিত ছিল, এখনও আছে। নবচর্যাপদের অপর অর্বাচীন বৈশিষ্ট্য হলো এই যে অনুক্ত কর্তা হিসেবে উত্তমপুরুষ সর্বনামের প্রয়োগ এখানে দেখা যায় না। বহুবচনের প্রয়োগও উদাহৃত নয়।

নবচর্যার গৌণ কর্মে 'রু' (মোরু/মোহরু) চর্যায় অসুলভ, যদিও মধ্যমপুরুষে এইজাতীয় অনুসর্গীয় বিভক্তি চর্যায় দেখা গিয়েছিলো (তু. তোরে*, তোহোরে)। প্রাচীন লক্ষণের মধ্যে লক্ষণীয় হলো গৌণকর্মে অবহট্‌ঠসুলভ 'মহ*' (নচ. ৩৬) পদের প্রয়োগ—যা চর্যায় মেলে না। দ্বিতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো একবচনের গৌণ বা তির্যক সর্বনামমূল হিসেবে 'আহ্মা-' (<অস্মাকম্) রূপের প্রসার এখানে ঘটে নি।

নবচর্যায় সম্বন্ধমূল প্রধানত 'মোর', তবে বিকল্প পাঠে মেলে 'মোহর' (২৮) —উভয় পদই চর্যায় সুলভ। ৬ষ্ঠীর পদ হিসেবে 'মোঝু' (৭) পশ্চিমা অপভ্রংশ প্রভাবিত (মজ্ঝু) কিন্তু চর্যায় মেলে না (আধুনিক মৈথিলীতে তা স্বাভাবিক না হলেও বিদ্যাপতিতে মেলে)। স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হিসেবে 'মেরী' পদের প্রয়োগ চর্যা (চ. ৫০) ও নবচর্যা (নচ. ৬৫) উভয় ক্ষেত্রেই মেলে এবং বলা বাহুল্য তা পশ্চিমা প্রভাবিত। নবচর্যার ক্ষেত্রে সম্বন্ধপদের লিঙ্গ-সৌষম্য বা রূপ-সংগতির উদাহরণ নজরে পড়ার মতন, যেমন—লিঙ্গসৌষম্য : অষ্টজোইনী মোর (পাঠান্তর মেরী ২২), মেরি সিদ্ধিয়া ৬৫, আশীর্বাদ মেরী ৬৫ ; রূপ-সংগতি : মোরা শরণা ৮৬ ইত্যাদি। যাই হোক, নবচর্যাপদের উত্তমপুরুষ সর্বনামের পদগুলি নিচে দেখানো হলো (সব পদগুলিই একবচনের)—

কর্তৃ— হউ ৩ (তু. চর্যা), অম্ভে ৩ (তু. চর্যা), অহ্মে ১ (=চর্যা ৪), হম ১১।

গৌণকর্ম—মোরু (দে…কোলা ২২, দে…কোলায়া ৪৫), মহু ৩৬ (<মহ্যম্), হম ৭৩ (হম গোচর) [মৈথিলী সুলভ], মোহরু ২৮ (দাশ° মোর) [তু. জন্ম জন্ম মোরু বুদ্ধশরণং]।

সম্বন্ধ—মোর ১৫, ২৭, ৪৭, ২৩, মোর (~মোহর ২৮), অষ্টজোইনী মোর (~মেরী ২২), আশীর্বাদ মেরী ৬৫, মেরি সিদ্ধিয়া ৬৫, মোরা শরণা ৮৬; মোঝু ৭।

১০.৫.২ মধ্যমপুরুষ সর্বনাম (Second Personal Pronoun)

নবচর্যার মধ্যমপুরুষ সর্বনাম পদগুলির অধিকাংশই চর্যাপদে সমর্থিত। অর্বাচীন লক্ষণের মধ্যে প্রধান হলো : মধ্যমপুরুষ সর্বনামের 'অযুক্তে কর্তরি' প্রয়োগ দেখা যায় না। বহুবচনেরও উদাহরণ মেলে না। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনায় এর প্রাচীনত্ব এই যে গৌণ কারকের একবচনে তোহ্মা-মূলের প্রসার এখানে তেমন ঘটে নি, যদিও কর্তায় অর্বাচীন 'তুহ্ম' পদ মেলে (চর্যা তুহ্মে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তোহ্মে, তুহ্মী)।

চর্যাপদের তুলনায় নতুনত্ব হলো, নবচর্যায় অবহট্‌ঠ সুলভ কর্তায় তুহু (৩) পদের ব্যবহার—যা মৈথিলীর প্রাচীর স্তরেও প্রচলিত ছিল। সম্বন্ধমূল হিসেবে মেলে : (১) তুহ্ম/তোহ্মা/তুম্ম/তুহ্ম, (২) তোহ্মা/তুহ্ম, (৩) তুহ এবং (৪) তো (তু. তোর, তোব)। এদের মধ্যে 'তো' ছাড়া কোনটিই চর্যায় উদাহৃত নয়। চর্যায় 'তোহোর' মিললেও বিশুদ্ধ 'তুহ' সম্বন্ধমূল চর্যায় বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মেলে না, মেলে অপভ্রংশে (তু. প্রাচীন মৈথিলী তোহ)। লক্ষণীয়, তুহ্ম / তুহ্মু পদও পশ্চিমা অপভ্রংশের ও অবহট্‌ঠের বৈশিষ্ট্য। 'তুম্ম' সম্ভবত বিষমীভবনের ফল। অপর সম্বন্ধমূল তুহ্ম ৫৮/ তোহ্মা ৩ (মূল ও টীকা) চর্যাপদে না মিললেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মেলে (তোহ্মা)। সম্বন্ধপদে লিঙ্গ ও রূপ সঙ্গতিও কচিৎ নজরে পড়ে, যেমন. তৌরি বন্ধুরি বালা ৪৫, তোরা দেহা ৩১। যাই হোক, নব চর্যাপদের মধ্যমপুরুষ সর্বনামের পদগুলি নিচে দেখানো হলো (সব পদগুলিই একবচনের)—

কর্তৃ—তুহু ৩, তু, ৭, ৪৮ (দুটি পদই চর্যায় প্রাপ্তব্য), তুহ্ম ১৬, ২৩, ২৭, ৩৫, তো ৮৪।

করণ—তই (বিনু) ৩ (চর্যায় প্রাপ্তব্য), তুহ্ম বিনু ২৩, তুহ্ম সংগে ১২, তোহ্মা (~তোহ্মা) বিহুনে ৩।

সম্বন্ধ—তুহ (চিত্ত) ৩, তোরা দেহা ৩১, তুহ্ম গুণ ৫৮, তুহ্ম মণ্ডিত দেহ ৩৯, তুহ্মা

শিরে ৩৭ (~তুংজ্ঝ, তুজ্ঝ) /তুজ্ঝ পায় ৪৭/তুজ্ঝ ১৭/তুজ্ঝ লীনা (=তুজ্ঝ পাএ …৩৮), তুজ্ঝু চরণে ৭০/তুজ্ঝ পেই ৫৩/তুংজ পায় ৯৮, তোহ্ম্‌ বিষ ৭ (=তোহ্ম), তুজ্ঝ মোক্ষপ্রসাদা ৭৮, তোব ৭ (=তোহ্ম তু. প্রাচীন মৈথিলী তোয়), তৌরি (পাঠান্তর তুহরি) বন্ধুরি বালা ৪৫ ।

১০.৫.৩ নির্দেশক সর্বনাম (Demonstrative Pronoun)

উত্তম ও মধ্যমপুরুষ ব্যতিরেকে নবচর্যার অন্যান্য সর্বনাম পদগুলি মোটামুটি চর্যাপদের সঙ্গে অভিন্ন। অর্বাচীন সর্বনাম রূপগুলি হলো 'ই' <'এ' (তু. চর্যা এ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ/ই), কেহ (<চর্যা/শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : কেহো)। নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছে : এহি (চর্যায় ও নবচর্যায় এহু কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এহি), সব (চর্যায় মেলে না, তু. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : সব/ সবেঁ/সব্বে), কঅন (<অপ. কবণ <*ক-পন ; চর্যায় মেলে না, তু. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কৌণ/কোণ/কোন)। আত্মবাচক / সম্ভ্রমার্থক 'আপন' সর্বনাম পদ এখানে উদাহৃত নয়, যদিও তা চর্যায় (অপণে) এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে (আপণে) বিরল নয়। দূর নির্দেশক সর্বনাম 'ও' পদও চর্যার মতো এখানেও উদাহৃত হয়নি।

প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে লক্ষণীয় হলো, চর্যাপদের মতো এখানেও সাধারণ নির্দেশক স/সো জাতীয় পদ কখনও প্রথম পুরুষ সর্বনাম হিসেবে স্বাধীন-ভাবে ব্যবহৃত হয়নি, তা সবসময় ব্যবহৃত হয়েছে নির্দেশক বা নির্ধারক (Demonstrative/Determinative) সর্বনাম রূপে। অনুরূপভাবে, অনির্দেশক বিশেষণ (Indefinite Adjective) 'কঅন' পদের স্বাধীন সর্বনাম প্রয়োগ দেখা যায় না (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও তাই)।

সংগতিবাচক (Correlative) বিশেষণ হিসেবে তাহ্ন তাহ্ন…জাহ্ন জাহ্ন ১২ (<*তাদৃশ, *যাদৃশ) নতুন প্রয়োগ—যা চর্যায় মেলে না। অন্যান্য সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের ক্ষেত্রে চর্যার সঙ্গে নবচর্যার সংগতি যথেষ্ট। নিচে সর্বনাম পদগুলির রূপ দেখানো হলো :

(ক) প্রথমপুরুষ / সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম (Third Personal/General Demonstrative Pronoun)

কর্তৃ—সো ৪, স ১২, এহ সো ৪, স ৪৫ (প্রভুস হেরুব = প্রভু স হেরুব)।

অধিকরণ—তহিঁ ২, ৪, ১৬।

(খ) নিকট নির্দেশক সর্বনাম (Near Demonstrative Pronoun)

কর্তৃ—এ মহিমণ্ডল ৫, এ৺চউ জোগিনী ৮, ১৪, এ দুই ঘরঙ্গ ৯, এ দুই তন্তি ১০, এ সংসার ২৬ ইত্যাদি ; এহ সোন্তা ৬ ; এহি ৭, ১৩ ইত্যাদি ; ই পিপাশন ৩৭ ।

(গ) দূর নির্দেশক (Far Demonstrative) সর্বনাম : নবচর্যায় মেলে না (চর্যাপদেও তাই)।

(ঘ) সম্বন্ধ নির্দেশক (Relative) সর্বনাম

কর্তৃ—জ ২, জো ৪, জে তুহ্ম ৫৯ (=তুহ্ম জে)।

করণ—জিন ৩০ (অপভ্রংশ সুলভ, <যেন), জিহ (=দাশ° জিক ৩৩) [অবহট্‌ঠ সুলভ ৬ষ্ঠী/৩য়ার পদ]।

অধিকরণ—জহিঁ ১৬।

(ঙ) অনির্দেশক/প্রশ্নবোধক (Indefinite/Interrogative) সর্বনাম

কর্তৃ—কেহ ১১ (তু. চর্যা কেহো)।

(চ) আত্মবাচক/সম্ভ্রমার্থক (Reflexive/Honorific) সর্বনাম
চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মিললেও এখানে উদাহৃত নয়।

(ছ) সাকল্যবাচক (Collective) সর্বনাম

কর্তৃ—সয়ল ৪৭, সঅলে ২১, সঅল ৯, ২৭, ৩৪ ৫২ [তু. চর্যা সঅল (1)], সবহি ২৯।

১০.৫.৪ সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ

(ক) সংগতিবাচক ক্রিয়াবিশেষণ (Correlative Adverb)
জো…সো ৪ (চর্যায় লভ্য) ; জিম…তিম ৪ (চর্যায় লভ্য) ; জহিঁ জহিঁ …তহিঁ তহিঁ ১৬ (চর্যায় লভ্য) ; তাহ্ন তাহ্ন…জাহ্ন জাহ্ন ১২, একে… আবরে ১।

(খ) অনির্দেশক বিশেষন (Indefinite Adjective)
কঅনে রূপ ১১।

(গ) সাদৃশ্য/প্রকারবাচক ক্রিয়াবিশেষণ (Adverb of Quality/Manner) :
কিমিতি ১৭ (<*কেমন্ত, তু. ওড়িয়া কিমিতি) ; অপভ্রংশ ও চর্যাপদে সুলভ জিম ৫, ৬, ১২, তিম ৪, কইসে ৮, ১৭, ঐসো ২৬, কীস ৩, ৭।

(ঘ) কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ (Adverb of Time) : জাব ৪ (<যাবৎ, চর্যায় না মিললেও মধ্যবাঙলায় ও অপভ্রংশে মেলে)।

(ঙ) স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ (Adverb of Place) : ইথি ৩১ (<*এত্র, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রাপ্তব্য)।

(চ) অন্যান্য ক্রিয়াবিশেষণ :
ভস্ক ২, ১৪, গাঢ়ে ২/গাঢ়ে ১২/গাঢ় ৯, থিরে ৫ (=স্থিরম্), দৃঢ় (ভাবন্ত) ১৩ "দৃঢ়ভাবে", একু করইআ ১৩ (=একীকৃতা), তেনা ৪৬ ('hence'), সুচ্ছন্দা ১১, আনন্দা ১৮ ('আনন্দের সঙ্গে')।

১০.৬ ক্রিয়াপদ (Verb)

১০.৬.১ বর্তমানকাল :

নবচর্যাপদের ক্রিয়ারূপে সাধারণত বচনভেদ নেই। তবে সম্ভ্রমার্থে একবচনের কর্তায় বহুবচনের বিভক্তি দেখা যায় (কর্ণপা বোলন্তে ২৯)। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য বহুবচন-কর্তা বহুবচন বিভক্তি গ্রহণ করেছে (গীত অনেহা ক্রীড়ন্তি বাজন্তি ১৪)। অনেক সময় আবার বহুবচনের ক্রিয়া দেখে বোঝার উপায় নেই, কর্তা বহুবচন অথবা সম্ভ্রমার্থজ্ঞাপক, যেমন, ষোড়শদেবী মিলন্তি ১৬।

নবচর্যাপদের বর্তমানকালের বিভক্তির সঙ্গে চর্যাপদের সাদৃশ্য স্পষ্ট, তবে অর্বাচীনতার লক্ষণও যথেষ্ট। নবচর্যাপদের উল্লেখযোগ্য নবীন বৈশিষ্ট্য হলো :

১. মধ্যমপুরুষে অ/ও বিভক্তির ব্যবহার। 'অ' বিভক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও সুলভ।
২. প্রথমপুরুষ অই>এ বিবর্তন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সুলভ (তু. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন জানএ/জানে, চলএ/চলে)।
৩. সংস্কৃতায়নের প্রবণতা (প্রণমামি ২৫, ৩০ ইত্যাদি)।
৪. প্রথম পুরুষের -'অই' স্থলে -'অয়ি' লিপিরীতি অর্বাচীন পদগুলির বিশেষ লক্ষণ।
৫. প্রথমপুরুষ 'অন্তি' স্থলে 'অন্তে' বিভক্তির প্রয়োগ সম্ভবত 'ই' ধ্বনির শিথিল উচ্চারণ-রীতির ফলশ্রুতি (দ্র. ৮.১/২)।
৬. বর্তমানকালের কর্মবাচ্যক এবং কর্তৃবাচ্যক বিভক্তিগুলির পার্থক্য একেবারেই অস্পষ্ট, তু. মোচই ৫৫ (<মুচাতে)—যদিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই বিভক্তিজনিত পার্থক্য (ইএ/ই : ভাব/কর্মবাচ্যক) ভালোভাবেই বজায় আছে।

নবচর্যাপদের বর্তমানকালের বিভিন্ন বিভক্তি ও তার উদাহরণ নিচে দেখানো হলো :

উত্তমপুরুষ—

—মি (চর্যাসুলভ) : মরমি ৩, উহমি ৩, জানামি ৩, করমি প্রবেশ ৭, দেখমি ২৩, পীবমি, জীবমি ১ (—চ. ৪)।

তৎসম শব্দে (সংস্কৃতায়নের ফলে) : প্রণমামি ২৫, ৩০, পূজয়ামি, ঘাতয়ামি ১৩, নমামি ১০, ১৩।

—হুঁ (চর্যাসুলভ) : করহুঁ ১, ২৯, নমোহুঁ ৩৬।

মধ্যমপুরুষ—

—সি (চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সুলভ) : অচ্ছসি ৩, ছাড়সি ১২, ধরসি ১৭, বসসি ১৭, দহসি ১৭।

—অ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সুলভ) : কইসে জান ১৭, তুম্ম বন্ধব ২৭ (=বন্ধঅ)।

—ও<অহ ? : মানো ১৮ (?) তু. মানহ ১৮ (অথবা মানিহে ? দ্র. ১০.৬.৪)।

প্রথম পুরুষ—

(ক) একবচন :

—অই (চর্যাসুলভ) : বাটই ২, ভাবই ৪, ৫৫, পরিসাহই ৪ (=পরিসাধয়তি), হেড়ই ৪, পরিহাসই ৫ (=-ভাসতি), হোই ৫, ১৩, ২১, ৩১, ভণই ৫, ৯, ১৩, চাপই ৬, ২৯, ৩০, অচ্ছই ৭, স্ফরই ৯, ধাবই, পাবই ৯, নাচই ১১, ২২, ২৫, ৫৫/নাচৈ ৩৮, বিলাসই ৮, ৯, ১২, ১৩, ২১, পইসই ১৪, ২৩, ৬০ (/পইসে), করই ১৮, পিবই, ২১, ৭২, ধরই ২৩, ভবই ২৩, দহই ২৮। তৎসম ধাতুতে—ভুঞ্জই ৬১, স্ফরই ৬০, জলই ৫, ১৪, ২৮, ২৯।

=অয়ি : গাবয়ি ৬৩, নাচয়ি ৬৩, ৬৭, বাজয়ি ৬৩।

=অয় : গাবয় ৩১।

অই>এ : পইসে ৮, ১৪, ৪৮, ৬৭ (দ্র. পইসই), হেণ্ডোরে ১০, বোলে ১১।

—অই (কর্মবাচ্যক) : মোচই ৫৫ ইত্যাদি, দ্র. ১০. ৭. ১ক।

—অন্তি (সম্ভ্রমার্থক) : [চর্যাসুলভ] : নাচন্তি হেরুঅ ১৪, ১৮, আচ্ছন্তি সহজসভাবে ১৫, ভণন্তি গোসামিনী ১৫, গাবন্তি ২২, ২৩, ২৬ ক্রীড়ন্তি/ কুড়ন্তি হেরুব ৪৫।

—অন্তে : কর্ণপা বোলন্তে ২৯, ডমরু ভরন্তে ৬৫ ইত্যাদি।

(খ) বহুবচন :

—অন্তি : গীত অনেহা (তু. পাঠান্তর অনেকা) ক্রীড়ন্তি বাজন্তি ১৪, ষোড়শ-দেবী মিলন্তি ১৬, বহংতি ৫৭।

—অন্তে : ভক্ষন্তে, বীক্ষন্তে ৩৮, ধরন্তে…চউ জোইনী ১৪।

১০.৬.২ বর্তমান অনুজ্ঞা

অনুজ্ঞার সমস্ত প্রয়োগই চর্যার অনুরূপ। প্রথম পুরুষ বহুবচনের -অন্তু বিভক্তি অবশ্য চর্যায় মেলে না, কিন্তু তা সম্ভবত সংস্কৃতায়নের ফল। চর্যাপদের মতো কচিৎ 'মা' যোগেও অনুজ্ঞা দেখা যায় প্রাচীন নবচর্যায় (মা হোহি ৭, মা কর ৩)। নবচর্যার অনুজ্ঞা-বিভক্তিগুলি এই—

মধ্যমপুরুষ—

—অ : উট্‌ঠ ৩, মা কর ৩, পরিভাব রে ১৩, ফেড় ২৩, ভেদ (ভব পাশা) ৩৩, অহো মা ৭ (তু. মাহো চ. ৩৭), ধর ৩৩, দে ১, ২২, ৪৫ (অথবা বর্তমান নির্দেশক ?), পূব রে ২৫ (দাশ° পূররে)।

—হুঁ/হ (অবহট্‌ঠ সুলভ) : উঠহু ৮, ভুঁজহু ৯, রাখহুঁ ২৫, ভাবহু ৪, ধরহু ৩৩।

—হিঁ/হি (অবহট্‌ঠ সুলভ) : পরিতাহিঁ ৩ (=পরিত্যজ), ছড্ডহি, উট্‌ঠেহিঁ ৩, মা হোহি ৭, মা বিঅচ্ছেদহি ৭।

সংস্কৃতায়ন : দেহি ৩২, ৭২, ৭৩, মা কুরু ১৩।

প্রথমপুরুষ—

(ক) একবচন :

—উ : মজ্জউ ১২, ফরঅউ ১৮।

—তু (সংস্কৃতায়ন) : প্রবিশতু ৭৩, চারিতু, সঞ্চারিতু ৬২।

—(ই)অউ (ভাব/কর্মবাচক) : সিজ্ঝাউ ৩ (সিধ্যতাম্) ইত্যাদি, দ্র. ১০.৭.১/৪।

(খ) বহুবচন :

—অন্তু (সংস্কৃতায়ন) : হরন্তু ৫৭, রক্ষন্তু ৬১, ভাবন্তু ১৩, ২১।

১০.৬.৩ অতীতকাল

নবচর্যাপদে -ল প্রত্যয়হীন এবং -ল প্রত্যয় যুক্ত অতীত ক্রিয়াপদের ব্যবহার চর্যার মতই। বলা বাহুল্য, ল-প্রত্যয়হীন অতীত প্রাচীনত্বদ্যোতক এবং তা অবহট্‌ঠ-সূত্রে আগত। তবে অনেক ক্ষেত্রে ল-হীন কৃদন্ত অতীতের ক্রিয়ার্থ স্পষ্ট নয়। অনেকসময় তা -ইঅ(া) যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে একাকার, যেমন, 'জলই বজ্রানল দহদিহ দাহিআ ৫ (দাহিআ = "দহিয়া" অথবা "দগ্ধ" < দাহিত)। তবে এই নিষ্ঠান্ত পদের ক্রিয়ার্থ বোঝা যায় এইভাবে : (১) এর বিধেয় বিশেষণ রূপে প্রয়োগ দেখে, যেমন, অকুথর মন্ত বিবজ্জিঅ (< বিবর্জিত) ণউ সো বিন্দু ণ চিত্ত ৪ ; পিবই রে মহারস মহাসুখ ক্ষরিআ ৩২ (= ক্ষরিত); (২) 'রে' অব্যয় যোগে সাধারণত কৃদন্ত ক্রিয়ার লক্ষণ স্পষ্ট, যেমন—থণ হুঁ ছাড়ি (= ছাড়িল) রে নীলবর্ণ বালী ১৫ ; (৩) সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত -ইআ যুক্ত ক্রিয়া সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়াই হয়ে থাকে, কৃদন্ত বিশেষণ নয়, যেমন, চরণ শিরে গত ধরিআ ভণই…১৩, অবধুঅ এহু সোভা ভনি ভাবে ৬, একে ধাবই অমিঅ লইআ ১ ইত্যাদি (দ্র. ১১.২)।

ল-প্রত্যয় যুক্ত অতীতের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে ল-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া, চর্যার মতই কচিৎ সাক্ষাৎ বিশেষণের মতো আচরণ করে, যেমন, বৈঠলী বজ্রতারুণী ৩৬ (তু. চর্যা : সোনে ভরিলী করুণা নাবী ৮, সসি লাগেলি তান্তী ১৭)। কিন্তু নবচর্যায় উদাহরণ বিরল। বাঙলাসুলভ -ইল যুক্ত ক্রিয়াপদই নবচর্যায় স্বাভাবিক, তবে -অল যুক্ত অতীত ক্রিয়া একবার মেলে (হম ভমল স্বচ্ছন্দা ১১) ; 'ভমল' শব্দটি অবশ্য 'ভ্রমর' থেকেও সিদ্ধ হতে পারে। অপর বৈশিষ্ট্য হলো, সকর্মক ক্রিয়ার প্রথমপুরুষ বিভক্তি হিসেবে -এ (অর্থাৎ -লে) বিভক্তির প্রয়োগ, যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথম দেখা গিয়েছিল (তু. প্রমোদিরে (=প্রমোদিলে ৫৯, বিয়াপিলে ২১ ইত্যাদি)। অনেক সময় অবশ্য নেওয়ারী লিপি-জনিত র/ল বিপর্যয়ের ফলে ল-যুক্ত অতীত বোঝা যায় না, যেমন—থাপিলে ২৭ (পাঠভেদ থাবিরে) < থাবি রে (= স্থাপিত) অথবা 'থাপিলে' ; প্রমোদিরে ৫৯ (=প্রমোদিলে অথবা প্রমোদি রে)। লক্ষণীয়, চর্যার মতো নিত্যবৃত্ত অতীত কালের উদাহরণ এখানে মেলে না—যদিও তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল।

(ক) কৃদন্ত অর্থাৎ ল-প্রত্যয়হীন অতীত—

১. সংস্কৃত অনিট্ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত -ত (ক্ত) : ধী ৩০/ধীয়া ১৩ (ধৃত), বইঠা ২৯, ৭৭ (<উপবিষ্ট), বিমুক্কা ১৮ (=বিমুক্ত), খিত্ত ৪ (ক্ষিপ্ত), শোধা ৫ (শুদ্ধ)।

২. সংস্কৃত সেট্ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত -ইত (ক্ত) :

—ই : কোই, বাজি রে ১০, ছাড়ি রে ১৫ (: খণ্ড ন ছাড়ি রে নীলবর্ণবালী), চ্ছাড়ি রে ২৬, বান্ধি, চ্ছেদি রে ৬৭, ধারী ১৩ তু. ধারিত ৮৩, ৮৬।

—ইআ (ইয়া) : উদিয়া রে, ২১ (উদিত), স্ফরিয়া রে, বিস্ফুরিয়া রে, ধরিয়া রে, গণনক হেড়িয়ারে ৩১, থাপিয়া, ব্যাপিয়া, চাপিয়া রে ৬৫, স্ফরিআ ৩২ (<স্ফরিত)।

—ইঅ : অকথ্যর মন্ত বিবজ্জিঅ ৪ (বিবর্জিত), ফেড়িঅ ৪, নিব্বাসিয়ে ৮ (~নিব্বাসিয়া রে)। অর্ধতৎসম—রাজত/রায়ত ১৭ (=*রাইত<রাজিত), সোহিত ৫৫ (শোভিত)।

—উ : কিয়াউ ৪৫ (<*কৃতাপিত), দৃঢ় করু ২৬ (=দৃঢ়ীকৃত, *-করিত), পেখুরে ৫ (<প্রেক্ষিত, তু. চ. ৪৬/১), ধরু ৩৬ (<*ধরিতঃ=ধৃতঃ বা ধরঃ)।

(খ) ল-যুক্ত অতীত—

উত্তমপুরুষ—হম ভমল ১১ (<ভ্রম)।

প্রথমপুরুষ—উদি গেল ১০, ফরি (~ফলি) গেল ১৬, ২৩, ৪৫, ছাড়ি গেল ১৬, ২৩, বন্দি (~বন্ধি, বধি) গেল ২৩, উভিল ১ (=চ. ৪), বোলন লাগেল ১৬।

বিয়াপিলে ২১, থাপিলে ২৭ (~থাবি রে), প্রমোদিরে ৫৯ (=প্রমোদিলে)।

স্ত্রীলিঙ্গে ঘাতলি ৬ (জোইনী ঘাতলি মঅনে), বৈঠলী বজ্রতারুণী ৬৬।

মধ্যমপুরুষ—ত্বং আলোকিল ৩৩ (দাশ° আলোলিক)।

১০.৬.৪ ভবিষ্যৎকাল

নবচর্যাপদে ব-যুক্ত ভবিষ্যৎ যথেষ্ট পরিমাণে উদাহৃত নয়। চর্যায় বিরলপ্রযুক্ত পশ্চিমাঞ্চলভ 'হ'-যুক্ত ভবিষ্যৎও এখানে সংশয়িত।

(ক) ব-যুক্ত ভবিষ্যৎ :

ধরিবে ২৬, ঠিবো ৬ (ভরাড়ো না ঠিবো বোলই বাকে)।

(খ) হ-যুক্ত ভবিষ্যৎ : মানিহে (দাশ° মানো হে, মানহ) ১৮।

১০.৬.৫ যৌগিককাল (Compound Tense)

চর্যাপদ ও নবচর্যাপদে যৌগিক কালের উদাহরণ মেলে না। স্মরণীয়, যৌগিক কাল প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে।

১০.৭ গৌণ ক্রিয়াপর্যায় (Secondary Conjugation)

১০.৭.১ ভাব/কর্মবাচ্য (Passive Voice)

উৎপত্তি বিচারে পুরোনো বাঙলার কর্মবাচ্যের পদগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) প্রাত্যয়িক কর্মবাচ্য (Inflective Passive)—যা বর্তমান কালের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে উদাহৃত হয়েছে। অনুজ্ঞার্থ কর্মবাচ্যের (Passive Imperative) পদগুলিও এর মধ্যে পড়ে। এইজাতীয় উদাহরণ চর্যায় এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যথেষ্ট মেলে। পার্থক্যের মধ্যে নবচর্যার প্রাচীন পদগুলিতে -ইঅ বিকরণ-যুক্ত কর্মবাচ্যক প্রয়োগের পাশাপাশি -ইজ্জ বিকরণযুক্ত উদাহরণও যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু 'ইজ্জ' বিকরণযুক্ত প্রয়োগ চর্যায় একেবারেই মেলে না। স্মরণীয়, অবহট্‌ঠে দ্বিবিধ প্রবণতাই সহজলভ্য। (খ) কৃদন্ত কর্মবাচ্য (Participial Passive)—যা চর্যায় বহুল এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অল্পাধিক পরিমাণে অতীত ও ভবিষ্যৎকালে উদাহৃত হয়েছে। ল্-হীন সমস্ত অতীত কালের পদ এবং ল্-যুক্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিভক্তিহীন উত্তম ও প্রথম পুরুষের পদগুলি এর উদাহরণ। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তেমনি ব-যুক্ত সমস্ত পদগুলিও এর স্বাক্ষর। কিন্তু লক্ষণীয়, নবচর্যাপদে এই প্রাচীন-তার স্বাক্ষর রক্ষিত হয়নি। নবচর্যার কিছু অর্বাচীন পদে কর্মকর্তৃবাচ্যক প্রয়োগ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়, কর্মবাচ্যক ক্রিয়াগুলি কর্তৃবাচ্যের আকার ধারণ করেছে (তু. মোচই ৫৫ <মুচ্যতে ইত্যাদি)। (গ) যৌগিক কর্মবাচ্যের (Periphrastic Passive) নবীন আবির্ভাব চর্যাপদে সূচিত হলেও এখানে তা তেমনভাবে উদাহৃত হয়নি। যাইহোক, নিচে নবচর্যার ভাব/কর্মবাচ্যের উদাহরণ দেওয়া হলো—

(ক) প্রাত্যয়িক কর্মবাচ্য (Inflected Passive)

১. -ইজ্জ বিকরণযুক্ত (চর্যায় মেলে না):

বাজ্জই/বজ্জিঅই ২ (<বাদ্যতে), খাজ্জই ২ (<খাদ্যতে), পিজ্জই ২ (পীয়তে,) বজ্জিঅই ২ (বর্জ্যতে), নাসিজ্জই ৪ (নশ্যতে), ভাবিজ্জই ৪ (ভাব্যতে), সিজ্ঝই ১৩ (সিধ্যতে)।

২. -ইঅ বিকরণযুক্ত:

কিঅই ২ (<ক্রিয়তে), খাইঅই ২ (<খাদ্যতে), পণিঅই ২ (<প্রণীয়তে অথবা পশিঅই<প্রবিশ্যতে), লাইঅই ২ (<লভ্যতে), মুনিঅই ২ (<*মুন্যতে), চড়াবীঅই ২ (*চটাপ্যতে)।

৩. কর্মকর্তৃবাচ্য (-অই- <ইঅই) :

মোচই ৫৫ (<মুচ্যতে), সোইওই ২১/শোহিয়ে ৬২/শোহিএ ৩৬ (<শুভ্যতে), তুহ্ম গুণ পেখই ৫৮ (<প্রেক্ষ্যতে), ভণই রত্নবজ্রেন ৮৬ (ভণ্যতে), চাপই…মঅনে ৩০ (*চাপ্যতে)।

৪. অনুজ্ঞার্থ কর্মবাচ্য (Passive Imperative) :

কিজ্জৌ ১৭ (=ক্রিয়তাম্), সিঝাউ ৩ (সিধ্যতাম্), দিট্‌ঠীঅউ ? ৪ (দৃশ্যতাম্, অথবা দিট্‌ঠীঅ উ), ফরিঅউ ১৮, স্ফরিঅা উরে ৪২ (=স্ফরিআউ রে)।

(খ) যৌগিক কর্মবাচ্য (Periphrastic Passive) :

লেপ ন জায় ১ (=চ. ৪), কহথ…না জয় ১৭ (= কহব/কহন ন জায় ?)।

১০.৭.২ ণিজন্ত ক্রিয়া (Causative Verb)

১. কর্তৃবাচ্যক : নাচাঅই ১২ (*নৃত্যাপয়তি), বন্ধব ২৭ (=বান্ধবঅ< বন্ধয়থ) তু. বন্ধাবএ চ. ২২, বান্ধঅ চ.৩ ; কেমুর বাজান্তি ১৩।

২. কর্মবাচ্যক : চড়াবীঅই ২ (<*চটাপ্যতে)।

৩. কৃদন্ত পদ : কিয়াই ২৩ (<*কৃতাপিত), কিয়াউ ৪৫ (*কৃতাপিত), পুজ করইয়া ৫৫, চক্রে ফলইয়া ৫৫, সংচাপইআ ৪৪ (*চাপাপিত), গাবয়িয়া ৫০ (*গাপাপিত=গায়িত)।

১০.৭.৩ যৌগিক ক্রিয়া (Compound Verb)

১. বিশেষ্য+অসমাপিকা (তু. চর্যা : নিদ গেল, দিঢ় করিঅ ইত্যাদি) : করমি প্রবেশ ৭, একু করিআ ৯ (তু. চ. ৩৪), একু করইআ ১৩, গেল মহাসুখ ৪৫, বিনিমন্তণ করি ৭, বোলন লাগেল ১৬।

২. অসমাপিকা ক্রিয়া (-ই-)+সমাপিকা ক্রিয়া (তু. চর্যা : টুটি গেল, সড়ি পড়িঅ ি) : ফরি গেল ১৬, ফলি গেল ২৩, বন্দি রে (~বন্ধি, বধি) গেল ২৩, ছাড়ি গেল ১৬, ২৩, উদ্দি গেল ১০, উতোড়ি ধরি ২৮।

৩. অসমাপিকা ক্রিয়া (-উ)+সমাপিকা ক্রিয়া (ওড়িয়াসুলভ) : নেউ ধরন্তে ৬৩।

৪. বিশেষণ+সমাপিকা ক্রিয়া : আরূঢ় ভরন্তে ৬৫।

১০.৭.৪ অস্ত্যর্থক ক্রিয়া (Substantive Verb)

*অচ্ছ : আচ্ছন্তি ১৫, অচ্ছসি ৩, অচ্ছই ৭।

অস্ : না থি ১৭ (=নাস্তি), নহি ২৯।

ভূ : ভবই ২৩ (~ভরই), হোই * ।

বর্ত্ : বাটই ২।

বস্ : বসসি ন তাস্মা ১৭।

*রহ্ : মণিকুল রহিঅ ১২।

১০.৭.৫ নাম ধাতু (Denominative Verb)

বক্‌খানে ৫১ (* ব্যাখ্যানিত অথবা ব্যাখ্যানে), সঙ্কারিতু ৬২, দিট্‌ঠীঅউ ৪ (দৃষ্ট-), উদ্ধারি ১৫।

১০.৮ অসমাপিকা ক্রিয়া (Non-finite Verb)

(ক) সম্পন্ন বা ল্যবর্থ অসমাপিকা :

—ইঅ (তু. চর্যা : করিঅ, পুচ্ছিঅ, ধরিঅ ইত্যাদি) :

লোক নিমন্তিঅ ৩ (=*নিবর্ন্তিঅ=নিবর্ত্য), মণিকুল রহিঅ ১২, ভমিঅ ১৭, বিবজ্জিঅ ৪ (অথবা<বিবর্জিত ?)।

—ইআ (তু. চর্যা : করিআ, লইআ, মারিআ ইত্যাদি) :

পবন দুই ভেদিআ ৫, দাহিআ ৫ (অথবা< দাহিত=দগ্ধ ?), ভাবইআ ৫ (তু. চর্যা দেখইআ), সমরস করীয়া ৬, সহজসুন্দরী লইয়া ৮, সমরস কলিআ ৯ ("জানিয়া"<কলিত), এক্কু করিয়া ৯, চিঅ মিলইয়া ৯, গাঢ় ধরিআ ৯, অমিঅ লইয়া ৯, তারক লইয়া ১০, এক্কু করইআ ১৩, শিরে গত ধরিআ ১৩, হেরুঅ লইয়া ১৪ / লয়িয়া ৪৫/ লৈয়া ৪৪, খেলইআ ১৬, চন্দ্রসূর্য দুই ভেদিআ ৪০, ডোম্বি চণ্ডালি লইআ ২২, হাথেরি ধরিয়া ৪৫, লইআ ন ভোলা ২২।

—ই (তু. চর্যা : পুচ্ছি, চড়ি, পইসি ইত্যাদি) :

ভনি ভাবে ৬, বিনিমন্তণ করি অচ্ছই ৭, প্রসরি রে দহদিহ ১৩, প্রসারি ১৬, সর্বসত্ত্ব উদ্ধারি ১৫, ইথি মিলি ৩১।

—উ (ওড়িয়াসুলভ) : দৃঢ় করু চিআ ২৬ ("করিয়া" অথবা=দৃঢ়ীকৃত ?)।

(খ) বর্তমান বা শত্রর্থ অসমাপিকা :

—ন্তে/তে (তু. চর্যা : অচ্ছন্তে, চাহন্তে ইত্যাদি) :

তুন্দ বোরন্তে ২৩ (—বোলন্তে 'while wandering'), পেক্‌খন খেড় করন্তে ২, ডমরু বাজন্তেয়া অষ্ট যোগিনী মেলিয়া রে ৬৫ ("ডমরু বাজিতে লাগিলে অষ্ট যোগিনী মিলিত"), সবরী অনেহা বাজন্তেআ ১৪।

(গ) সাপেক্ষ ভূতার্থ অসমাপিকা

—অন্তে (তু. চর্যা : জাগন্তে সুষাড়ী ৫০) :

সিংহনাদ বাজিয়া ("বাজিল") রে ডমরু বাজন্তে ("বাজিলে") ৬৫, ···শোধন করিন্তে ("করিলে") / ডমরু ঘণ্টাধ্বনি বিরমানন্দে ৩৫ ।

—ইয়া (চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মেলে না) :

করুণা সহাব ত্রিভুবন ফরিয়া ("স্ফুরিত") ভাব অভাব ন হোইয়া ('হইলে') ২১, জলই বজ্রানল আহুতি দিএ ২৯ ("দিলে")।

(ঘ) ভাববচন ও তুমর্থ অসমাপিকা

—ব (তু. চর্যা : বোলবা জাএ, বাহবকে পারঅ) : ভবচক্র তারিবা ২৬, বোলই বাকে ৬ (=বোলইবা),·কহথ...না জয় ১৭ (=কহব ন জায় ?)।

—অন (তু. চর্যা : ধরণ না জাই ইত্যাদি) : বোলন লাগেল ১৬, পুজন হোই ৩১, কহথ...না জয় ১৭ (=কহন ন জায় ?)।

—ই (তু. চর্যা : রূপা থোই, অবসরি জাই ইত্যাদি) : ·বন্দি (~বন্ধি/ বধি) গেল ২৩, উদি গেল ১০ ।

১০.৯. সংখ্যাবাচক শব্দ (Numerals)

(ক) বিশুদ্ধ সংখ্যাশব্দ :

১ সর্ব একা ৫, একু ৫, ৯, ১০, ১১, ১৬, ৫০, এক ৫২, ৬৮, একে ৯ ; সমাসবদ্ধ পদে—একু রাআ ১৬, একভাবা ৮২, একরূপা ৬৪, একু করণে ১২ ইত্যাদি।

২ দুই ৫, ৯, ১০, ১৪, ৩০ ইত্যাদি, দুয়ি ৬৩।

৩ তিনি ১৬, ২৮, ২৯, ৪২, ৬৩, ত্রিনি (সংস্কৃতায়িত) ১৭, ২৪, ইত্যাদি।

৪ চউ ১৮, ২৯, ৪৬, চারি ১৫, ৩৮, ৪২, ৪৪, ৬৫, চারহ ২৮ (~বারহ), চতুর ৬।

৫ পংচ ১৭, পাচ ১৭ (?) ; সমাসবদ্ধপদে—পংচশির ১৭।

৬ থঅ (=থড় ?~ষড়) ১৩, তু. ছ- (ছত্রিংশ ১৩, ৪৩)।

৭ সাথ ৫২।

৮ আঠ ৪৪।

৯ নবরস ৭৮ (=তৎসম)।

১০ দশ ৪৭, ৬৫, ৭৭, দহ (দ্দিহ) ৫, ৬, ১৩, ১৮, ৩০।

৩৩ তেত্তিস ৬৬।

৩৬ ছত্রিংশ ১৬, ৪৩ (<প্রা ছত্তীস×ষট্‌ত্রিংশ-)।

৮৪ চৌরাশি ২৭।

১০০ শত ৩১ (তৎসম), লোক্ষ ১৬, কোটি ৩১ (তৎসম)।

(খ) ভগ্নাংশ সংখ্যাশব্দ :

৩½ আহুত ২৭ (=আহুট) (<*অর্ধতুর্থ, অর্ধতৃতীয়)।

⅓ ত্রিয় ৬০ (<ত্রিক)।

১০.১০. প্রত্যয় (Suffixes)

(ক) শত্রর্থ প্রত্যয় :

—অন্তে : (পেকৃথন খেড়) করন্তে ২, বাজন্তেআ ১৪, ৬৫ (দ্র. ১০.৮)।

(খ) নিষ্ঠার্থ প্রত্যয় :

—ইঅ : বিবজ্জিঅ ৪, ফেডিঅ ৪, নিশিয় ৩১ (নিশিত) (দ্র. ১০.৮)।

—(ই)আ : বিমুক্কা ১৮, বইঠা ২৯, ঠিআ ২, দাহিআ ৫, ধীয়া ৬ (<ধৃত), থিতিয়া ২১ (স্থিত), মণ্ডিয়া ২৩ (তু. বজ্রমণ্ডিত ৫০), ক্ষরিআ ৪০ (ক্ষরিত), মকুট কেশ করিআ ১৭, ফরিয়া ২১ (=স্ফুরিত), গাবয়িয়া ৫০, সংচাপইআ ৪৪ (দ্র. ১০.৬.৩ক)।

—ই : ধী ৩০ (<ধৃত), মোদি ১৫ (<মুদিত), ধারী ৯৩ (তু. ধারিত ৮৩, ৮৬)।

—ত, তা (স্ত্রী) [তৎসম] : করুণ কলিত ১১, বিআপিত ১৮, ৩৪, ৫০, জোড়িত ২০, জানিতা ২০, প্রাপিতা ২০, বিভূষিত ২৪, থাপিতা ৯৮, দৃষ্ট রে ২৬, নমিতা ৩৭, মণ্ডিতা ৫০, সোহিত ৫৫/সুশোহিঅ ৩৬ (শোভিত), রাজত/রায়ত ১৭ (তু. রাজিত ৬৩)।

—উ (<-(ই)ত) : কিয়াউ ৪৫, ধরু ৩৬ (ধৃত অথবা ধরঃ), দৃঢ় করু ২৬ (দৃঢ়ীকৃত), ইত্যাদি (দ্র. ১০. ৬. ৩/ক)।

(গ) বিবিধ প্রত্যয়

—অা (<-ক) [বিশেষ্য/বিশেষণরূপে] : গরুআ ১৭, কোলা ২৩ ('ক্রোড়স্থিত'), শূণ্ণআ ৬, রাআ ২৩, ভট্টারা ২৩, (ভট্টারক), বংশা ১০, চন্দ্রা ১০, পিঙ্গল কেশা, উন্মত্তবেশা ২২, শশিআ ৪২, ৯০।

—ইঅ (<-ইক) : শবরিঅ ৩, সাক্খিঅ ১০, ত্রিয় ৬০ (ত্রিক), মুত্তিয় ১৭ (মৌক্তিক)।

—ইআ (<-ইক) [বিশেষণ] : কুলিয়া ২১ (<কৌলিক), মকুট কেশিআ ২১ (<*কেশিক<-কেশিন্), থিত্তিয়া ২১ ('স্থিতিযুক্ত'), কালিয়া ২১, উমত্তিয়া ২১, জোইআ (বর) ১৫, ২৩ (যোগী), জ্ঞানেশ্বরিয়া ৪৮।

—ড়া (স্বার্থিক, অপভ্রংশসুলভ) : সভাবড়া ৩, চণ্ডড়া ৪ (=চন্দ্র), চকড়া ৪, হেরুকাড়া ৪৩।

—অন (ভাববচন) : বিনিমন্তণ ৭, পেক্খণ ২, বোলন ১৬, পুজন ৩১, বিনাশন ১১ ইত্যাদি।

—ই : বন্ধি ২৯ (=বান্ধ-? তু. চ ১)।

—রিআ (=লিআ) : একারিয়া ২১।

—ক (স্বার্থিক) [তৎসম] : পূজিক ৪২ (=পূজক), স্বরূপক ৫০, কূর্মলক ৫২, করুণক (দেবী) ৬৭ (৬ষ্ঠীর -ক ?) রংগনক নেউর ৬৩।

১০.১১. অব্যয় (Indeclinables)

না ১২ (<নাম), রে, হারো ১২ (=হালো), হলে ২, না/ন (নিষেধার্থক) (তু. কিঅই ন রোলা ২, উহমি ন দীস ৩), হো ২ / ভরতি হো ৭৭, মা (অনুজ্ঞায়) [তু. মা হোহি ৭)], তে হে ২৪ (<তৎ>তা>তে, সাদৃশ্যে)।

১১.০ বাক্যরীতি (Syntax)

১১.১ সমাস (Compound)

১. সমাস-দৈর্ঘ্য :

অবহট্‌ঠ অথবা প্রাচীন নব চর্যাপদগুলিতে সমাসের দৈর্ঘ্য যথাসম্ভব হ্রস্ব। সমস্যমান পদগুলির সংখ্যা দুই বা তিনের অধিক নয়। এগুলিও অনেক সময় তদ্ভব এবং তৎসম শব্দের সমবায়ে গঠিত। কিন্তু অর্বাচীন পদে সমাসবন্ধন দীর্ঘ। সমস্যমান পদগুলিও নিরংকুশভাবে তৎসম শব্দ-আশ্রিত। প্রাচীন নবচর্যার কয়েকটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন—শুদ্ধাশুদ্ধ ২, মহাসুহজোএ ৩, সুরঅপহু ৩, পরমপহু, পড়িবিম্ব সহাবতা ৪, ইন্দিবিষয় ৫, কাঅ-বাক-চিঅ ৬, ৯, বিবিহ বিকল্প বিনাশন রোধে ১১-ইত্যাদি।

অর্বাচীন নবচর্যার উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (দ্র. ৩।৩।৩)। আরও কয়েকটি উদাহরণ : অনুপম সুখরসমগ্নসুচিত্তা ৩৯, অথয় নিরঞ্জন জ্যোতিস্বরূপা ৬৪, বজ্রমালাভরণবিভূষিতা ৯১, সর্বদেবাসুরচরণ বন্দিত, শ্রীহেরুব চরণপ্রসাদে ৪৫, তত্ত্বজ্ঞানচক্রং ৮৭, নানা রত্নহার নৌপুরা কাঞ্চিমেখলা ভূষিত দেহা ৯৪ ইত্যাদি।

২. অসংলগ্ন সমাস (Loose Compound) এবং সমস্ত পদগুলির স্থান বিপর্যয় :
ভূষিঅ ষড়মুদ্রা ৪৩ (=ষড়মুদ্রাভূষিত), রাঅ চীঅা দেবী ২০ (=চিত্তরাজ), বজ্র ষোড়শ দেবী ১৬ (=বজ্রদেবী), মেখলা পায়ল (<পদতল) ধারী ৪০ (=পায়ল মেখলাধারী) তু. পায়ল বাসুকি নাগরাজা ৬৬, পায়ল নৌপুর ৬৭ ; রক্ত নয়ন তিনি ৭১ (=ত্রিনয়ন) তু. রক্ত বর্তুল ত্রিনি নয়না ৮৩, দহিন বজ্রপানি বাম কমলপানি ৭০ (=বজ্র দহিনপানি…), রক্ষকবীরা ৮৩ (=বীররক্ষকা) ; মেরুমণ্ডল ভবলীনা ২০, ২৩ (=ভবমেরুমণ্ডল লীনা), রাগ বিরাগ দুই মাঝে নিবয়ে ৩০।

৩. অনন্বিত (Parenthetic) সমাস (অনন্বিত পদ বন্ধনীভুক্ত) :
চউ [ব্রহ্ম] বদনা ৪৯, কায়াবাক চিত্ত [হেরুও] নিরাশা ২২, কুঞ্চিত [খট্টাঙ্গবর] মকুটকেশা ২৪, পদ্ম [গুহ্য] মণ্ডল ৮৭, ফেড মহি [মোর] শালা ২৩ (=ফেড মোর মোহজালা), জিন [গুণ] বয়নে, ৩৪, দ্বাদল দেবী একভাবা [নমামি] শ্রীচক্রসম্বরা ৮২ (=দ্বাদলদেবীচক্রসম্বরা একীভূত), বিঘ্ন [মার দুষ্ট দর্প] বিনাশিনী ৭৯, তু. দুষ্ট মার বিঘ্নবিনাশনী ৭১।

৪. লুপ্তপদ (Elliptical) সমাস (লুপ্তপদ বন্ধনীভুক্ত) :

করোটি খর্পর [হাতে] গ্রীবে রুদ্র নরশির মালা ২৪, অনেক মূরতিধারী ৬০।৮ (পাঠান্তর এবং নচ ৬০/৩ মূরুতিরূপধারী), দহিন [হাতে] করোটিধারী ১৫, সতগুরু চরণ শিরে [গত] ধরিয়া ৮২ তু. সতগুরু চরণ শিরে গত ধরিয়া ১৩ ('গত' সম্ভবত সংস্কৃত প্রভাবের ফল, তু. শিরেধৃত ১৬)।

৫. দূরান্বয় এবং অসমস্তমান পদের সমাস :
কুসুম উদক মুকুটাশনি কমলা ৭৩ (=কমলাসনে), অচিন্তালয় বোধা ৫ ("আলয়ের বোধ অচিন্ত্য"), নরশির মালা গ্রীবে শোভা ব্যাঘ্রচর্ম কটিভূষিত নয়না ৮৩ (=গ্রীবে নরশিরমালা ব্যাঘ্রচর্মে কটিভূষিত শোভিত নয়না), বজ্র খড়্গ শর দহিন করধারী ৬০।৭ (=দহিন করে বজ্র…ধারী) তু. বামে ঘন্টোৎপল চাপধারী ৬০।৭, [চক্রিশিরে কর্ণে কুণ্ডল কণ্ঠে কণ্ঠশোভা ।। হাথে রোচক কটিয়ে মেখল চরণে নৌপুর] ভূষণী ৬৩, করোটি মুণ্ডমালা হাথে ধারী ৯৩ (=হাথে মুণ্ডমালাধারী), সুরনরবন্দিত চরণধরু ৫৮ (<ধরঃ)।

১১.২ পদক্রম (Word order)

নবচর্যার লিঙ্গধারণা সম্পর্কে পূর্বেই বলেছি (দ্রঃ ১০.২/৬), বহু পদে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সাক্ষাৎ বিশেষণের ক্ষেত্রে লিঙ্গান্তর বিধি প্রযোজ্য হয় নি, যেমন, বিশ্ববিয়াপিত (=ব্যাপিতা) তারুণী মাতা ৯৮ ; এবং বলা বাহুল্য তা বাঙলা ভাষার নিজস্ব রীতি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত অর্বাচীন পদগুলিতে লিঙ্গানুশাসন মেনে চলা হয়েছে, যা বস্তুত সংস্কৃত রীতির অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, যেমন—সর্ববিকল্প বিধ্বংসনী দেবী ৪০ ঋদ্ধি সিদ্ধিদায়নী জগতজননী ৭১, ৮৬, পঞ্চজ্ঞানস্বরূপা চতুর্দেবী ৭৮, জিনজ্ঞানদায়নী বীরেশ্বরী ৫৬ ইত্যাদি। তবে লক্ষণীয় হলো, এইজাতীয় স্ত্রীলিঙ্গ পদগুলি বিধেয় বিশেষণ রূপেই প্রযুক্ত হয়েছে অধিক, যথা—ডাকিনী দেবী সিংহবক্ত্রা অতিভীষণা…উগ্ররূপী ৯৩, যামিনী দেবী নীলবদনী, মোহিনী দেবী শ্বেতবর্ণাভা, চণ্ডিকা দেবী ধূম্রবর্ণাঙ্গী ইত্যাদি ৭১, দেবী…অতিসুন্দরা ৮২, নমো দেবী বিদ্যাধরী ত্রিদশালয় ব্যাপিতা ৮৬, নমামি শ্রীবাগীশ্বরী সকল মুনিহৃদয়া ৩৪, শ্রীবিদ্যাধরী দেবী সুরনরবন্দিতা ৯৬ ইত্যাদি।

কারকের ক্ষেত্রে নবচর্যায় মুখ্য ও গৌণ কর্মের পার্থক্য বজায় আছে। বলাবাহুল্য, এ বৈশিষ্ট্য প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর। লক্ষণীয়, অনুসর্গীয় বিভক্তিগুলির মধ্যে -ক/-কে, -রে/রে˚ চর্যার কর্মকারকে মেলে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তা সর্বপ্রথম কর্মে প্রসারিত

হয়েছে। নবচর্যাতেও কিন্তু-ক/কে এবং -রে বিভক্তির প্রয়োগ চর্যার মতো কর্মকারকে মেলে না (দ্র. ১০.৪.১)। অধিকরণে -রে বিভক্তির প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে না মিললেও এখানে মেলে। চর্যাপদে তা বিরল প্রয়োগ হলেও (তু. চান্দরে চান্দকান্তি চ. ৩১) ওড়িয়াতে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখে বোঝা যায়, এই প্রবণতাটি প্রাচীন। অনুসর্গীয় -ত বিভক্তির সীমিত প্রয়োগও প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর। মূলে ৭মীজাত এই বিভক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চর্যার মতো এখানে অধিকরণে প্রযুক্ত হলেও করণ ও অপাদানে এর সম্প্রসারণ ঘটে নি, যেমনটি ঘটেছে চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে।

বাক্যে একাধিক সমানাধিকরণ (Appositional) পদ থাকলে শুধু শেষ পদেই বিভক্তি-প্রয়োগ (Group Inflexion) রীতির সূত্রপাত দেখা যায় অবহট্‌ঠে (যেমন, কাঅবাকমণু)। নবচর্যাপদে এমন গুচ্ছ বিভক্তি বা প্রত্যয়ের প্রয়োগ একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, যেমন—

সন্ধি : বিরমা সহজা চতুরানন্দ ২০।

লিঙ্গ : নীল পীত লোহিত শ্যাম শুক্লা ১২, জটামুকুট বজ্রমণ্ডিত (=মণ্ডিতা) ষড়ভূষণা ৯১, সকল দেবগণ বন্দিত চরণা ৮৪।

বিভক্তি : ৭উ ভব (=ভবে) ৭উ নিব্বাণে ৪, নানা রত্নহার নৌপুরা কাঙ্কি-মেখলা ভূষিত দেহা ৯৪, বজ্রঘন্ট মুদ্রাধরু ৩৬ (<ধরঃ) কুসুম বিলেপন দেহধরু ৫৮।

নামপদে -এ বিভক্তি সংযোগে ভাবে ৭মীর অর্থ পরিস্ফুট হয়েছে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন—দিঢ় থিরে চিআ ৫ (=চিত্ত স্থির হলে), তুহ্ম সুমরণ মোক্ষ পদাতা ৭০ (=স্মরণ করা হলে / স্মরণে তুমি মোক্ষপ্রদাতা), হাড়মালা আভরণে ১৭ (হাড়ের মালা আভরণ হলে), জলই বজ্রনল আহুতি দিএ ২৯ (=আহুতি দেওয়ায়/দিলে—প্রদত্তে)।

সর্বনামের ক্ষেত্রে নবচর্যার প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য হলো, চর্যাপদের মতো এখানেও সাধারণ নির্দেশক স/সো জাতীয় পদ কখনও প্রথমপুরুষ সর্বনাম হিসেবে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়নি, তা ব্যবহৃত হয়েছে নির্ধারক (Deictic) সর্বনামরূপে (দ্র. ১০.৫.৩), যেমন—তুহ্ম সে এ কালি ৫২, সে তুহ্ম ৫২, এহু সো ৪, প্রভুস হেরুব ৪৫ (=প্রভু স), কহ্মনে রূপে ১১।

নবচর্যাপদের পদক্রমে রূপসামঞ্জস্য (Agreement) একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ—

(ক) কারক অনুষঙ্গ :

ফলহু ফুলহু (=ফুলহি) ১১, অতিএ সহাবে ১৬ (=অতীত স্বভাবে), সহাবে রুবে ১৮, রাগ বিরাগ দুই মাঝে নিষণ্ণে ৩০, সবহি পাএ ২৯, মনসা পূর্ণে ১৪, দ্বন্দ্বা আলিঙ্গনা, জ্ঞানেশ্বরী আলিঙ্গনা ৩০, তোরা দেহা ৩১, মোরা শরণা ৮৫, ভব বিন্দুর সিন্ধুর তরণং ৯৪।

(খ) বিশেষ্যের বিভক্তি বিশেষণ বা সর্বনাম-বিশেষণে স্থানান্তরিত (shift) :

নাভি তোরে ১৭ (=তোর নাভিতে), বজ্রবারাহি গাঢ়ে আলিঙ্গন ৫১ (=গাঢ় আলিঙ্গনে), কঅনে রূপ লোকে ১১ (=কোন্ রূপে লোকেশ্বর), কঅনে রূপ বুদ্ধ ১১ (=কোন্‌রূপে বুদ্ধ); দিঢ় থিরে চিঅ ৫ (=দৃঢ় স্থির চিত্তে), জননীদেবী বিরহিত ভাব অভাবা ৪০ (=ভাবাভাব-বিরহিতা)।

(গ) লিঙ্গ সৌষম্য :

চিঅ বজ্রাসনি দেবী ২৭ (=বজ্রাসনা), ঘস্‌মরি ঘোরি (=ঘোরা) চৌরি বেতালি ১৪, বজ্রি ঘোরি চণ্ডালি বেতালি ১৪, ৪৮, ৫৫, ডমরু বাজন্তেরা (স্ত্রীলিঙ্গ) অষ্ট জোগিনী ৬৫, মেরি সিদ্ধিয়া ৬৫ দ্বন্দ্বা আলিঙ্গনা ৩০, বন্ধুরি বালা ৪৫ (<বন্ধুক-বলয়)। সর্বনাম-বিশেষণের ক্ষেত্রেও এই লিঙ্গ সৌষম্য দেখা যায় (দ্র. ১০.৫.১/২)।

ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রে নবচর্যাপদের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, -ই (অ) যুক্ত কৃদন্ত অতীত ও অসমাপিকার পার্থক্য স্পষ্ট নয়। কারণ উভয় পদই -(ই)ত যুক্ত নিষ্ঠান্ত ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভূত। বৈশিষ্ট্যটি অবশ্যই প্রাচীনত্বের সূচক। এই দ্বিবিধ পদগঠনের পার্থক্য বোঝা যায় উভয়ের প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য দেখে। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে (দ্র. ১০. ৬. ৩)। একই বাক্যে -ই(অ) যুক্ত পদ এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়াপদ থাকলে প্রথমটি যে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ হবে, তার উদাহরণও পূর্বে দেওয়া হয়েছে। আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যথা—সর্বাক্রান্ত মহাসুহ ক্ষরিঅ (=ক্ষরিত, বিধেয় বিশেষণ) চউ আনন্দ দেহা ॥ ত্রিভুবন ফরই মহাসুঅ রাআ চন্দ্র সূর্য দুই ভেদিঅ ৪০ (অসমাপিকা), জলই বজ্রানল দহদিহ দাহিঅ ৫, সহজসুন্দরী লইয়া জিনউর পইসে ৮, হেরুঅ লইআ ॥...জোইনী পইসে ১৪, ভুংজহ...সমরস কলিআ ৯, একে ধাবই অমিঅ লইআ ॥ আবরে পানি গাঢ় ধরিআ ৯, অনুপম বাজি রে তারক লইআ ১০, ভনি ভাবে ৬, বিনিমন্তণ করি অচ্ছই ৭ ইত্যাদি।

নবচর্যাপদের রূপতত্ত্বে 'রে' রূপমূলের (Morpheme) প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য আছে। নবচর্যাপদে করণ ও অধিকরণ কারকে -'রে' বিভক্তির প্রয়োগ স্পষ্ট (দ্র. ১০.৪)। অতীত কালের বিভক্তি হিসেবে -রে অনেকসময় -লে বিভক্তির প্রতি-নিধিস্থানীয় (দ্র. ১০.৬.৩)। অব্যয় হিসেবে চরণান্তে 'রে' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছন্দের মিলজনিত (যেমন, ৪২, ৬৫ সংখ্যক নবচর্যায়)। সমগ্র নবচর্যাপদে কমপক্ষে ৫০ বার 'রে' অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (৪২ সংখ্যক এবং ৬৫ সংখ্যক নবচর্যায় যথাক্রমে ১৫ এবং ৮ বার)। কিন্তু চরণের মধ্যে নামপদের পরে এর ব্যবহার বিরল বললেই চলে যেমন—মায়া রে ১৮, বিসময় রে ২১ হম বিরাহি রে ২৩, দানপতিরে ৪২, সারীরে গীতি উভজারি রে ৬৬। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার ক্রিয়াপদের, বিশেষত কৃদন্ত ক্রিয়াপদের পরে (কমপক্ষে ২০ বার)। বর্তমানকালের ক্রিয়াপদের পরে 'রে' অব্যয়ের ব্যবহার তুলনামূলক ভাবে কম, যেমন, নাচৈ রে ৩৮, হোই রে ২১, ভুঞ্জই রে ৬১; অনুজ্ঞায় স্ফরিঅউ রে ১৮, স্ফরিআ উরে ৪২,পেখুরে ৫। 'রে' যুক্ত কৃদন্ত ক্রিয়ার উদাহরণ পূর্বেই উপস্থাপিত হয়েছে (দ্র. ১০.৬.৩ ক)। আরও কয়েকটি উদাহরণ : সাধি রে ২০ (সাধিত), পুজি রে ৬৬ (=পূজিত), সিংহনাদে বাজিয়া রে ৭৭. কিয়াই রে ২৩ (<*কৃতাপিত), ছাড়ি রে ২৬, ২৭ / ছাড়ি রে ১৫, ২০ ইত্যাদি।

নবচর্যাপদের পদক্রমে অনেক সময় সংযোজক পদের (Copula) অভাব পরিলক্ষিত হয়, যেমন—হউ চণ্ডালী ৩, ত্রিভুবন তুহ্ম একু রাআ ১৬, তুহ্ম দেবী বলিরায় ত্রিভুবন বীরা ৩৫, ণ তহি॑ পুন্ন ণ পাব ৪, এ মহিমণ্ডল মেরু সমুদ্রা ৫, বজ্র জোইণী হেরুব রাআ ৩২।

দ্বিমুখী সম্বন্ধযুক্ত (Amphitaxis) 'ন' অব্যয়ের ব্যবহার চর্যাপদের মতই সুলভ, যেমন—আলিন কালিয়া ২১ (=আলি ন কালিয়া), অভাব ন ভাবে ১৫, থিরি থির ন হোই ২১।

পদগঠনের ক্ষেত্রে নবচর্যাপদের একটি অভিনবত্ব হলো এই যে অনেকসময় নামপদকে বিশেষরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন—কুহুম বিলেপন (=বিলেপিত) দেহধরু ৫৮ (=দেহধরঃ), বাগীশ্বরী সঅল মুনিন্দ্রবয়া ৩৪, সহজসুন্দরী মোর কোলা ২৩ (=ক্রোড়স্থিতা), উর্দ্ধ দেষ (=দেশ) নাড়ী রুধিয়া প্রবেশা ৪১ (=প্রবিষ্টা), শোভাব্যাঘ্রচর্ম কটিভূষিত নয়না ৮৩ (=শোভিতনয়না), অষ্টনাগ আভরণ সুশোভা ৮৩ (=সুশোভিতা), বজ্রবারাহি আলিঙ্গন সম্বর ৪৫ (=আলিঙ্গিত), বজ্রবারাহি কণ্ঠে আলিঙ্গনা ৪৭ (=আলিঙ্গিতা), বজ্রবারাহি আলিঙ্গন অদ্বয় ৪৩

(=আলিঙ্গিত), ধন্দা আলিঙ্গনা ৩০, জ্ঞানেশ্বরী আলিঙ্গনা ৩০, হাথে লোচক বিভূষিণী ৮৮।৩ (=বিভূষিতা ৮৮।৭), দেহি বিরাসা ৪১ ("দেহে বিলাসিত"), উভও পকাশিন ৭০ (<উর্ধ্বতঃ প্রকাশেন=প্রকাশিত)।

নবচর্যার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ, উদাহরণস্বরূপ—

নামপদ : সম্বর সম্বর ৩১, অমিএ অমিএ ৮, জম্ম জম্ম ৮, ২৫, জুগে জুগে ৪৫, জন্ম জন্ম ৭০, হেরুও হেরুও ২২।

বিশেষণ : এ সংসার অসারা অসারা ২৬।

ক্রিয়া : নমামি নমামি ৩৪, ১৬ ১৯, কুরু কুরু, মর্দ মর্দ, এহি এহি, ধারয় ধারয় ৩৩।

সংখ্যাশব্দ : ত্রিনি ত্রিনি ৪৮, অষ্ট অষ্ট ১১, চতুর চতুর ১৪।

সর্বনাম : তাহ্ন তাহ্ন ১২, জাহ্ন জাহ্ন ১২।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ : কিলি কিলি রাবা ৪৯, অট্টাট্ট হাসা ৪৯।

অব্যয় : রে রে রে মোর ২৩, উ উ উকার ৩১, হারো হারো ১২।

বাক্য : নমোস্তু নমোস্তু ৭৫।[২৯]

পাদটীকা

১ কিন্তু এই পাঁচটি দোহার অখণ্ড সংকলন প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় পূর্বেই প্রকাশ করেছিলেন (সংকীর্ণ দোহাসংগ্রহ, JDL / Journal of the Department of Letters, C. U. Vol. 28, Year 1935)। রাহুল সাংকৃত্যায়ন (দোহাকোশ, ১৯৫৪) এবং বাগচীর পাঠে অবশ্য পার্থক্য আছে। দোহাগুলি 'ক্রিয়াসমুচ্চয়' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে ব'লে বাগচী উল্লেখ করেন। বিচ্ছিন্নভাবে পদগুলি 'সাধনমালা' (ed. B. Bhattacharya, GOS) এবং চর্যাপদের (ed. শাস্ত্রী) টীকায়ও উদ্ধৃত হয়েছে।

২ P. C. Bagchi : JDL, Vol. 28, Yr. 1938 (সংকীর্ণ দোহাসংগ্রহ, দোহা ৯ এবং ৭) ; Also Bagchi : Dohākoṣa, Calcutta Sanskrit Series 25c.

৩ D. L. Snellgrove HvT/ The Hevajra Tantra—A Critical Study Part I (Introduction & Translation), Part II (Sanskrit & Tibetan Texts with commentary of Yogaratnamālā), 1959, OUP.

৪ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ৪র্থ সংস্করণ, বাং ১৩৫৬ পৃ. ১৩ (মুখবন্ধ)।

৫ তু. 'বজ্রকন্যা' ('প্রজ্ঞা প্রবেশয়েৎ তত্র বজ্রকন্যামথস্তপাৎ' : ডাকার্ণব, ২য় পটল), সম্পাদিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ইং ১৯১৬ (বাং ১৩২৩)।

৬ প্রবোধচন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ('বিশ্বভারতী), পৃ. ১০।

৭ 'Guhya-Samāja-Tantra' (G. O. S No. 53), ed. Benoytosh Bhattacharya ; Also B. Bhattacharya : Tantrika Culture among the Buddhists", Cultural Heritage of India, Vol. IV.

৮ তন্ত্রযানী বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কে দ্র. S. B. Dasgupta : "Obscure Religious Cults" 1946, reprint 1976 , এবং "An Introduction to Tantric Buddhism", 1950, reprint 1958.

৯ P. C. Bagchi : "Studies in the Tantras," ; Also "Evolution of the Tantras", Cultural Heritage of India, Vol. IV.

১০ লক্ষণীয়, চর্যাপদের মতো নবচর্যাপদেও 'ললনা-রসনা'র উল্লেখ নেই, যদিও তার উল্লেখ হেবজ্রতন্ত্র এবং অন্যত্র পাওয়া যায়।

১১ স্নেলগ্রোভ্-এর মতে 'হেবজ্রতন্ত্র' রচিত হয়েছিল অষ্টম শতকের শেষভাগে (HvT, Vol I p. 14)। এই হিসেবে নবচর্যায় উল্লিখিত তিনটি পদ (৯৮, ২, ৩, ১৯) আরও প্রাচীন (অর্থাৎ ৮ম শতক) ব'লে মনে হয়।

১২ বজ্রধরের ১০৮টি নামের মধ্যে অন্যতম 'হেবজ্র' ('তত্ত্বসংগ্রহতন্ত্র' : শান্তরক্ষিত)। স্নেলগ্রোভ তিব্বতী-অনুবাদের সাহায্য নিয়ে এর ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন 'হে বজ্র' ('an invocation of the final truth') HvT Part I p. 10 fn.
'হেতুবজ্র' নামটি সম্ভবত হেবজ্রতন্ত্রে মেলে না, কিন্তু ডাকার্ণবে মেলে।

১৩ "The *Hevajra-tantra* belongs to the Vajra-family, of which Akṣobhya or one of his wrathful manifestations, Hevajra, Heruka or Śamvara is the head" (HvT I p. 30).

১৪ 'হেরুক' শব্দের পারিভাষিক অর্থ হেবজ্রতন্ত্রে উল্লিখিত (১.৭.২৭) ; স্নেলগ্রোভ্ অনুবাদ করেছেন এইভাবে : Śri implies monistic knowledge ; HE the voidness of causality ; RU the end of discriminating thouhgt ; KA its indeterminability (HvT I p. 72)। 'হেরুক' শব্দটি চর্যাতেও মেলে (চ. ১৭, ২৩)। সুকুমার সেনের মতে এর ব্যুৎপত্তি *ভেরুক = ভৈরব (চর্যাগীতিকোষ ৩য় সং, ১৯৭৩, পৃ. ২৮৮)।

১৫ বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে দ্র. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্তসাহিত্য ; বিনয়তোষ ভট্টাচার্য : বৌদ্ধধর্মের দেবদেবী (বিশ্বভারতী)।

১৬ Snellgrove : HvT, I p. 137, 44.

১৭ Snellgrove : HvT I p. 135.

১৮ 'ভগবন্ প্রিয়া সমাখ্যাতা সপ্তবিংশতি যোগিনী' (১ম পটল, ডাকার্ণব, সম্পাদিত শাস্ত্রী)।

১৯ "Samvara has a special technical use in the sense of the union within the *yogin's* body, the 'internal maṇḍala' ; তিব্বতী অনুবাদ অনুযায়ী এর অর্থ 'supreme bliss' (Snellgrove : HvT p. 138).

২০ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী : চর্যাগীতির ভূমিকা (বাং ১৩৮২), পৃ. ২২৯-৩০।

২১ তদেব, পৃ. ২৩১।

২২ তদেব, পৃ, ২৮৮-৯১ ; সেন ; চর্যাগীতিপদাবলী, ১৯৭৩, পৃ, ১৫-১৭ ; Snellgrove : HvT I pp. 13-14 (fn. 4) ; Shahidullah : Les chants Mystiques, Paris, 1928, pp. 24-29 ; Sāṅkrityāyan : Recherches Bouddhiques, L'origine Du Vajrayāna des 84 Siddhas, Journal Asiatiques (Paris) 225 (1934) pp. 209-30.

২৩ R. L. Turner : A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages (London, 1966) p. 199.

২৪ *ibid* p. 681.

২৫ আভিধানিক অর্থ : A particular attitude in shooting, the right knee being advanced and the left retracted (Apte).

২৬ ডাকার্ণবের রচনাকাল সম্পর্কে দ্র, G. V. Tagare : Historical Grammar of Apabhraṃśa (Poona, 1948), p. 20.

২৭ এইজাতীয় হ-শ্রুতি অবহট্‌ঠেও আছে (তু. দীবহো, পবণহো : কাহ্নের দোহাকোষ, দোহা ২২, ২৩)। শহীদুল্লাহ্ এবং Tagare এগুলিকে হ-শ্রুতি বলেই মনে করেন (Shahidullah : Les Chants Mystiques p. 38 ; Tagare : HGA p. 110) সুতরাং 'বুদ্ধহু' পাঠ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২৮ P. C. Majumdar : A Historical Phonology of Oṛiyā (Calcutta, 1970) p. 141.

২৯ এই প্রবন্ধ রচনাকালে যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছি আমার শিক্ষক স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর অসমাপ্ত এবং অপ্রকাশিত নবচর্যার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার খসড়া থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ড. তুষারকান্তি মহাপাত্র নিরন্তর উৎসাহ প্রদানে এবং উপাদানসংগ্রহে যে সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্য তাঁদের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

শ্রী পরেশচন্দ্র মজুমদার

নেপালে নবাবিষ্কৃত চর্যাপদ

বর্তমানকালে নেপালে বজ্রাচার্যেরা চচাগান করে থাকেন। এঁরা বজ্রযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পুরোহিত। এঁরা যে-সব হাতে লেখা পুঁথি ব্যবহার করেন, সেগুলিকে পুরোহিত-দর্পণ বলা যায়। বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের প্রায়-বিলুপ্তি ঘটেছে। বৌদ্ধধর্মের ছিঁটে-ফোঁটা এই সব গানে পাওয়া যায়। এই পুরোহিতেরা পূজানুষ্ঠানে নৃত্যসহযোগে গান করে থাকেন। এই গানকে বলে চচা গান অর্থাৎ চর্যা গান।

আমি কয়েক মাস আগে নেপালে যাই। এই বজ্রাচার্যেরা বাইরের লোকের কাছে চচা গান করেন না, চচাগানের পুঁথিও দেখাতে চান না। তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে দু-একজনের বিশ্বাস উৎপাদন করে আমি এই পুঁথি দেখতে পেয়েছি। তাও দিনের বেলা নয়, রাত্রে। প্রদীপের আলোয় এইসব পুঁথি আমাকে গোপনে দেখতে হয়েছে। কারণ বিদেশীর কাছে এই সব পুঁথি দেখাতে বজ্রাচার্যেরা সাহস পান না। যে-সব পুঁথি দেখেছি, সেগুলি অর্বাচীন। নেওয়ারী-অক্ষরে লেখা। দুয়েকটি ক্ষুদ্রাকার পুঁথি এনেছি। এই সব পুঁথির পাঠ অতিশয় বিকৃত। নেওয়ারী ও নাগরী হরফের সংমিশ্রণ রয়েছে এই সব পুঁথিতে। ভ, ত, ঋ—পুরনো নেওয়ারী-হরফে লেখা, আবার ব, প, ফ—নাগরী হরফে লেখা। এদের পাঠ যে কী পরিমাণে বিকৃত তার উদাহরণ দিই

লুইপার শিষ্য দ্বারিকপার গীত :

কৌই রে বংসা বাজিরে বীণা।
অনুহত সর্বদেব ত্রিভুবন রীনা॥

এর শুদ্ধ পাঠ হবে : ফোই রে বংশা বাদিরে বীণা। অনাহত শবদে ত্রিভুবন লীনা॥ এইসব পুঁথিতে 'চন্দ্র' হয়েছে 'চণ্ড'। 'তিঅড্ডা' হয়েছে 'তিহন্দা'। ত-বর্গ, ট-বর্গ, র, ল ব্যবহারে অতিশয় গোলযোগ লক্ষ্য করা যায়।

আমি ২৫০টি গান পেয়েছি। অধিকাংশই অর্বাচীন। পুনরাবৃত্তি

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি। এই নিবন্ধের শেষে অন্য তথ্য দেওয়া হইয়াছে।

বাদ দিয়ে বাছাই করে ১০০ গান এনেছি। ২০টি পুঁথি দেখেছি।

বাছাই করা ১০০টি পদকে আমি তিন ভাগে ভাগ করেছি।

১. প্রাচীনতম ১৯টি পদ, চর্যাপদের কালে রচিত।

২. মধ্যবর্তী স্তরের ৪৫টি পদ, চর্যাপদের প্রভাবে খৃঃ ১২ থেকে ১৬ শতকে রচিত।

৩. পরবর্তী স্তরের ৩৬টি পদ, নেপালে রচিত অর্বাচীন পদ।

স্পষ্টই বোঝা যায় 'চর্যা' হয়েছে 'চচা'। চর্যাগানকেই এই বজ্রাচার্যেরা 'চচাগান' বলেন।

চর্যাপদ ও দোহাকোষ সম্পর্কে আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন আলোচনা করেছেন। তাঁদের গবেষণার ফলে যে-সব তথ্য ও তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত, আমি নেপালে তাদের সমর্থন পেয়েছি। সরহপাদের পাঁচটি পদ মিলে একটি দশ চরণের দোহার উল্লেখ রাহুল সাংকৃত্যায়ন করেছেন। সে পদ আমি দেখেছি।

হেবজ্র-তন্ত্র-ধৃত পদ বা বজ্রগীতি অধুনা নেপালে 'কোলাই গান' নামে পরিচিত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগৃহীত 'চর্যাপদ' বাছাই-করা পঞ্চাশটি পদের সংকলন বলে আমার মনে হয়েছে। পদগুলি ত্রুটিহীন—কি ছন্দে, কি ভাবে, কি বক্তব্যে। মনে হয়, এগুলি অসংখ্য চর্যাগানের মধ্যমণি। শাস্ত্রীমহাশয় মুনিদত্তের ভাষ্য-সংবলিত যে-সব পদ ও দোহা পেয়েছিলেন, তা নির্বাচিত উৎকৃষ্ট পদ। তা থেকে মনে হয়, আরো অসংখ্য পদ লেখা হয়েছিল। আমার মনে হয়, দ্বাদশ শতকের পরেও চর্যাপদ রচিত হয়েছিল। উল্লিখিত তিনজন মনীষী আবিষ্কৃত ও আলোচিত পদ ছাড়া আরো নূতন পদ নিশ্চয়ই আছে।

আমার এই ধারণার সমর্থন পেলাম নেপালে। তিনটি নূতন পদ আমার সংগ্রহে আছে।

১. সুগত-ভণিতাযুক্ত পদ—

এ মহীমণ্ডল মেরু সমুদ্রা
ধন জন জোবন উদবিন্দু চন্দ্রা
পেখুরে অনুদিন লোঅনে গঅনে

ফুল্ল পরিহাসই জিনহঁণ রঅনে
স্কন্ধে ধারী ইন্দি বিষয় সব্ব একা
সমুদ্র তরঙ্গ জীমু একু অনেকা
পবন দুই ভেদিয়া দৃঢ় থিরে চিঅা
জ্বলই বজ্রানল দহ দিহ দাহিঅা
সুগত ভেদ ভাবইঅা ন হোই রে শোধা
সুগত ভণই অচিন্ত্যালয় বোধা ॥ (৫)

২. মচ্ছীন্দ্র-ভণিতাযুক্ত পদ—
পহু মৈত্রী ভুবি বজ্র অহোমা শুন্ন সহাব
তব্ধু বিঅ এহি নিতি সব্ব সত্বহি তোঅ ॥
ইত্যাদি—(৭)

৩. ডোম্বিনী সরোবর বিলসই কইসে
এবংকার কমলে জগত নিব্বাসিএ ॥ ইত্যাদি—(৮)

এইসব পদে যে-সকল ইঙ্গিত রয়েছে, তা থেকে বৌদ্ধ, হিন্দু দেবদেবী সম্পর্কে, বাংলা ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে, বৌদ্ধ-হিন্দু দর্শন সম্পর্কে নূতন তথ্য পাওয়া যায় বলে আমার ধারণা।

এই ধরনের বহু পদে হেবজ্র বা হেরুঅ বা হেরুক বা হেরু-র সঙ্গে বজ্রবারাহী দেবী বা সুন দেবী বা শূন্যতা দেবীর যুগনদ্ধ মিলনের কথা বর্ণিত হয়েছে। আমার মনে হয়, এই 'হেরু ও দেবী'র পদ 'হর ও পার্বতী'র প্রভাবে রচিত। এখানে হিন্দু-দর্শনের ও দেবকল্পনার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কাব্যরূপ ও কাব্যধর্মে চর্যাপদে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার মূলে আছে হর-পার্বতী-ধ্যানের প্রভাব।

উদ্ধ রক্ত পিঙ্গল কেশা
নাচই হেরুঅ উন্মত্তবেশা
হেরুঅ হেরুঅ দে মোরু কোলা

—প্রভৃতি বর্ণনায় যে নৃত্য-উন্মত্ত পিঙ্গলকেশ হেরু বা হেবজ্র-দেবের কথা বলা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে প্রলয় নৃত্য-উন্মত্ত মুক্ত-জটাজাল হর বা শিবের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। "এলেমেলে মেলা" শব্দটিও বিশেষ লক্ষণীয়।

আমার আরো মনে হয়েছে, সুন দেবী বা শূন্যতা দেবী বা

বজ্রবারাহী দেবী বা বারাহী দেবী পরে বাচ্ছলী দেবীতে পরিণত হয়েছেন। তা থেকে বাশুলী দেবী, বিশালাক্ষী দেবী, বজ্রেশ্বরী দেবীকে পাওয়া যায়।

নেপাল-মিথিলা-কামরূপ-গৌড়-বঙ্গ অঞ্চলে এই দেবীর প্রভাব ঐ সময়ে (দ্বাদশ ষোড়শ শতকে) ব্যাপ্ত হয়েছে। নেপালে বচ্ছলা দেবীর মন্দির আছে। 'বচ্ছলা' থেকে 'বৎসলা', তা থেকে 'বাশুলী' হওয়া অসম্ভব নয়।

আমার মনে হয়, চণ্ডীদাস 'বাশুলীদাস' বলে আত্মপরিচায়ক ভণিতায় এই বাচ্ছলীদেবীর কথাই উল্লেখ করেছেন।

তা যদি সত্য হয়, তবে একথা বলা যায়, তন্ত্র ও সহজিয়া সাধনায় দেবী-পরম্পরা এইরূপ হবে –

প্রজ্ঞা > সহজসুন্দরী > অদ্বয়রূপিণী > বজ্রবারাহী > বাচ্ছলী > বাসুলী > বাশুলী (সহজিয়া)।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচ্যমান পদগুলিতে ভাষার নব ইঙ্গিত, ছন্দের নব ইশারা পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যের সেতুবন্ধরূপে এগুলিকে ব্যবহার করা যায়।

আমরা এযাবৎকাল জানি ব্রজবুলি কৃত্রিম শিষ্ট সাহিত্য-ভাষা, বিদ্যাপতির (১৪ শতক) অনুসরণে ১৫-১৬ শতকে সৃষ্ট। চর্যাগানের এই নবাবিষ্কৃত পদগুলি পড়লে সে ধারণা পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটে। কোমল মধুর শব্দের ব্যবহার, ব্যঞ্জনবর্ণ বাদ দিয়ে স্বরবর্ণের প্রয়োগ, কোমলকান্ত স্বরধ্বনিবহুল অলংকারের ব্যবহার ব্রজবুলিতে পাই। বিদ্যাপতি ও ব্রজবুলির পূর্বাভাসরূপে দ্বিতীয় পর্যায়ের চর্যাগানকে উপস্থিত করতে পারি। পূর্বভারতবর্ষে চর্যাপদকে অবলম্বন করেই মৈথিলী ও ব্রজবুলির মধুর কোমলকান্ত স্বরধ্বনিবহুল সুরপ্রধান ধারাটি এসেছে বলে আমার অনুমান।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের আলোচনায় যা ছিল ইঙ্গিত, অনুমান মাত্র, এই সব পদের সাক্ষ্যে আজ তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।—ছন্দ ও শব্দ-প্রয়োগে মৈথিলী-ব্রজবুলির পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

অনেকগুলি কোমল শব্দ এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমার মনে হয় চর্যাপদের কাল থেকে ব্রজবুলির কাল—এ দুয়ের মধ্যে যে

ব্যবধান, তা এই তথ্যের আলোকে ব্যাখ্যাত হবে, ব্যবধান দূর হবে।

এতদিন পর্যন্ত আমরা জানতাম, চর্যাপদের প্রথম কবি লুইপা (১০ম শতক), শেষ কবি কান্নুপা (১২শ শতক)। এখন দেখতে পাচ্ছি প্রথম কবি সরহপা (৯ম শতকের মাঝামাঝি), শেষ কবি কান্নুপা (১২শ শতক)। তাহ'লে তিন শ বছর ধরে চর্যাগান লেখা হয়েছে, একথা মনে করা অন্যায় হবে না।

মিথিলা-উড়িষ্যা-মগধ-কামরূপ-রাঢ়-গৌড়-বঙ্গ—এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে চর্যাপদের ভাষার (সাহিত্যিক ভাষা) প্রভাবে ১২শ থেকে ১৪শ-১৫শ শতকে ব্রজবুলি (সাহিত্যিক ভাষা) গড়ে উঠেছে।

এখন আমি মৎসংগৃহীত নূতন একটি পদ এবং প্রাচীনতর চর্যা-সংকলনভুক্ত একটি পদের গান,—যা বর্তমানকালে বজ্রাচার্য-পুরোহিত গায়কেরা গান করে থাকেন এবং যার ২০টি আমি tape record করে এনেছি—তা আপনাদের শোনাচ্ছি। তালমান সহযোগে ধীরোদাত্ত কণ্ঠে এই গান আজও বজ্রাচার্যরা গেয়ে থাকেন। tape record-এ গৃহীত যে দুটি পদ বাজানো হচ্ছে, তাদের প্রথম চরণ :

১. তিঅড্ডা চাপি জোইনী জে অঙ্ক বালী (প্রাচীন চর্যাগান)

২. এ মহীমণ্ডল মেরু সমুদ্রা।

[৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভবনে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রদত্ত ভাষণ। কল্যাণীয় ডঃ সুধাংশু কুমার তুঙ্গ ডঃ দাশগুপ্তের প্রদত্ত ভাষণটি পত্রিকা (চতুষ্কোণ) হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।]

দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত পদ

১

রাগ—কর্ণাটি[১]। তাল—ঝপ[২]

তিঅড্ডা[৩] চাপী[৪] জোইনি দে অঙ্কবালী
কমলকুলিশ ঘাণ্টে[৫] করহুঁ বিআলী ॥
জোইনি তঁই[৬] বিনু খনহু[৭] ন জীবমি
তো[৮] মুহ চুম্বি[৯] কমলরস পীবমি[১০] ॥
খেপহু[১১] জোইনি লেপ ন জায়
মণিকূলে[১২] বহিআ ওড়িআনে সমাঅ[১৩] ॥
সাসু ঘরে ঘালি[১৪] কুঞ্চিঅ[১৫] তাল
চান্দ সুজ বেণি পখা ফাল[১৬] ॥
ভণই গুডরী[১৭] অহ্মে[১৮] কুন্দুরু[১৯] বীরা
নরঅ নারী মাঝে উভিল[২০] চীরা[২০] ॥

১ অরু (শা) ২ তাল দেওয়া নাই (শা) ৩ ত্রিয়ংডা, ত্রিভুজা ৪ চাপই ৫ পণ, ঘট ৬ তুই, তুম্ব ৭ খনহিঁ (শা) ৮ তোর ৯ চুম্বী (শা) ১০ পিবমি ১১ ক্ষেপহু ১২ মণিকূল ১৩ সমাঅ (শা) ১৪ ঘোলে, ঘোরে ১৫ কোঞ্চা (শা) ১৬ খাল ১৭ গুণ্ডরী, গোড়ারি ১৮ আহ্মে ১৯ কুন্দুরে (শা) ২০—২০ উভয় লউ বীণা।

২

রাগ—তোড়ি। তাল—মাথ

কোল্লইরে ঠিআ বোলা মুম্মুণিরে কক্কোলা
ঘণ কিবিড হো বাজ্জই[১] করুণে কিঅই ন রোলা ॥
তহিঁ বল[২] খাজ্জই গাঢ়েঁ[৩] মঅনা পিজ্জই
হলে কালিঞ্জর পণিঅই দুন্দুরু তহিঁ বজ্জিঅই ॥
চউসম কত্থুরি[৪] সিল্‌হা কপ্পুর লাইঅই
মালইন্ধন শালিঞ্জ তহি ভরু খাইঅই ॥
পেক্‌খন[৫] খেড়[৫] করন্তে শুদ্ধাশুদ্ধ ন মুণিঅই
নিরংসুঅ অংগ চড়াবীঅই[৬] জ সরাব পণিঅই ॥
মলয়জে[৭] কুন্দুরু বাটই ডিণ্ডিম তহিঁ ণ বজ্জিঅই।

১ বাজই (টীকা, কাহ্নপাদ) ২ বরু (স্নেলগ্রোভ) ৩ গাঢ়ে (ঐ) ৪ কচ্ছুরি (ঐ), কস্তুরি ৫-৫ প্রেংখন খেট (স্নেলগ্রোভ); কিন্তু টীকায় পেখন খেড় পাঠ। ৬ চড়াবী তহিঁ (স্নেলগ্রোভ), কিন্তু টীকায় পাঠ চড়াবীঅই ৭ মলয়জ (টীকা ও বাগচী)

পদটি গান হিসাবে অতি প্রসিদ্ধ, প্রায় সব পুথিতেই পাওয়া যায়। পদটি হেবজ্র-তন্ত্রের দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে 'বজ্রগীতি'র নমুনারূপে পাওয়া যায়। গানটির অপর একটি দিক আছে। হেবজ্র-তন্ত্রে যে সন্ধাভাষার অধ্যায়ে সন্ধাভাষার দৃষ্টান্তরূপে অনেক শব্দ এবং তাহার সন্ধার্থ দেওয়া হইয়াছে এখানে

একটি পদে তাহার অনেকগুলি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। পুথিগুলিতে পাঠ অত্যন্ত বিকৃত। নমুনাস্বরূপে একটি পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি :

কোলারি লে থিয়া বোলা মুমুনি রে কনকোলা
ঘন কপিথোই বজই করুণে ক্রিয়ারি ন লোলা॥ ধ্রু॥
মলয়ংজ কুন্দুরু বজই ডিণ্ডিম তাহি ন বজরি
তহি ভরু খাজন গাধে মএনা পিবই ন যারি॥
হালে কালিংজন পণয়রি দুংদুরু বজ্জ নয়ারি
চউ সম কস্তুরি শিল্হা কর্পূর লাও খারি॥
মলয়ংজয়িধন শালিংজ তহি ভরু খাজ ন যাই
প্রেখু নক্ষত্র করস্তে শুদ্ধাশুদ্ধ ন মুণই॥
নিলংসুহ অঙ্গ চন্দ্রাবয়িয়া তহি সুরা পানয়ারি॥

কাহ্নপাদ (কৃষ্ণাচার্যপাদ) কর্তৃক হেবজ্র-তন্ত্রের হেবজ্র-পঞ্জিকা বা যোগ-রত্নমালা নামে যে টীকা আছে তাহা অবলম্বনে পদটির অর্থ দাঁড়ায় এই :

কোল্লগিরিতে (তন্ত্রোক্ত একটি বিশেষ 'পীঠ') স্থিত আছে বোলা—অর্থাৎ যোগী; আর মুম্মুনিতে (তন্ত্রোক্ত একটি বিশেষ 'ক্ষেত্র') আছে কক্কোলা—অর্থাৎ যোগিনী। (এই ব্যবধানে স্থিতি সত্বেও এই যোগি-যোগিনীর মিলন হইতেছে এবং সেই মিলনে) ঘন (নিরন্তর) কৃপিট—অর্থাৎ ডমরু বাজিতেছে; করুণার জন্যই সব করা হয়, বোল—অর্থাৎ কোলাহলের জন্য কিছু করা হয় না। সেখানে বল (মাংস) খাওয়া হইতেছে, মদন (মন্ত) গাঢ়ভাবে (প্রচুর ভাবে) পান করা হইতেছে, হালো, সেখানে কালিঞ্জর (ভব্য, অর্থাৎ যথার্থ অধিকারী) প্রবেশ লাভ করিতেছে, দুন্দুরু (অভব্য, সসময়ী, অনধিকারী) সেখানে বর্জিত

হইতেছে। চতুঃসম (চারিটি দ্রব্যের সমাহার, এখানে মল, বিষ্ঠা), কস্তুরি (মূত্র), শিল্‌হা (শিল্‌হক, শোণিত) ও কর্পূর (শুক্র) লওয়া হইতেছে ; মালতীন্ধন (ব্যঞ্জন, শাক) শালিজ (শালি ধান্যজাত খাবার, এখানে মহামাংস বা নরমাংস) সেখানে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হইতেছে। প্রেঙ্খন (আগতি, আসা) ও খেট (গতি, যাওয়া)—অর্থাৎ নৃত্যের মধ্যে আসা-যাওয়া (এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি) করিতে গিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ কিছুই মানা হয় না। নিরংশুক (হাড়াভরণ) অঙ্গে চড়ান হয়, শরাব (শব) প্রবেশ করান হয় ; মলয়জে (মিলনে) কুন্দুরু (দ্বয়-সংযোগ) হয়, তাহাতে ডিণ্ডিমও (অস্পর্শা) বর্জ্জিত হয় না।

গুহ্য যোগের দিক হইতে কোল্লগিরি হইল মস্তকস্থিত চক্র, মুম্মুনি নাভিচক্র। কুপিট বা ডমরু হইল অনাহত শব্দ। করুণায় সব করা হয় অর্থ যোগরূপেই সব করা হয়, বোল বা কলকল—অর্থাৎ বাহ্যসুরত করা হয় না। বল বা মাংস হইল 'আত্মভাব', তাহাই খাওয়া হয় বা অবলম্বন করা হয়, মদন (মদ্য) হইল মহাসুখ—তাহাই পান করা হয়। কালিঞ্জর হইল বায়ু—তাহা অন্তঃপ্রবেশ করিতেছে ; তুন্দুরু হইল রাগাদি ক্লেশ সমূহ—তাহা বর্জ্জিত হইতেছে। চতুঃসম হইল রূপস্কন্ধ, কস্তুরি বেদনা, শিল্‌হা সংজ্ঞা, কর্পূর বিজ্ঞান—ইহা লওয়া হইতেছে, অর্থাৎ পরিশুদ্ধ করিয়া (মার্জ্জিত) লওয়া হইতেছে। মালতীন্ধন অর্থাৎ সংস্কারস্কন্ধ, এবং শালিজ অর্থাৎ সকল স্কন্ধের অহংকারাস্পদ আত্মা খাওয়া হইতেছে, বা নিঃস্বভাবীকৃত হইতেছে। প্রেঙ্খন ও খেট—আগতি ও পুনরাগতিতে শুদ্ধাশুদ্ধ বা ভাবাভাব কিছুই জানা যায় না। নিরংশুক অর্থাৎ রেতবিন্দুসমূহ অঙ্গ—অর্থাৎ প্রত্যঙ্গনাড়ীসমূহের দ্বারা সেই যোগে সর্বধর্মনৈরাত্ম্য সরাবে অনুপ্রবেশ লাভ করে। মলয়জ অর্থাৎ নাড়ীসমূহের মেলাপক হয়, তখন ডিণ্ডিম—অর্থাৎ সর্বানুপলম্ভ সমাধি বর্জিত হয় না—অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎ-কৃত হয়।

৩

উট্‌ঠ ভরাড়ো করুণমণ্ড[1] পুক্কসী মহুঁ পরিতাহিঁ
মহাসুঅজোএ কাম মহুঁ ছড্ডহি[2] সুণ্ণসমাহি ॥
তোহ্মা[3] বিহুণ্ণে মরমি হউঁ উট্‌ঠেহিঁ[4] তুহুঁ হেবজ্জ
ছড্ডহি[5] সুণ্ণসভাবড়া[6] শবরিঅ[7] সিজ্ঝাউ[8] কজ্জ ॥
লোঅ নিমন্তিঅ সুরঅপহু সুণ্ণে অচ্ছসি কীস
হউঁ চণ্ডালী বিণ্ণনমি[9] তইঁ বিণ্ণ ডহমি[10] ন দীস ॥
ইন্দিআলী উট্‌ঠ তুহুঁ [11] হউঁ জানামি[12] তুহ চিত্ত
অম্ভে ডোম্বী ছেঅমণ্ড[13] মা কর করুণবিচিত্ত[14] ॥

১ করুণমন্ত (বাগচী) ২ স্নেলগ্রোভ ধৃত মূল, কিন্তু কাহ্নপাদের টীকায়, ছাড়হিঁ। ৩ মূল ও টীকা 'তোহা'। তোহ্মা (বাগচী) ৪ উট্‌ঠ (টীকা) ৫ মূল ছড্ডহি, টীকা ছাড়হি ৬ সহাবতা (বাগচী) ৭ শবরী (টীকা) ৮ সিহউ (টীকা) ৯ বিন্নমি (টীকা) ১০ অহমি (বাগচী), উউমি (টীকা) ১১ তুহং (টীকা) ১২ জানমি (টীকা) ১৩ ছেঅমন্ত (বাগচী) ১৪ করুণবিচ্ছেত্ত (টীকা)।

৪

রাগ—রামকরী। তাল—মাথ

সুণ্ণ নিরংজণ পরমপউ সুইণো মাঅ সহাব
ভাবহু চিত্ত-সহাবতা ণউ ণাসিজ্জই জাব ॥
ণউ ভব ণউ নিব্বাণে দিট্‌ঠিঅউ মহাসুহ বাজ্জ
জো ভাবই মণু ভাবণে সো পরিসাহই কাজ্জ ॥
অক্‌খর মন্ত বিবজ্জিঅ ণউ সো বিন্দু ণ চিত্ত
এহু সো পরম মহাসুহ ণউ ফেডিঅ ণউ থিত্ত ॥
জিম পড়িবিম্ব-সহাবতা তিম ভাবিজ্জই ভাব
সুণ্ণ ণিরঞ্জণ পরমপউ ণ তহিঁ পুণ্ণ ণ পাব ॥
জিম জল মজ্ঝোঁ চণ্ডড়া ণউ সো সাচ্চ ণ মিচ্ছ
তিম সো মণ্ডল চক্কড়া ণউ হেড়ই ণউ থিত্ত ॥

বহু পুথিতেই এই গানটি পাওয়া যায়। গায়কগণের নিকটেও গানটি প্রসিদ্ধ। গানটি আসলে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন আবিষ্কৃত সরহপাদের পাঁচটি দোহা। ইহা শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত দোহার অতিরিক্ত। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের সম্পাদিত 'দোহাকোশে'র ভিতরে (ক) দোহাকোশ-গীতির ১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৪৩ ও ১১৮ সংখ্যক পদ এক সঙ্গে যুক্ত করিয়া এই গানের সৃষ্টি হইয়াছে। পুথিগুলিতে গানরূপে উদ্ধৃতির মধ্যে অত্যন্ত পদবিকৃতি দেখা যায়। একটি মাত্র পাঠ নমুনাস্বরূপে উদ্ধৃত হইল :

শূন্য নিরঞ্জন পরমপ্রভুং শূন্যে মায়া সংহাবু
ভাবহ চিত্তসংহাবদা নো নাসি মরি জাংবু ॥

নউ ভব নউ নির্বাণ তহি এহু সো মহাসুখ বর্জ
জো ভাবই মন ভাবতঈ সো পরসহই তর্জ ॥
অক্ষরু মন্ত্র বিবজ্জিয়ো নো সো বিন্দু ন চিত্ত
এহু সো যমুনা নো ভেদি নো বিত্ত ॥
জিম পরিবিন্দু সংহাবদা তিনি ভাবই মনভাবে
শূন্য নিরঞ্জন পরমপ্রভুং নো তয়ে পুণ্য ন পাউ ॥
জিম জল মাঝে চন্দ্র সহি তো সাচ্ছ ন মিচ্ছ
জিনি সো মণ্ডল চক্রড়াতন যে সংহাবে স্বচ্ছ ॥

৫

এ মহিমণ্ডল মেরু সমুদ্রা
জন ধন জউবন উদবিন্দু[১] চন্দ্রা ॥
পেখুরে[২] [অনুদিন][৩] লোঅনে গঅনে
ফুল্ল পরিহাসই জিনগুণ রঅনে ॥
স্কন্ধে ধারী[৪] ইন্দি-বিষয়[৫] সর্ব একা
সমুদ্রে তরঙ্গ জিম একু অনেকা ॥
পবন দুই ভেদিআ দিঢ়[৬] থিরে চিআ
জ্বলই বজ্রানল দহদিহ দাহিআ[৭] ॥
সুগত ভেদ[৮] ভাবইআ[৯] ন হোই রে শোধা[১০]
সুগত[১১] ভণই[১২] অচিন্তালয় বোধা ॥

১ উদক বিন্দু, উদকবিন্দু ২ প্রেখুরে ৩ অহুস্মিন, অহুমিয় ৪ কণ্ঠে ধারী, কণ্ঠে দারী ৫ ইন্দ্রিয় বিষয় ৬ উঠো ৭ দাহা ৮ ভনি ৯ ভাবইরে ১০ শুদ্ধা, স্বধা ১১ পুথিগুলিতে 'সুগত বজ্র' পাঠ আছে। দুইখানি পুথিতে "সুরত বজ্র' পাঠ আছে। বজ্র শব্দটি না দিলে পঙক্তিটির ছন্দ ঠিক থাকে। বজ্র শব্দটি পরবর্তী কালের যোজনা কি? ১২ ভণইআ।

৬

রাগ—দেশাখ

বোহিচিআরে[১] কণ্ঠে খট্টাংগ হাথে ডমরু অনহা[২]
বোলককোলা [প্রজ্ঞা ভুজা নাথ][৩] হেরুঅ-শূন্নআ[৪] ॥
অবধূঅ এহু সোভা ভনি ভাবে
কাঅ-বাক-চিঅ সমরস করীয়া পবন শূন্নআ ॥
চতুরবন্ধবিহারণ হেরুঅ বাচ্ছলি নয়ানে
দহদিহ জোইনী যাতলি[৫] মঅনে ॥
ভৈরব [আলি কালি][৬] চাপই স্ফরণ মহাসমুদ্র গঅনে
এবংকারে ওড়িআনে[৭] জোইনী যাতলি[৮] মঅনে ॥
[তাণ্ডবে][৯] উপেচ্ছা[১০] ভরাড়ো না ঠিবো বোলই বাকে
হেরুঅ নীলবন্ন অদ্বয় সহাবে জিম জলচন্দ্রসহিতে ॥

১ বোহচিয়ারে ২ পুথিতে গুন্যহা ; কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রে ও দোহায় 'অনাহত ডমরু'র কথা বহু পাওয়া যায়, তাই অনহা পাঠ গৃহীত হইল। ৩ পুথিতে প্রজ্ঞাভুজানাথি ৪ পুথিতে গুন্যহা ৫ যাতরি ৬ পুথিতে কালীরাত্রিতর ৭ পুথিতে পড়িয়ানে ৮ যাতরি, ৯ পুথিতে আংঙ্কডে ; সুতরাং তাণ্ডবে পাঠ সম্বন্ধে নিশ্চিত নই ; হেরুককে এখানে ভৈরব বলা হইয়াছে বলিয়া এবং নেয়ারীতে ড ও দ-এর উচ্চারণ অন্যোন্য-পরিবর্তনশীল বলিয়া তাণ্ডব পাঠ সম্ভাব্যরূপে দিতেছি।

১০ এই পাঠও সন্দেহাতীত নয়।

৭

রাগ—মচালি

পহুঁ মৈত্রী ভুবি বজ্র অহো মা শুণ্ণ সহাব
তোঝ় বিঅ[১] এহি নিতি সর্বসত্ত্ব হিতোব ॥
মা করুণা বিঅচ্ছেদহি পহু মা হোহি শুণ্ণ
(স্প মোঝু) দেহর[২] দুঃখ অহোহি[৩] জিব বিহুন্ন ॥
কিস তু কিস তু[৪] [করি][৫] বিহাহি শুণ্ণহি করমি প্রবেশ
মাঝে বিনিমন্তণ[৬] করি[৭] অচ্ছই রাঅ অশেষ ॥
যৌবন মচ্ছিন্দ্র পোথঅ নিস্ফল শুণ্ণ
উড্ডীন[৮] সহাব বিসেহি[৯] অকরহি তু মা [জীব বিহুন্ন ॥[১০]

১ পুথিতে বিব ২ পুথিতে দেহরূ ৩ পুথিতে অহোহহি ৪ পুথিতে উ
৫ পুথিতে হরি ৬ পুথিতে বিনিমন্ত্রণ ৭ পুথিতে কলি ৮ পুথিতে উৎডীন্থ
৯ পুথিতে বিসেই ১০ পুথিতে এখানে পাঠ আছে 'এস মাঝিটি'। এ পাঠ কোন দিক্ হইতেই এখানে লাগে না; সম্ভাব্য পাঠ আমাদের।

৮

রাগ—খড়ভি়। তাল—মাথ

ডোম্বিনী সরোবর বিলাসই কইসে
এবংকার[১] [কমলে][২] জগ নিব্বাসিয়েঁ[৩] ॥
উঠহু ভরাড়ো মণ্ডল[৪] রাআ[৪]
বজ্রবারাহি নীলবণ্ণ দেহা[৫] ॥
অমিএ অমিএ নিরংজন দেশে
সহজসুন্দরী লইয়া[৫] জিনউর পইসে ॥
এ চউ জোগিনী এলেমেলে[৬] মেলা[৬]
বজ্রবারাহি আলিঙ্গন কোলা ॥
উঠহু ভরাড়ো করুণ কবালি
জঅ জঅ আলিঙ্গন নীলবণ্ণ বালী[৭] ॥

১ প্রায় পুথিতেই পাঠ এজংকার, একস্থলে য়জংকার

২ প্রায় পুথিতেই পাঠ হমলে ; একটি পুথিতে শুধু মলে (:মরে) ; কমলে সম্ভাব্য পাঠ আমাদের

৩ পুথিতে নির্বাসিয়া রে বা নিব্বাসিয়া রে

৪-৪ সম্বর রাআ ৫ রাআ

৬-৬ প্রায় সব পুথিতেই 'এলেমেলে মেলা' পাঠ পাওয়া যায়। একখানি মাত্র পুথিতে 'হেলেমেলে মেলা' এবং অপর একখানিতে 'হেরুব মেলা' পাঠ পাওয়া যায়।

৭ দেহা

* এই পদটির প্রথম চারি পঙক্তিতে কিছু গোলমাল আছে। একটি মাত্র পুথি ব্যতীত কোন পুথিতেই চতুর্থ পঙক্তিটি পাওয়া যায় না; অপর পঙক্তিগুলির বিন্যাস পাওয়া যায় এই ভাবে:

ডোম্বিনী সরোবর বিলাসই কইসে
উঠ ভরাড়ো মণ্ডল বাআ ॥ ধ্রু ॥
এবংকার হমলে জগ নিক্কাসিয়ারে ॥

অর্থ ও মিলের দিক হইতে তৃতীয় পঙক্তিটিরই প্রথম পঙক্তির সঙ্গে যোগ, আমরাও সেইরূপ করিয়াছি; দ্বিতীয় পঙক্তিকে তৃতীয় পঙক্তি করিয়াছি। একখানি মাত্র পুথিতে চতুর্থ পঙক্তির স্থানে 'বজ্রবারাহি আলিঙ্গন নিক্কাসিয়ারে' পাঠ পাই। একখানি পুথিতে আবার শেষ পঙক্তিতে 'জয় জয় আলিঙ্গন নীলবন্ন দেহা' পাঠ পাই। 'নীলবন্ন দেহা'র সহিত 'করুণ কবালি'র মিল হয় না, এখানে 'নীলবন্ন বালী' পাঠই ঠিক। 'নীলবন্ন দেহা' পাঠটি তাই চতুর্থ পঙক্তির সঙ্গে যাইবে মনে করিয়াছি।

৯

রাগ—মালসি। তাল—মাথ

বামা দহিনী[১] এ দুই ঘরঈ[২]
মাঝে বিলাসই মহাসুখ ক্ষরই[৩] ॥ ধ্রু ॥
ভুংজহুঁ[৪] জোইআ সহজ অনহা
সঅল বিষয় রে সমরস কলিআ[৪] ।
গঅনে পবনে[৫] চিঅ মিলইআ[৬]
কাঅ-বাক্-চিঅ একু[৭] করিআ ॥
একে ধাবই অমিঅ[৮] লইআ
আবরে পানি গাঢ় ধরিআ[৯] ॥
পাবই রে গুরুপাঅ-পসাদে
ভণই বাকবজ্র শূন্ন-(সমাধে) ॥[১০]

১ দহিনে, দহিন ২ ঘরণী ৩ ক্ষেরয়িয়া, লীনা
৪-৪ ইহার পরিবর্তে এই পদটির এইরূপ পাঠ পাওয়া যায় :

ভুঞ্জই রে জোইআ সহজানন্দে
সঅল বিলাসই এ পরিভাবে ॥

৫ মঅনে ৬ বিরাসয়িয়া ৭ লীন করিআ
৮ আজ্ঞা, আজ্ঞয়ে ৯ কয়েকখানি পুথিতে এখানে অত্যন্ত বিকৃত পাঠ পাওয়া যায়—গাবয়িরে যান গাংধো ধারী ।
১০ পুথিগুলিতে পাঠ সমাধি, মিলের জন্য সমাধে পাঠ গৃহীত হইল ।

১০

রাগ—বরাড়ি। তাল—ঝপ

ফোই রে[১] বংশা বাজি রে বীণা
অনহত সবদে[২] ত্রিভুবন লীনা ॥ ধ্রু ॥
অনুপম[৩] বাজি রে[৪] তারক[৫] লইআ
ভেদি রে[৬] ঋদ্ধিসিদ্ধি রোহি-পসাআ[৭] ॥
গংগা জমুনা[৮] এ দুই তন্তি[৮]
গগন শিখর মাঝে পবন হেণ্ডোরে ॥
উদি গেল চন্দ্রা রবি অস্তাঙ্গে[৯]
সাক্খিঅ রবি শশি গগন দুআরে ॥[১০]
পবন পঞ্চায়িরে[১১] একু রে[১২] বন্ধা
বিপরীত করণে দারক সিদ্ধা ॥

১ ডক্টর সুকুমার সেন এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন ; ইহাই ঠিক মনে হয় ; সব পুথিতেই পাঠ 'কোই রে' বা 'কোইলে'

২ সর্বদেব ৩ অহুভম ৪ পুজি রে ৫ দারক ৬ ভেরি রে ; ৭ ডক্টর সেনের পাঠ ; পুথিতে 'প্রসাদে'

৮-৮ যমুনাএ দুইরন্তি সখি রে (শা ও সেন)

৯ সব পুথিতে 'অষ্টাঙ্গে' ; অর্থের দিক হইতে 'অস্তাংগে' মনে-হয়।

১০ এখানকার দুইটি পদ অনেকগুলি পুথিতে এইভাবে পাওয়া যায় :

গংগা জমুনা এ দুই তন্তি
শোষিরে রবিশশি গগন-দুয়ারে ।
উদি গেল চন্দ্রা রবি অস্তাংগে
গগন শিখর মাঝে পবন হেণ্ডোরে।

১১ পঞ্চাশত ১২ একুক্ষর ।

১১

রাগ—নাট

কঅনে[১] রূপ লোকে[২] কঅনে রূপ বুদ্ধ
বিমল[৩] নিরংজন সঅল বিশুদ্ধ ॥ ধ্রু ॥
নাচই অবধূঅ বজ্র সংযোগে[৪]
বিবিহ-বিকল্প-বিনাশন রোধে[৫] ॥
[অথয়[৬]] নিরংজন অঙ্কুর বিহুনা
অনুপম করুণ কলিত সুখ চিহ্না ॥
কেহু বোলে হেতুবজ্র কেহু বোলে লীনা
অবধূঅ কাহ্নু[৭] গতি [সহজানন্দা][৮] ॥
ফলহু ফুলহু হম ভমল স্বচ্ছন্দা[৯]
ত্রি[১০]ভুবননাথ একু সম্বর রাআ ॥

১ কবনে, কওনে ২ লোকেশ্বর ৩ অথয় ৪ কানকমানে ৫ রুধং ৬ অংকুরস্ত, অংকুলস্ত, অকুলস্ত ৭ কান ৮ সহস্রানন্দ্রা, সংসার সুরেন্দ্রা, সহস্রনিন্দো ৯ শুচ্ছন্দ্রা, স্বচ্ছেন্দ্রো, সুখক্ষেন্দ্রো ১০ তিনি।

১২

চিঅ জোঈ চিঅ বিনয় আনন্দে
বিলাসই নীলবর্ণ হেরুঅ সঙ্গে ॥
চণ্ডানল[১] নীল কমল ভুঅনে[১]
রাউতু[২] ন চ্ছাড়সি[২] একু করণে[৩] ॥
হারো হারো জোঈ নাচাঅই গাঢ়ে
তাহ্ন[৪] তাহ্ন[৪] রাউতু[৫] আলিঙ্গন গাঢ়ে ॥
জাহ্ন[৬] জাহ্ন[৬] জোইনী তুহ্ম না সংগে
মণিকুল রহিঅ[৭] স [মজ্জউ মারে][৮] ॥
মামকি লোচনি পদ্মনি তারা
বিরাসই [ভোসগু][৯] জিম জল চন্দ্রা ॥

১-১ চাণ্ডানল নীলকমল বুয়নে, চন্দ্রানর নির কমল বুয়নে
২-২ রাবুতু ন চ্ছাদসি ৩ করইআ
৪-৪ তাজু তাজু ৫ পুথিতে পাঠ রাবুতুন ; শেষ 'ন' বেশি বলিয়া মনে হয়
৬-৬ জাহ্নু জাহ্নু ৭ পুথিতে রহিত
৮ এখানে পুথিতে পাঠ 'মঞ্জুকুমারা'। পদটির মধ্যে মঞ্জুকুমারের কোনও প্রসঙ্গই নাই ; পুথির পাঠ এখানে বিকৃত মনে হয়। অর্থের সঙ্গতি রাখিয়া সম্ভাব্য পাঠ দেওয়া হইল।
৯ শব্দটি বিকৃত মনে হয় ; সম্ভাব্য রূপ বোঝা যাইতেছে না।

১৩

রাগ—ভৈরবী

ভাস্বর খঅ[১]মুহ বজ্জ[২]চিত্তরে ধম্মোদয়া[৩] পরিভূমিরে
কূটাগার মনোহর মণ্ডল বজ্জ[৪]ধাতু হিঅ কমলবরে ॥ ধ্রু ॥
দৃঢ়[৫] ভাবন্ত রে হৃদয়কমল ধীয়া[৬] চক্ররে
ঋদ্ধি-সিদ্ধি-কর বিঘ্ননাশন হোই মহামুদ্রা সিদ্ধি রে ॥
আদিবুদ্ধ হিয় শশহর-মণ্ডল বিলাসই শশহর চক্ররে[৭]
নীল নীল বর্ণ সুরঞ্জিত [মন্থমন্থান-পরিমন্থ][৮] রে ॥
প্রসরি রে[৯] দহদিহ রশ্মি বুদ্ধরে অক্ষর[১০]-জগত-উদ্ধার রে
সঅল বুদ্ধ জিম[১১] একু করইআ[১২] নিজ বিজ[১৩]হিএ পরিভাব রে ॥
গুরুউপদেশে সিজ্ঝাই পুগ্‌গল মা কুরু চিত্ত বিভংগ রে
সত গুরু চরণ শিরে গত ধরিআ ভণই সুরত বজ্র তত্ত্ব রে ॥

১ খগ, খড়   ২ বজ্র   ৩ ধর্মোদয়া   ৪ বজ্র   ৫ হৃদে   ৬ হিয়া, হিয়ে
৭ খহদার, খড়ার, খহদা, খ্‌দ্ভোর
৮ শ্রীমতমঠরোভপরিমঠরে, শিরংগত শ্রীমন্ত্রধাতু পরিভূমিরে, শ্রীমতমচ্ছরায় পরিমচ্ছলে
৯ প্রসাদিরে, প্রসাদিত ১০ দীক্ষিত ১১ হিয়া ১২ কুলম্বিয়া ১৩ নিজতুব।

১৪

রাগ—মালব

নিঅভুব অবধূব[১] হেরুঅ[২] লইআ[৩]
শ্রীহত[৪] গমনে জোইনী পইসে[৫] ॥ ধ্রু ॥
আনন্দাদি[৬] বাচ্ছলি আনন্দ লইআ[৬]
নাচন্তি[৭] হেরুঅ মনসা পূর্ণে[৮] ॥
পুকসী তহিঁ ভরু[৯] নিজকুল হেরুঅ
সবরী অনেহা বাজন্তেআ[১০] ॥
শ্রীওড়িআনে জ্বলই চণ্ডালী
গীত অনেহা[১১] ক্রীড়ন্তি[১২] বাজন্তি ॥
আলি কালি দুই পাদ[১৩] ধরন্তে[১৩]
এ চউ জোইনী মঙ্গলগীতে ॥
পইশই ডোম্বি অদয়-সভাবে[১৪]
ক্রীড়ন্তি কমল-কুলিশ বজ্র[১৫] ভেদে[১৫]
ঘসৃসরি ঘোরি চৌরি বেতালি
লেঅম[১৬] চউসম হেরুঅ-বালী ॥

১ অওধুও ২ হেরুব ৩ লায়া (রাআ) ৪ শিরিহত ৫ পইসা, পইসো ৬-৬ আনন্দাদি জয় বাচ্ছলি আনন্দ লইআ, আনন্দাদি দেবাচ্ছলি আনন্দাদি দেবী ৭ পুথির পাঠ পরিনাচন্তি, তাহাতে ছন্দ থাকেনা ৮ সংপূর্ণে, সংপূর্ণ ৯ বালু ১০ পিবই সন্তোষে ১১ অনেকা ১২ কিরবই ১৩-১৩ তাণ্ডব তালে বাজন্তে ১৪ সংযোগে ১৫-১৫ বজ্র ভেদি, বজ্র ভেবি, সংভেদবন্ধা ১৬ লেয়ন, লেপন ।

১৫

রাগ—শ্বতশ্রী। তাল—ঝপ

চক্রী[১] মোদি রে দহনী[২] চণ্ডালী
[এবংকারে[৩] অমোহ[৪] সিদ্ধি[৪]] ॥ ধ্রু ॥
জোইআ হেরুঅ বজ্র কবালি
খনহুঁ ন ছাড়ি রে নীলবর্ণ [বালী][৫] ॥
[এবংকারে][৬] আচ্ছন্তি[৭] সহজ সভাবে
সর্বসত্ব উদ্ধারি[৮] শিরে চক্রী মুণ্ডে ॥[৮]
পঞ্চতথাগত[৯] ধারী[১০] কণ্ঠে[১০]
প্রজ্ঞোপায় ডমরু খট্টাঙ্গে ॥
মোর[১১] শ্রীহেরুঅ রুণ্ড-[১২]মুণ্ডকরাগে[১২]
ভণন্তি[১৩] গোসামিনী অভাব ন ভাবে ॥

১ চক্রী চক্রী ২ দহিনে, দহিনী, দাহিনী ৩ ইষ্টংকারে, ইথংকালে, হিথংকাল ৪-৪ পুথিতে এখানে পাঠ পাওয়া যায় 'অমোঘসিদ্ধি রত্নসম্ভবে' বা 'অমোঘসিদ্ধি রত্নস্বভাবে'। এ পাঠ ঠিক মনে হয় না, তাই সম্ভাব্য পাঠ দিলাম। 'অমোঘ সিদ্ধি' এরূপ পাঠও গ্রহণ করা যাইতে পারে। 'অমোহ সিদ্ধি' (মোহহীন সিদ্ধি) বা 'অমোঘ সিদ্ধি (অব্যর্থ সিদ্ধি) পাঠকে 'অমোঘ সিদ্ধি' দেবতা (ধ্যানীবুদ্ধ) করা হইয়াছে, অমোঘসিদ্ধির সহিত আবার রত্নসম্ভব জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

৫ নীলবর্ণ ভাবে, নীলবর্ণস্বভাবে ৬ হেথংকারে, হিথংকাল ৭ আচ্ছন্তি হেরুঅ ৮-৮ প্রজ্ঞোপায় উদ্ধারি রে ডমরু খট্টাংগে ৯ সর্বতথাগত

১০-১০ কণ্ঠে ধারী ইন্ত্রি, স্কন্ধে ধারী ইন্ত্রি

১১ মোরু, মোরুব ১২-১২ রুণ্ড মুণ্ড কেয়াগে, রুণ্ড মুণ্ড কেরাগে, হুঁপ মুণ্ড করাগে, রুণ্ড মুণ্ড করাগ্রে ১৩ ভণতি।

১৬

রাগ—গুঞ্জরি। তাল—মাথ

অনিল অনল জলজ ভুও[১] মাঝে মেরুমণ্ডল চক্র রাআ
বজ্র পঞ্জর[২] সরজাল সংপরিভেদি[৩] মেরুমণ্ডল চক্র রাআ ॥ ধ্রু ॥
ডমরু (খেলইআ)[৪] শূন্যকরুণা আলিঙ্গন হেরুব (খেলইআ[৪])
বজ্রবারাহি আলিঙ্গন সম্বর (খেলইআ) [৪] ॥
ছত্রিংশ[৫] বীর[৬] বীরেশ্বর[৬] জহিঁ জহিঁ তহিঁ তহিঁ অষ্ট শ্মশানে
অনহত শবদে[৭] বজ্র ষোড়শ দেবী মিলন্তি[৮] ভয়ন[৯] সহাবে ॥
ত্রিভুবন তুহ্ম একু রাআ ভরাড়ো ত্রিভুবন তুহ্ম একু বীরা
তিনি ভুবন নব[১০] নাটক[১১] প্রসারি[১২] রে ফরি[১৩] গেল একাকারা ॥
অহিনিশি সতগুরু বোলন লাগেল ছাড়ি গেল ভাব অভাবে
জন্ম[১৪] মরণ ভয় বন্ধন ছাড়ি গেল[১৪] [জয়][১৫] মোর অতিএ[১৬]
সহাবে[১৬] ॥

১ ভব, ভুবন ২ পজর ৩ সরলা পরিভেদী, সররা পরিভেরী ৪ ক্ষেরযিয়া, স্পেলরিয়া ৫ ছত্তীশ ৬-৬ বীরবীরা ৭ সর্বদেব ৮ মিরংত্তি মিরংত্তিয়ে ৯ বয়ন ১০ নও ১১ নাটকর, নাটেশ্বর ১২ প্রসাদি রে, প্রশাদি রে ১৩ ফলি ১৪-১৪ জরা মরণ ভয় বন্ধন মোচয় ১৫ পুথিতে পাঠ 'ভয়', তাহাতে অর্থের সঙ্গতি হয় না, সম্ভাব্য পাঠ 'জয়' বলিয়া মনে করি। ১৬-১৬ গগন সহাবে।

১৭

রাগ–ললিত। তাল—ঝপ

ষোড়শ হায়ন তরুণী কিজ্জৌ[১] শিলবাসা নাভি তোরে রাজঅ[২] হারা
হাড়মাল আভরণে কিমিতি তুহ্মা সয়রান[৩] পাবনশির মুতিয়[৪]
হারা ॥ ধ্রু ॥

দেবী কইয়ে[৫] কিমিতি[৫] তুহ্মি[৬] রায়ত শরীরা
দহনি আলিঢ়া[৭] মোহে ধরসি বীরা ত্রিনি নয়ন অতি গরুআ ॥
[ভমিঅ][৮] সুরতমণ্ডস মাঝে বসসি[৯]ন তাআ[৯] অগুধে ধরসি
নরকপালা
করটি কপাল খট্বাঙ্গ মৃগহারা পংচশির জটা মকুট কেশ করিআ ॥
পংচ তথাগত দহসি চউ দেবী কইসে[১০] কহথ দেবী পাচ না জয়[১০]
জগত মার নাশন সঅল জগুমাতা অশেষ[১১] মোই অপকটিঅ ॥
ভব দুখ ভিত[১২] সবিনয় সুরতবজ্র [কইসে জান][১৩] দেবী গুরুপ্রসাদে
অচিঅ চিঅ চিত্তহি সেজহ না থি জননী ভাব-অভাবে ॥

১ কিজ্জে, কিংজ্জৌ, কিংযো ২ রাজায়, রাজ্জয় ৩ সরায়ন ৪ মুনিয় ৫-৫ কইতুলিয়ং কিমিতি ৬ তুংঅ ৭ আলিংহ ৮ বোমিয় ৯-৯ পুথিতে আছে ব শ শি ণ তা বা, ব শ শি ণ তা পা ১০-১০ কইসে মনিতিবিজে পানি জয়ং ১১ পুথিতে পাঠ অসীস ১২ ভেত ১৩ কস্ত জায়ু।

১৮

রাগ—তোড়ি। তাল—ঝাঁপ

একারা সুহমণ্ডলচক্ক দহদিহ জিন ফরণা
স্বয়ম্ভূ কুসুমরে[১] [বসুহা][২] বিআপিত চউ আনন্দশৃঙ্গারা ॥
সম্বর রাআ[৩] মানহ প্রীয়ালি
নীলাবর্ণ হেরুব মানো হে চণ্ডালী[৪] ॥
কণ্ঠে[৫] কেয়ূর আরোহণ[৬] [মণ্ডলে][৭] জিনগুণ তে অঘনাশে[৮]
[কাহ্না][৯] সম্বর [গাভা] রুবে চউ আনন্দরাশে ॥
শূন্য করুণা সহাবে রুবে চউকোড়ি বিমুক্কা
মঅন মহাসুহ মায়া[১০] রে জোইনী করই আনন্দা[১১] ॥
সহজানন্দ স্ফরিঅউ[১২]রে ফরঅউ[১৩] [কহ্ন][১৪] [নীলবালী][১৫]
বজ্রবারাহি আলিঙ্গন মঅনে সম্বর[১৬] বুদ্ধ কবালি।

১ স্বয়ং কুসুমরে ২ পুথিতে পাঠ বসুন, বহু ৩ বারাহি গো সম্বরা ৪ এই পঙক্তির পরে 'করোটি করোটক খড্গাকে বাম মকুট কেশ দিগবেশা' পঙক্তি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

৫ কণ্ঠক ৬ অবহর ৭ খণ্ডলে ৮ অঘরাশে, অর্দ্ধনাশে ৯ পুথিতে পাঠ কাহ্লা, কহ্লা ১০ মাথা ১১ আনন্দ, আনন্দে ১২ স্ফলিয়বুরে ১৩ ফলয়িব, ফলয়বু ১৪ পুথিতে বর্ণ ১৫ পুথিতে পাঠ নিলবাসে, নিরবাসে ১৬ সর্বর।

১৭

পরমরতৌ ন চ ভাব ন ভাবক
ন চ বিগ্রহ ন চ গ্রাহ্য ন গ্রাহক ॥
মাংস ন শোণিত বিষ্ট ন মূত্রং
ন ছর্দ ন মোহ ন শৌচ পবিত্রং ॥
রাগ ন দ্বেষ ন মোহ ন ঈর্ষ্যা
ন চ পৈশুণ্য ন চ মান ন দৃশ্যং ॥
ভাব ন ভাবক মিত্র ন শত্রু
নিস্তরঙ্গ সহজাখ্যবিচিত্রং ॥

এই গানটি কয়েকখানি পুথিতে চচা গান রূপে পাওয়া যায়। গানটি হেবজ্রতন্ত্রের প্রথম ভাগের দশম অধ্যায়ে উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। গানটি সংস্কৃত-বাঙলার এক মিশ্রিত রূপ।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে রচিত পদ

২০

রাগ—নিবেদ। তাল—মাথ

অথয় নিরঞ্জন অদ্বয় অনুপম গগনকমলজে ধ্যায়িত[১]
শূন্যতাবিরাসিত রাঅ চীআ দেবী প্রাণবিন্দু-সম[২] জোড়িত[২] ॥ ধ্রু ॥
নমামি নিরালম্ব[৩] নিরক্ষরস্বভাব হেতুস্ফুরণ[৪] সংপ্রাপিতা
শরদচন্দ্রসম তেজপ্রকাশিত জলজচন্দ্রসম ব্যাপিতা ॥
ষড়ঙ্গযোগাম্বর সাধি রে চক্রবর্তি[৫] মেরুমণ্ডল ভবলীনা[৬]
নির্মলহিয়ারে চক্র ধ্যায়িত অহনিশি থ-যন্ত্র[৭] সাধনা ॥
আনন্দ পরমানন্দ বিরমা সহজা চতুরানন্দজ সংভবা
পরমা বিরমা মাঝে ন ছাড়ি রে মহাসুখ[৮] সম্পদ[৮] প্রাপিতা ॥
হেবজ্র কালচক্র শ্রীচক্রসম্বর অনন্ত কোটি সিদ্ধা পারংগতা
শ্রীহত ওডিয়ান পূর্ণগিরি জালন্ধরী প্রভু মহাসুখ [জানিতা][৯] ॥

১ সাধনা ২-২ সময় জোরিতা ৩ নিরালম্বব ৪ হেতুফলন ৫ চক্রবর্তি ৬ সমতেবিণা, ভমলিতা, ভমতলীনা ৭ ক্ষেজত্রময়, ক্ষংজত্র ৮-৮ মহাসুখ সুগত সম্পদ, মহাসুখ সুগত সম্পদবর ৯ জানহুঁ, জাতহুঁ।

২১

রাগ—নির্ব্বেদ। তাল—ঝপ

চিঅ বিসময় রে মনোভঙ্গ সঅলে ভাবন্ত[১] সরবর ডমতিয়া[২]
দাড়িম্ব কুসুম সঙ্কাশ শরীরা অনুপম উনবর উমতিয়া ॥
বাম করোটক দহিনে করটি বজ্রে নগন মকুট কেশিয়া
ব্রাহ্মণি[৩] কুলিয়ারে[৩] বিয়াপিলে মায়া শ্রীবিদ্যাদেবী ক্ষরিয়া ॥
সূর্যমণ্ডল মাঝে উদিয়া রে[৪] নিতি নিরসভাব[৫] থিতিয়া
করুণ সভাবে সোইওই[৬] নিতি অনহত উনবর উনমানিয়া[৭] ॥
অথির থির ন হোই রে ফুন্দুরু অবধূঅ আলিন কালিয়া
সহজানন্দ মহাসুখ পিবই বুদ্ধডাকিনী একারিয়া ॥
করণা সহাবে ত্রিভুবন ফরিয়া ভাব অভাব ন হোইয়া
আদি অন্ত মাঝে বিলাসই প্রণমামি সরবরি[৮] ভণইয়া ॥

১ ভবন্ত ২ উমতিয়া, দমতিয়া ৩-৩ ব্রহ্মণ কুলিয়ারে, ব্রাহ্মণি কুলয়েহি, ব্রহ্ম নিকুলিয়ারে ৪ উত্তিয়ানে ৫ নিঅ সভাব ৬ পিবই ৭ ডমতিয়া ৮ সবর।

২২

রাগ—রামকরী। তাল—জটি

উর্দ্ধ্ব রক্ত পিঙ্গল কেশা
নাচই হেরুঅ উন্মত্ত বেশা ॥ ধ্রু ॥
হেরুও হেরুও দে মোরু কোলা
ডোম্বি চণ্ডালি লইআ[১] ন ভোলা[১] ॥
বামে ডোম্বি দহিনে চণ্ডালি
মাঝে বিলাসই হেরুও বালী ॥
দহিনে ডমরু বামে খট্বাঙ্গ
অষ্টজোইনি মোর[২] হেরুঅ সঙ্গ ॥
গাবন্তি কর্ণপা হেরুও দাসা
কায় বাক চিত্ত হেরুও নিরাসা ॥

১-১ লৈম্বা ফুর্ঝুর্ক ন ভোরা ২ মেত্রী।

২৩

রাগ—অহেণ্ডি। তাল—মাথ

হাড়াভরণ[১] কিয়াই রে[২] সম্বর ধরই[৩] কবালি ভেশা[৩]
তুহ্ম[৪] বোরন্তে[৫] মণ্ডিয়া মুশানে[৬] মকুতকেশ দিগম্বরা ॥
রে রে রে মোর সম্বর রাআ[৭] সহজসুন্দরী[৮] মোর[৯] কোলা
হম[১০] বিরাহি রে[১০] বজ্রবারাহী ফেড মহি[১১] মোর[১১] শালা ॥
শালিং ভোঅনে বরসুহ[১২] মঅনে কপ্পুর ভবই[১৩] তম্বোলা
গগন নীলা বর্ণ[১৪] বন্দি[১৫] রে গেল[১৬] মেরুমণ্ডল ভবলীনা ॥
[ত্রিয়ংধ উথট হুঁ][১৭] ছাড়ি গেল সম্বর পইশই শূন্য ভট্টারা
হম বিরহী[১৮] বজ্রবারাহী তুহ্ম[১৯] বিনু দেখমি[২০] অন্ধারা ॥
গাবন্তি লীলাবজ্র জোইআ[২১] বরে[২১] সতগুরু চরণ আরাধ্যে
সময়ানন্দে ফলি[২২] গেল[২২] মণ্ডল সম্বর বজ্রবারাহী ॥

১ হাড়াভরণে ২ ক্রিয়ায়ি রে ৩-৩ ধরয়ী কংবাচ্ছলি রে বেশা ৪ তুম ৫ বোলন্তে ৬ শ্মশানে ৭ নৈয়া ৮ সমরসুন্দরী ৯ মোরু ১০-১০ হম বিরাহিণী, হম বিরাজি রে ১১-১১ মহিয়ায়ি ১২ বোলংসুহ, বলসুহ ১৩ ভবই ১৪ বালি, বারি ১৫ বদ্ধি, বধি ১৬ জোড়া ১৭ ত্রিয়ংধ উথট(ত) হুং, ত্রিয়ংধ থট হুং, ত্রিয় ধহু থ্‌ট্‌াগে, ত্রিয় ধহু থ্‌াবিরে ১৮ বিরহিণী ১৯ তুম ২০ দেখহুঁ ২১-২১ জোরিআ উরে, জলিয়া উরে, জেগিয়া রে ২২-২২ ফরিস্‌সর।

২৪

রাগ—পঞ্চম তাল—ত্রিছুরা

জয়ং বাচ্ছলি হেরুব ঘরণী[১] সঅল সুরাসুর জগত উধারী[২]
তে হে[৩] ভগবতি পাদকমল[৪] মহিমণ্ডল নেউর[৫] রুণংঝুনংকারা ॥
হাড়[৬] আভরণবিভূষিত মেখল[৭] ঘণ্ট উলোলা
ত্রিনি[৮] ত্রি নয়তু[৮] ত্রিনি নয়না ॥
করোটি খর্পর গ্রীবে রুদ্র নরশির মালা
কুঞ্চিত খট্টাঙ্গবর মকুট কেশা ॥
শিরসি[৯] সিংধূর কজ্জল নয়না[১০]
কস্তুরি কর্পূর তাঁবোলা[১১] সুখসারা ॥
ভণই সুরতবজ্র বাচ্ছলিদাসা
শ্রীবজ্রদেবী প্রসাদে[১২] ভেদ[১৩] ভব পাশা ॥[১৩]

১ করষি, ঘরষি ২ উদ্ধারী ৩-৩ হেরুও পায়া, শ্রীহেরুব রায়া ৩ তে না ৪ পাদুকমন ৫ নৌপুর ৬ হাড়স্তভর ৭ নেউর ৮-৮ ত্রিনি ত্রিনি ত্রিনয়ংতি ৯ শিরস ১০ স্ফুলা ১১ তাম্বুল ১২ শ্রীবজ্রদেবী চরণ প্রসাদে ১৩-১৩ ফেড় মহি ভব আশা, শ্রীহেরুব লায়া, হেরুও পায়া।

২৫

রাগ—ভৈরব। তাল—মাথ

জয় জয় বাচ্ছলি সয়ল সুভাঙ্করী অথয় দুঃখ সংহারুবে[১]
রুণং ঝুনুং অনহা হুংহুংকার নাচই মার নিরবারুবে ॥
জিন পরয়ানি[২] নিরদেহা[৩] পূররে জিনজননি বজ্রযোগিনী
জয় জয় হাড়াভরণ সুশোভা করোটি কপাল খট্টাঙ্গধারী ॥
জয় জয় রৌদ্র শ্মশানে[৪] স্থিরে গ্রীবে রুদ্রনরশিরমালা
জয় জয় রাখহুঁ জগত সংসারে প্রণমামি অদ্বয় বাচ্ছলী ॥

১ সংহারিণী, সবররারুবে ২ পরযানে, পরয়া ৩ নীল দেহা, দেহ পূররে পুররে ৪-৩ সমসানে তীরে, শ্মসান তীরে, সমসানে পিঠি, শ্মসানে স্থিতি।

২৬

রাগ—দেশার

মায়াজাল বিম্ব[১]সদৃশা শরীরা
মোহ মান দর্প চ্ছাড়ি রে মায়া[২] ॥ ধ্রু ॥
এ সংসার অসারা অসারা
রাগ দ্বেষ মোহ চ্ছাড়ি রে নিরআসা ॥
অনিমিখ নয়ন দৃঢ় করু[৩] চিআ[৩]
জন্ম মরীচিক দৃষ্ট রে শূন্যা[৪] ॥
সহজ সভাবেতয়[৫] উদনাগত ধরিবে[৬]
ঐসো পরম[৭] সংবাসর[৮] রূবে[৮] ॥
অবধূব উদয়[৯]চন্দ্র পাঅ পসাদা[১০]
গাবন্তি নির্দুখপা[১১] ভবচক্র[১২] তারিবা ॥[১৩]

১ বিন্দু ২ মায়া মোহ ৩-৩ ধরিয়া ৪ পুণ্যেন্দু, পুন্যেহ ৫ সভাবতয়, সভাব নয় ৬ ধরিবা, ধরিয়া ৭ পঞ্চম, নভনে, রমণে ৮-৮ সবাসর রূরপে, সদাসরে রূপে, সংবাসরে রূবে ৯ উয় ১০ পরয়া প্রসাদা, পরয়াপ্রসাদে ১১ নিদুঃখয়া, নিরদুখয়ায়, দুঃখয়া, দুখ্‌য়া ১২ ভয়চক্র ১৩ তারিবো, তারিয়া, তারিবো।

২৭

রাগ—মল্লার। তাল—মাথ

আহুত[১] হাথে[২] চৌরাশি সিদ্ধা কায়া কায় বিহারা
কায়া অগ্নি বায়ু মেদনি কায়া সর্ব তীরথা ॥
বোল গিরে[৩] রাহু[৪] তুম্ম জোইনী বন্ধব সঅল বিহারা
কায়া চ্ছাড়ি রে আনমানে তে[৫] মোর হস্তক মালা ॥
কায়া চন্দ্র কায়া সূর্য্য কায়া নক্ষত্রমালা
পণ্ডিত সঅল বিহার পতি যৌ টুটহু[৬] ভিক্ষ[৭] ভরাড়া ॥
কায়া গয়া কায়া মহাবোধি কায়া সর্ব তীর্থে
অষ্ট সমুদ্রে বিশ্বকারুণে কায়া মেরুমণ্ডলে ॥
অষ্টসংভব কিতি[৮] তোরণ শোভিত নব দুবারা
চিঅ-বজ্রাসনি দেবী থাপিলে [৯] শ্রীসংঘ ভড়ারা[১০] ॥

১ অহুত ২ হাথের ৩ বীর সিরে ৪ লাবু ৫ আনন্দমানেত ৬ বুঝহু ৭ ভিক্ষু ৮ অষ্টমণ্ডলপতি ৯ থাবিরে ১০ ভট্টাদো।

২৮

রাগ—ললিত। তাল—ঝপ

বিষয়[১] বিষয়[১] বিন্দু পবনসংযোগে জ্বলই চণ্ডালি[২] নাভিকমলে
দহই জিন বিন্দু শশি ঝরই[৩] সুরত জিম[৪] তিনি আভা সময়ে[৫] ॥ ধ্রু ॥
নমে মঞ্জুঘোষ[৬] কালচক্র হে বজ্র সম্বর বিশ্বরূপং
পদ্মি-পদুম-সংযোগে সংভবনিশ্চরা[৭] সহজানন্দময় জ্ঞানরূপং ॥
বজ্র-পর্যাঙ্কাসন[৮] কুঙ্কুমারুণ-তনু নামসঙ্গীতি অক্ষোভ্য ধ্যানং
জগত দুঃখ নাশন বোধিফলদায়ক যোগধর্ম[৯] মোর[১০] ভাবলীনং[১১] ॥
গুরুবাক্য দৃঢ় ধরিয়া অর্দ্ধপবন কুংচিয় মণিমকুট চন্দালি[১২] উতোড়ি[১২] ধরিয়া
চউ চক্র পাত্র শরীর পরমেশ্বরী সূর্যভূমে মোর[১৩] চারহ[১৪] ভুবনং ॥
স্বপ্নমায়াসদৃশ ভাবপরিভাবনা বুদ্ধধর্মসংঘ শরণাগতিয়ং
গুরুচরণ শিরে গত ধরিয়া গাবন্তি সুরতবজ্র জন্ম জন্ম মোর[১৫] বুদ্ধ শরণং ॥

১-১ বিথয় বিথয় ২ চণ্ডালিনী ৩ জরই ৪ বজ্র ৫ ইহার পরে কোন কোন পুথিতে ‘শ্যাম সম্যারং’ বা ‘শ্যাম সম্যেনং’ এই অতিরিক্ত পাঠ আছে। ৬ কোন কোন পুথিতে ‘নমে’র পরে সব শব্দের সঙ্গেই অনুস্বার আছে। ৭ নিশ্বরা, নিরন্তর ৮ পর্যঙ্কাগত ৯ যোগজন্ম ১০ মোহর ১১ ভাবচ্ছন্দয়ং ১২-১২ চন্দন উতোড়ি, নও তোট্র ১৩ মোহরু ১৪ বারহ ১৫ মোহরু।

২৯

রাগ—গদ্ধা ভৈরবী

তিনি[১] লোঅ[২] চউ বন্ধবিহারে[৩]
করহুঁ প্রতিষ্ঠা মণ্ডল হোমে ॥ ধ্রু ॥
হোমে হোম করহুঁ[৪] নহি চউমারা[৫]
রাগ দ্বেষ মোহ বন্ধি রে ছাড়িআ ॥
প্রজ্ঞা ঘণ্ট উপায় রে বজ্রা
রবি শশি চাপই আচার্য বইঠা ॥
বাম দহিন করে সবহি[৬] পাএ[৬]
জ্বলই বজ্রানল আহুতি দিএ ॥[৭]
কর্ণপা বোলন্তে অভ্যন্তর হোমে
বজ্রপবন ঘন চিঅ-[সংবোহে] ॥[৮] *

১ ত্রিনি ২ লোয়ন ৩ ব্রহ্মবিহারা ৪ করইয়া হুঁ ৫ চউমালা
৬-৬ শূলবহি পাত্র, মূলবহি পাত্র, শুবারে পাএ ৭ দিনা ৮ সংবোধা।

* পদটির পঙক্তিবিন্যাস এবং পাঠ এইভাবেও পাওয়া যায় :—

তীনি লোঅন চউ বন্ধবিহরা
রবি শশি চাপই অচাজ্জে বৈঠারা।
হোমে করইয়া নহি চউমারা
রাগদ্বেষ মোহন বেদি রে ছাড়িআ।
বাম দহিন করে শুবারে পাত্রি
লোলই বজ্রানল আহুতি জলিআ।
প্রজ্ঞা ঘণ্ট উপায়ি লৈবে
বজ্র পবনে চিত্ত সংভাগে।
কর্ণ বোলন্তে অন্তেন্ত হোমে
করহু প্রতিষ্ঠা মণ্ডল হোমে।

৩০

রাগ—বসন্ত

জিনবর জননী প্রভাস্বর [রমণা][1]
বিলাসই সমরস দ্বন্দ্বা অলিঙ্গনা ॥ ধ্রু ॥
নিরংসুহ সুরঅ শৃঙ্গার সম্পুর্ণে
গাঢ়ালিঙ্গন আনন্দ মঅনে ॥[2]
চাপই সংভোগ সঅল ধী মঅনে
রাগ বিরাগ দুই মাঝে নিষণ্ণে ॥
অজকুলিশ সংভোগ বিমুখনা
সুর নর প্রমুখ দ্বন্দ্বা আলিঙ্গনা ॥
দহদিহ ভুবনে শ্রী যোগাম্বরা
প্রণমামি জ্ঞানেশ্বরী আলিঙ্গনা ॥

১ রমণী, রে মণি ২ আনন্দ নয়নে।

৩১

রাগ—বরাড়ি

শত শত হাথে তোলা মণ্ডলা কোটি হাথে তোরা দেহা
দ* কোটি হাথে তোরা যোগিনীবৃন্দারে বাক্‌চিত্তকায়[১] দেবা ॥ ধ্রু ॥
উঁ উঁ উঁকার মণ্ডল লো স্ফরিয়া রে যোগিনী বৃন্দয়া রে
বজ্রধাত্বেশ্বরী কণ্ঠে আলিঙ্গনা (বাস্ফ) সকল মাঝে ॥
পূর্ব চক্র চিহ্নিয়া রে দক্ষিণ রত্ন বিস্ফুরিয়া রে
পশ্চিম পদ্ম প্রকাশ রে উত্তর খড়্গ ধরিয়া রে ॥
সম্পুট যোগ ভরাড়ো নিশিয় স্বকটিরিয়া রে
কায়বাকচিত্ত মণ্ডল রোফিনী নার গগন কহেড়িয়া রে ॥
রূপ রস স্পার্শ গন্ধ বেশ[২] ইথি মিলি[৩] ধর্মধাতু হোই
কর্ণপা মণ্ডল চর্যা গাবয় বাহিরে পূজন হোই ॥

১ বাকচিত্তকর ২ গন্ধর্বেশ ৩ মিলিয়া।
* দ্বু কোটি ?

৩২

রাগ—মালশ্রী। তাল—মাথ

বজ্র জোইণী হেরুব রাআ
তিহুঅন[১] নাথ দেহি মে প্রাণে ॥ ধ্রু ॥ *
পিবই রে মহারস মহাসুখ ক্ষরিআ
বজ্রদেবী ফলিআ অনুত্তর জ্ঞানে ॥
ঊর্দ্ধ নাড়ী ত্রিদলকমল সংযোগে
দেহি[২] বিলাসই পবন সংভেদই
ভুঞ্জই রে পঞ্চ মহাসুখ ক্ষরিআ
পঞ্চ শিরসে[৩] বীজ বারুণী[৪] ॥
সতগুরু চরণ প্রসাদে চতুর্থাভিষেক
প্রাণেশ্বরী সংসার সমুদ্রা ॥

১ তিহুঅন
* এই পঙক্তিটি এক পুথিতে এইরূপে পাওয়া যায় :—
হরিতবর্ণ বারুণী দেবী
ত্রিভুবন দেহি মে জগতমাতা ॥
২ দেহিন ৩ শিরস ৪ বারুবে।

৩৩

রাগ—বিভাস। তাল—মাথ

ধর ধরহু ধর ধরাধরে[১] ধারয় ধারয় চক্রিশিরে।
মর্দ মর্দ বজ্রধৃক সময়ে কুন্দুরু যোগ সুবীরবরে॥
কুরু কুরু বজ্রধর[২] সময়ে ত্বং আলোলিক কর্ণবরে।
কুণ্ডল কুণ্ডলী দেহ[৩] ধরে সুষমাক চিত্তকমল ধরে॥
বজ্র সূর্য আজ্ঞান তমো বিধিময়ে সমর সদাতোমহং[৪]।
রত্নধৃক বরে বজ্র গীরে[৫] কণ্ঠে কণ্ঠক মাল ধরে॥
শাশ্বত নিঃস্বভাব পরম শাশ্বত সহজ স্বভাব ধরে।
এহি এহি জিন জিক সময়ে কায়নিবদ্ধ রোচকবরে[৬]॥
হুং হ্রীং প্রজ্ঞাধৃক সুগত[৭] মেখলমণ্ডিত প্রণবযুক্ত।
হুং হুং ফট্ আদিন[৮] চলন বরে প্রণমামি সুরত[৯]বজ্র[১০] গীতবরে[১০]॥

১ ধারধরে ২ বজ্রধর্ম ৩ স্নেহ ৪ দাত্তোমহং, একখানি পুথিতে গোটা পংক্তিটির পাঠ পাওয়া যায়, 'দৃঢ়ময় সময় সদা তুম হো'।

৫ বজ্র করে ৬ চক্র ধরে ৭ সময়ে ৮ আরিন ৯ সুগত ১০ সুরত-বজ্র গীতে, সুরতবজ্র গীরে।

৩৪

রাগ—গন্ধা ভৈরবী। তাল—চম্পতি

বিশ্বসরোরু বিন্দু[১]বিম্বা
ওঁকার বিয়াপিত সুসম্ভবা ॥
নমামি নমামি শ্রীবাগীশ্বরী সঅল.মুনিহৃদয়া
বিলাসই কূটাগার[২] মনোহরং সঅল জিনহৃদয়া ॥
পীত নীলারুণ শিত বয়নে
পঞ্চজিনবর মুকুট মণি রঅনে ॥
ধর্মচক্রমুদ্রা কুলিশ সরাসি[৩]
ঘণ্টা চাপই প্রজ্ঞা ভুব স্থানং[৪] ॥
সুরাসুর নামত তব[৫] চরণে[৫]
ভণই পরমাদিবজ্র জিনগুণরয়নে ॥

১ বিম্বু ২ কূটাঙ্গার ৩ সরাশৈঃ, সরাস ৪ স্থাস ৫-৫ বচ রয়না, বর চরণে।

৩৫

রাগ—গন্ধা ভৈরবী। তাল—ঝপ

গোকুদহন পঞ্চজ্ঞানস্বরূপা[১]
পঞ্চামৃতরস[২] পঞ্চ শালি পূজিতা[৩] ॥ ধ্রু
তুহ্ম দেবী বলিরায় ত্রিভুবন বীরা
বীর মেলাপক সময়ানন্দে ॥ ধ্রু ॥
বীর বীরেশ্বর সহজানন্দে
কল কমলাসন হৃদয়ানন্দে ॥ ধ্রু ॥
পঞ্চবুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধ[৪] স্বরূপা[৫]
দেবাসুর নর প্রমোদিত হৃদয়া ॥ ধ্রু ॥
ওঁ আ হুঁ হ্রীং খং শোধন করিন্তে
ডমরু ঘণ্টাধ্বনি বিরমানন্দে ॥ ধ্রু ॥

১ স্বরূপং ২ পঞ্চমিয়া ৩ পূজিয়া ৪ জ্ঞান ৫ স্বরূপং।

৩৬

রাগ—ভৈরবী। তাল—ত্রিছরা

নমোহুঁ[১] অকার[১] রূব ধরু
স্বেচ্ছয়ি[২] সত্ত্ব উত্তার ধরু[২] ॥ ধ্রু ॥
দ্বন্দ্ব আলিঙ্গন যোগ ধরু
বজ্র ঘণ্ট মুদ্রা[৩] ধরু ॥
ধবল সুশংখুণ[৪] দেহ ধরু
সরদ সুশোহিঅ চন্দ্র মরু ॥
মায়া দেহ[৫] লীন জগু
সোহিএ করুণ[৬] সত্ত্ব মহুঁ ॥

১-১ নমো হুঁকার, নমো হুঁ আকারুণ ২-২ স্বচ্ছ বিসত্ত উজ্জা ধরু, সোচ্ছ বিসত্ত উত্তারণ রূপ, সোচ্ছ বিসত্ত উত্তোরুণ রুণা ৩ মুদ্রা যোগ
৪ সুসংখেৎয ৫ বিদেহ ৬-৬ বজ্রসত্ত্বপরমেশ্বর।

৩৭

রাগ—বিভাস। তাল—মাথ

উদিতা তরয়িয়া[১] পবনধুতা
বল[২] স্থহ দান[৩] কাশ[৩] লক্ষিতা[৪] ॥ ধ্রু ॥
ঘোর দুস্তার ভব[৫] সংতরিতা[৫]
অথয় নিরঞ্জন মোক্ষভূতা[৬] ॥
দিনকর মণ্ডল মধ্যে গতা
করুণামৃতরস বাস কৃতা[৭] ॥
দ্বন্দ্ব[৮] আলিঙ্গন[৯] প্রতিনিয়তা[১০]
দেবাসুর নর শিরে নমিতা ॥
গাবন্তি পবনপতি গুরুভগতা
বজ্রবারাহি তুজ্ঝ[১১] শিরে নমিতা ॥

১ তরে লম্বিয়া, তরলয় ২ বর ৩-৩ দামককাশ, দানককাশ ৪ লক্ষতা, লক্ষিতা, লংকৃতা ৫-৫ ভবাব্ধি সংতরিতা, ভব নিসংত ললিতা, ভব নিমস্ত ললিতা ৬ মোক্ষকৃতা, মোক্ষগতা ৭ বসকৃতা, বসংকৃতা, রসমেবলংকৃতা, সহজামৃতরস সেবকৃতা ৮ দণ্ডা ৯ আলিংভোয় ১০ প্রতিনিহতা, প্রতিনিহংতা, একটি পুথিতে পাঠ আছে—দণ্ডা অরিভয় প্রতিনিয়তা ১১ তুংজ্ঝু, তুজ্ঝ।

৩৮

রাগ—গন্ধা ভৈরবী। তাল—মাথ

বিবিহ বিহন্নু মার রবিশশিবদনা
দেবাসুর নর ভুবন[১] হিত[১] করুণা ॥ ধ্রু ॥
নাচৈ রে শ্রীসম্বরবীরা
বজ্রযোগিনী রতি সহস্র[২] শৃঙ্গারা ॥
বজ্রবারাহি প্রজ্ঞা আলিঙ্গন কণ্ঠে
ছত্রিংশ বীরেশ্বর[৩] সম্বর মণ্ডলে[৪] ॥
গোকুদহন বিম্বু মাংস ভক্ষন্তে
করুণালোঅন[৫] লোঅং[৬] বিক্ষন্তে[৬] ॥
দ্বাদশ ভুজ ধরিআ চারি চউ বদনা
নীল সহাবে গগন তুজ্ঝ[৭] লীনা ॥

১-১ ভুবনে হেতু ২ সরস ৩ বীর বীরেশ্বর ৪ গাঢ়ে ৫ করুণারুন লোয়ন ৬-৬ চিত্ত সংহাবে ৭ তুংজু, তুজ্ঞ।

৩৭

রাগ—নাট

সকল জগতগুরু সম্বরবীরা
অনুপম করুণা কলিত সুখ চিত্তা ॥ ধ্রু ॥
সম্বর সম্বর কুরু ময়ি তোষ
খড়্গ[১] উৎপল করে কুমুদ সুভাস[১] ॥
দেবী বারাহি তুহ্ম মণ্ডিত দেহা
ভব ভয় হরণ বিষয়বিষা[২] ॥
সকল বিঘ্ন হন্তি মতিপতি[৩]রূপ[৩]
রতিপতি[৪] স্বর্গনিবাসন রুদ্ধো[৪] ॥
ভাবাভাবকৃতাহতি মতিবিত্তা
অনুপম[৫] সুখরস মগ্ন সুচিত্তা ॥

১-১ বিবিধ বিকল্প বিনাসন রুঢ়ো (রুধো), বিবিধ বিকল্প বিনাশয় নূনং, খট্টাঙ্গ ডমরু গ্রীবে নরশিরমালা ২ বিশাল বিশেষা

৩-৩ প্রতিরুঢ়, ৪ রতিরতি স্বর্গ নির্বাসন বুদ্ধা, রতিপতি স্বর্গ নির্বাসন রুঢ়ো

৫ অনুপম।

৪০

রাগ—ধনাশ্রী

সর্বাক্রান্তা মহাসুহ ক্ষরিআ চউ আনন্দ দেহা
ত্রিভুবন ফরই[১] মহাসুহ রাআ চন্দ্রসূর্য দুই ভেদিআ[২] ॥ধ্রু॥
ন পাপলীনা ন পুণ্যলীনা ত্রিভুবন এক-স্বরূপী
সর্ববিকল্পবিধ্বংসনী দেবী অনুত্তরজ্ঞানবরদায়নী ॥
অমিতাভ* মণ্ডল উদয়া রে থিতি কল্পানলমিব রূপধারী
করটিকপালখট্বাঙ্গধারী প্রজ্ঞাজ্ঞানবরদায়নী ॥
দিগম্বর মকুট-কেশা চক্রিকুণ্ডল-কণ্ঠিধারী
গ্রীবে রুদ্র নরশিরমালা রুচক মেখলা পায়লধারী ॥
সর্ব তথাগত জননী দেবী বিরহিত ভাব অভাবা
বজ্রযোগিনী চরণ শির ধরিয়া গাবন্তি সমরস বজ্রা ॥

* সংশোধিত পাঠে আছে 'অভিতাভ' কিন্তু (২) পুথি (গ) তে পাওয়া যায় 'অমিতাভ'।

১ ফরই

২ ভেরিয়া, মেলিয়া।

৪১

রাগ—নাট। তাল—ঝাট

সহজ সরোরুহ হেরুও রাআ
ত্রিভুবন নাথ দেহি বিরাসা ॥ ধ্রু ॥
ভুঞ্জই মহারস গুহ্যাভিষেক
কমলকুলিশ সংযোগসংভবা ॥
ঊর্দ্ধ দ্বেষ নাড়ী[১] রুধিয়া প্রবেশা
প্রাণবিন্দু[২] স[ম] মহাসুখ দাতা[২] ॥
জ্ঞানস্বরূপিণী বিশ্বব্যাপিনী[৩]
ক্রীড়ন্তি সরণা[৪] মহাসুখ দাতা ॥
গুরুপ্রসাদা অনুত্তর ক্রিয়া[৫]
দেহি মে তারণ সংসার সমুদ্রা ॥

১ ডাকিনী
২-২ প্রাণবিন্দু চক্র ভেদিয়া গমহুঁ
প্রাণবিন্দুর গর্ভ বিযোগ সংহুঁ
৩ বিশ্বরূপিণী
৪ রমণে ৫ কৃপা।

৪২

রাগ—বরাড়ি কামোদ। তাল—খট্‌কঙ্কাল

সর্বাআরে কাল বিকারে[১]
স্ফরিআ উরে[২] তিনি[৩] কায়ারে[৪] ॥
সর্ব নিরূঅত[৫] পূজ পূজিক
জিম জলচন্দ্র মায়ারে ॥
হুঁ তুঁ জং তু বজ্রকবালে
ময়ি পরিশোহিঅ বলিয়া রে ॥
পঞ্চামৃত রস কুলিশ উল্লালে
গোকুদহন পঞ্চশালে ॥
ওঁ আং হুঁ ফট্‌ কলিঅ[৬] উলে[৬]
চিঅ সময় রবিশশিয়ারে ॥
চরণ ফরণ সংহারে
অদ্বয় মহা কুরু ভূতে ॥
ইন্দ্র যম যক্ষারে
ভূত বহ্নি বায়ু রক্ষারে ॥
চন্দ্র সূর্য দুই কন্ধারে
তাল পাতাল অষ্ট নাগারে ॥
ইদং বলি জিত্রারে[৭]
ফল ধূপ মাংস সহিয়া রে ॥
ক্ষান্তি ক্ষেম ফট্‌ কন্ধারে
দানপতি রে সর্বকার্য সাধারে ॥
কর্ণপা বলি অধিষ্ঠানা রে
চারি মার ভয় ভঙ্গারে ॥
রাজা দানপতি সপরিবারে
সয়র সত্ত্ব আয়ু আরোগ্যা রে ॥

১ বিকালে ২ ফরইবু রে ৩ ত্রিনি ৪ কালে ৫ নিয়তে
৬-৬ খলিয় বুলে ৭ ভুংজি রে।

৪৩

রাগ—মল্লাদ

ভানুমণ্ডল মাঝে জ্বলিত হুঁকারা
আলিকালি দুই চাপই হেরুকাড়া[১] ॥
নমামি নিরালম্ব ত্রিভুবন নাথা[২]
বজ্রবারাহি আলিঙ্গন অদ্বয়[৩] ॥
কৃষ্ণবর্ণ চতুর্বদন[৪] ত্রিনয়না[৫]
বিশ্বকুলিশ অর্দ্ধ চন্দ্রযুক্ত[৬] ॥
ডাকিনী রামা খ্বণ্ডোরোহা
রূপিণী চণ্ডদেবী ক্রীড়ন্তি[৭] বিলসা[৭] ॥
ভূষিঅ ষড়মুদ্রো ছত্রিংশ বীরেশ্বর
ভণই অনুপম[৮] বজ্র হেরুক দাসা ॥

১ হেরুব ২ বীরা ৩ অহোর ৪ চতুর্মুখ ৫ ত্রিনেত্রং
৬ অর্দ্ধচন্দ্র জটাকূট় ৭-৭ ক্রোদন্তি বিরাসা ৮ অনুপদ্ম।

৪৪

রাগ—মল্লাট

চারি চরণ সংচাপইআ চউমালা
আঠ বঅনে প্রতিমুখ ত্রিনয়নী ॥ ধ্রু ॥
নাচই হেরুব নৈরাত্মা দেবী সহিতা
অষ্ট যোগিনী লৈয়া মহাপ্রসাদে ॥
কৃষ্ণবর্ণ ষোড়শভুজ ফলন্থে
ভস্মবিভূষিত শরীর আলংকৃতা ॥
চক্রী কুণ্ডল কণ্ঠী রোচক মেখলা
ব্যাঘ্র চর্ম ঊর্দ্ধ পিঙ্গল কেশা ॥
গাঢ় প্রেমরস সহজানন্দে
ত্রিভুবন সচরাচর এক মুরুতি ॥

৪৫

রাগ—খড়গ্রি

চক্রি কুণ্ডল কণ্ঠি রোচক মেখল ভূষিত গ্রীবে রুদ্রনরশিরমালা।
শিরে চক্রি চক্রি লয়িয়া ভস্মবিভূষিত গগন কতৌরি[১] বন্ধুরি বালা[২]॥
প্রভুস[৩] শ্রীহেরুব[৩] দে মোরু কোলায়া
জুগে জুগে নাথ শ্রীসম্বর রায়া ॥
বজ্রকরোটক হাথেরি[৪] ধরিয়া কণ্ঠে কিয়াউ[৫] খট্টাঙ্গে
সম্পুটযোগিনী কমলবিহাসি গেল[৬] মহাসুখ মেরী[৭] প্রসাদে ॥
বজ্রবারাহি আলিঙ্গন-সম্বর নাচই বহুবিহ[৮] ভঙ্গে
বাচ্ছলি কোলি লৈয়া কুড়ন্তি হেরুব অনভুঅ[৯] স্ফুরণ প্রসাদে ॥
সহজ সংবৃত্তি[১০] লৈয়া গাবন্তি কর্ণপা শ্রীহেরুব চরণপ্রসাদে
প্রজ্ঞালিঙ্গন[১১] ক্রীড়ন্তি হেরুব বিলাসই শূন্যকরুণা[১১] ॥

১ কতোদি, কতোড়ি, তুহরি   ২ রায়া   ৩-৩ প্রভুসসি হেরুও, অংবুশশি, অবুশশি   ৪ হাথল   ৫ ক্রীয়াউ   ৬ কমল বিহাশ্রিং গেল   ৭ মোদ   ৮ বহবিহ রস   ৯ অর্ধভূব, আধভুব, আধভুঅ   ১০ সংমৈত্রী   ১১-১১ প্রজ্ঞা আলিঙ্গন হেরুব নীলবর্ণ বিলাসই শূণ্য করুণা।

৪৬

রাগ—বসন্ত। তাল—দুর্জ্জমান

অতসিকুসুমদ্যুতি দেহ প্রভাস্বরা
বিবিধি রত্ন[1] মকুট বিভূষিতা ॥ ধ্রু ॥
নাচৈ রে শ্রীঅচলবীরা
তেনা চউ আনন্দ বিলাসই অচলা ॥
ব্যোম উদ্ভব বিন্দু[2]মুদ্রোদর্শনা
প্রজ্ঞা আলিঙ্গন অদ্বয় মহাসুহ ॥
বিরাগ চন্দ্রদ্যুতি ভব ভয়ঙ্করা
তস্য নিহত খড়্গ তর্জনী পাশা ॥
মার চতুর দর্প নিখিল বিঘ্নহন্তা
রবিশশি জগলত * গগন বিলাসই অচলা ॥

১ রত্নমণি ২ বিন্দু।
* জলগত (?) ২ পুথি গ-তে আছে (পৃ-১১) 'জুগনত'।

৪৭

রাগ—মধুমৎ। তাল—দুর্জমান

প্রমোদিতাদি দশভুমি সুন্দরিসম মেরুমণ্ডল সংস্থিত নয়না
দ্বাদশ ভুজ চউ বদন সুশোভিত[১] বজ্রবারাহি কণ্ঠে[২] আলিঙ্গনা[২]॥
হুঁ হুঁ হুঁ দশদিহ স্ফরণা[৩] মার সয়ল সংবোধিয়া
দ্বন্দালিঙ্গন অদ্বয়সহাবে নাচই ডানে[৪] সম্বর রায়া ॥
কুলিশ ঘণ্টগজচর্ম ত্রিশূলা কর্ত্তি ডমরু শুভশোভিতা
মজ্জপূরিত কপাল খট্টাঙ্গে পাশপরশু ব্রহ্মশিরগ্রহণা[৫] ॥
পঞ্চজিনবর মকুট আলঙ্কতা ষড়মুদ্রাভরণ বিভুষিতা
আলিকালি দুই আলিঢ় চাপই ব্যাঘ্রচর্ম নিবেশন[৬] কৃষ্ণতনু ॥
নরশিরমালালম্ব শ্রীসম্বরা দিব্যচক্ষু ত্রিণি করুণহৃদয়া[৭]
জন্ম জন্ম মোর[৮] তুজ্ঝ[৮] পায় শরণা গাবন্তি পরমাদিবজ্র গীতা ॥

১ সুশোভা ২-২ আলিঙ্গিতা ৩ স্ফুরণে ৪ দানে ৫ শিরে ধরা
৬নির্বাসন ৭ হিয়া ৮-৮ মৌলি তুজ।

৪৮

রাগ—মালব

বজ্রি ঘোরি বেতালি চণ্ডালি
সিংঘ্রিনি ব্যাঘ্রিনি জম্বুকি উলুকিনী ॥ ধ্রু ॥
নমামি শ্রীযোগাম্বরয়ি জ্ঞানেশ্বরিয়া
ত্রিনেত্রদেবী ত্রিভুবন পইসে ॥
পূর্ব উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ দিগদেবী
ডাকিনী দ্বীপিনী চউসিক বোজনী ॥
চতুর মার দিগ তুহ্ম ফুরণ তু দেবী
ত্রিনি ত্রিনি নাচন্তি হেরুব রায়া ॥
হরিহর ব্রহ্মা ইন্দ্র অসুর গমনে
ষোড়শ যোগিনী সমরস ভাবে ॥

৪৯

রাগ—ভৈরবী

চণ্ডোগ্র[১] শ্মশানে শিরীষ বৃক্ষা বাসুকি নাগা গর্জিত মেঘা
গহ্বর[২] শ্মশানে অশোক বৃক্ষা ঘূর্ণিত মেঘা তক্ষক নাগা ॥ ধ্রু ॥
ইন্দ্রযমজলযক্ষ ভূত বহ্নি বায়ু রাক্ষস দিগবিদিগ বলিদেব তীরে
অষ্ট শ্মশানে ছত্রিংশ বীরেশ্বর নাচই[৩] সহজানন্দ রে ॥
কঙ্করি ঘোরা বর্তিত মেঘা জ্বালাকুলা কর্কোটক[৪] নাগা
কলঙ্ক ভৈরবা বর্তিত[৫] মেঘা সরসিজ নাগা চূতক বৃক্ষা ॥
অট্টাট্ট হাসা শঙ্খপাল নাগা প্রচণ্ড মেঘা বর্ত মহীরুহা
লক্ষীবানা করঞ্জ বৃক্ষা ঘূর্ণিত মেঘা মহাপদ্ম নাগা ॥
ঘোর শ্মশানে পর্কটি বৃক্ষা অনন্ত নাগা পূরণ মেঘা
কিলি কিলি রাবা অর্জুন বৃক্ষা কুলিক নাগা বর্ষণ মেঘা ॥
দ্বাদশ ভুজা দ্বাদশ ভুবনা[৬] চউব্রহ্মবদনা[৭] দ্বাদশ নয়না
ভনই কর্ণপা রাখহু শরণা[৮] কালিরাত্রি রিপু চাপই মর্দনা[৯] ॥

১ চণ্ডাগ্র, চন্দ্রাগ্র ২ গহ্বত, গভোর ৩ ভৃংজই ৪ কর্কোটক
৫ বর্তক ৬ নম্বনা ৭ বর্ণা ৮ সম্বরা ৯ বদনা।

৫০

রাগ—ত্রাবলি

সর্ববুদ্ধ বিবুদ্ধগণ মণ্ডিতা বিশ্বমার ছেদনী[১]
বজ্রযোগিনী বজ্রমণ্ডিত কালধর[২]লোচনী ॥
নমামি বাচ্ছলি সিদ্ধি যোগিনীগণ মণ্ডিতা
অষ্টঋদ্ধি সর্বসিদ্ধি[৩] যোগিনীগণ[৪] মণ্ডিতা[৪] ॥
আদিত্য মণ্ডল তেজ সমরস দীপমালা সুবিম্বরা
চক্রিকুণ্ডল কণ্ঠি রোচক মেথলা বিভূষিতা ॥
করোটি খর্পর ছেদনি মকুটকেশা দিগম্বরা
মুণ্ডমাল খট্টাঙ্গ মণ্ডিতা লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করা ॥
তুহ্মা দেবী একু অনেক সয়ল বিশ্ব বিয়াপিতা
তুজ্ঝু চরণে শিরে[৫] ধরি অবধূব কর্ণপা গাবয়িয়া ॥

১ ক্ষেদিতা ২ কাল দশ, কালধর সিদ্ধি ৩ সমসিদ্ধি ৪-৪ বিশমার বিখণ্ডিতা ৫ শিরে গত।

৫১

রাগ—বসন্ত। তাল—ঝপ

চন্দ্রাদিতল সংফলজ্ঞ
অদ্বয় বিবাক বিমর্দ্দলক্ষ[১] ॥
নাচই শ্রীসম্বর নাটেশ্বর
বজ্রবারাহি গাঢ়ে আলিঙ্গন ॥
অনহত জ্জর জন্ম তরগিরে
করুণ শৃঙ্গার বিরাজিতে[২] ॥
চত্বারেন্দ্ররিনন্তরে[৩]
বিচিত্র বিপাক বিমর্দ বিলক্ষ ॥
আলেকে আলোকাভাসে
আলোকর বন্দি প্রভাস্বর ॥

১ বিমলদলজ্ঞ ২ বিরাজিত রস ৩ চত্বরবেন্দ্ররিনতরন্থে।

৫২

রাগ—বিভাস। তাল—ঝপ

কাট্টিয়ে করুত দেবী মুণ্ডমালা ক্ষারে[১]
সহজানন্দ বাংছলি দেবী নাচই[২] ॥
এ কালী ত্রিভুবন তুহ্ম[৩] সে[৩] এ কালি
সঅল রবি ব্রহ্ম সে তুহ্ম এ কালি ॥
তুহ্ম বাংছলি দেবী নানা রূপে
এক পাদ চাপই ধরে[৪] শ্রীহেরও বজ্ররায়া[৪] ॥
শশি চনকই কূর্ম্মলক গিরি রাআ
সাথ সমুদ্রে হরেক রায়া গাবন্তি কর্ণপা রায়া ॥

১ ছারে ২ নাচন্তি ৩-৩ পইসে ৪-৪ তোরে গগনে লম্বিয়া।

৫৩

রাগ—বিভাস। তাল—মাথ

নাভিমণ্ডল মাঝে উদভবিতা
সসুমনা সহজ সমানতা ॥
দেবী ডমসিত[১] ঊর্দ্ধগতা
গগনশিখর মাঝে চ[ন্দ]গতা[২] ॥
দহিন করেটি রসপাত্রধারী
বাম খট্টাঙ্গধ্বজধারী ॥
সব্য কোলমুখী মার সংত্রাসিতা
নরশিরমালালম্বিতা ॥
গাবন্তি সুরতবজ্র দুর্গতি ভীতা
জন্ম[৩] জন্ম[৩] তুঞ্জ[৪] পইসেবিতা[৫] ॥

১ ভ্রমসি, ভমসি ২ চম্রগতা, উদভবিতা, উরিন গতা ৩-৩ জনম জনম
৪ তুজু ৫ পায় জোরিতা।

৫৪

রাগ—গন্ধাভৈরবী। তাল—ঝপ

তিহুঅন[১] জ্বলিত মুরুতি অনুরায়েন[২] বিনয়বন্তি[২]
নাচৈ[৩] রে বজ্রসত্ত্ব পরমেশ্বরী[৪] লীনঅতি[৪] ॥
রশ্মিসহস্র[৫] কিরণ[৬] দশসূর্য[৭] সহস্রবন্তি[৭]
বহুবিহরূপ রবিশশি অনুরাগেন সত্ত্ববন্তি[৮] ॥

১ ত্রিভুবন, ত্রিহুওন ২-২ অহুরায়ন সম্পুবন্তি, অহুরায়ন সহ্যবন্তি, অহুরায়ন বিনয়ংতি
৩ নাচই, নাচয়ি
৪-৪ পরমেশ্বরী লীনবতি, পরমেশ্বর লীনরতি, পরমেশ্বরী নবংতি
৫ সহস ৬ কিরণে ৭-৭ দ্বাদশ ভাস্তবতি, দশসূর্য্য সাহাসওংতি
৮ তত্ত্ববংতি।

৫৫

রাগ—কহ্নড়ি। তাল—ঝপ

নির্মল গঅণত[১] সোহিত অগ্গে
ত্রিমুহ ত্রিলোঅন সমরসহাবে ॥ধ্রু ॥
ভাবই রে শ্রীযোগাম্বর বীরা
জোইনী জালে করুণে নাচই ॥
ডাকিনী মণ্ডল চক্রে ফলইয়া
মণ্ডলকোণে পূজ করইয়া ॥
বজ্রি ঘোরী বেআলি চণ্ডালি
সিংঘ্রিণি ব্যাঘ্রিণী জম্বুকী উলুকিনী ॥
ডাকিনী দ্বীপিনী চউসিকং বোজনী
সঅল সমর ভয় বন্ধন মোচই ॥

১ গঅণন্তু।

৫৬

রাগ—ভৈরব। তাল—একতাল

নির্মাণাদি চতুঃষষ্ঠিদল সরোরুহ মধ্যে গত কাদিবৃত[১] নাদরূপী
সুষির[২]প্রেরিত ললিতোর্দ্ধগামিনী নলনীলসুতো[৩] পদ্মদলরূপী ॥
ওঁ নমামি দেবী শ্রীবজ্রবিরাসিনী ত্রিভবহরণ খসম জ্ঞানদেবী
ওড়িয়ানে পূর্ণগিরি কামরূপ শ্রীহত সুবিশুদ্ধ মণ্ডলনৃত্য[৪] জয়ন্তি[৪] ॥
বহুদল[৫] সরোরুহবর ধর্মচক্র ষোড়শদল সম্ভোগচক্র
দ্বাত্রিংশৎ দল কমল মহাসুখ চক্র হুংকাররূপ শ্রীহেরুকনাথ।
দহই জিনবিদ্যাদি ত্রিতয়া ভেদনী স্রাবই তে অমৃতধারয়া নাদরূপী
পীঠাদি[৬]দশভূমিগত সুগতপূজনী জিনজ্ঞানদায়নী বীরেশ্বরী ॥
দর্পণ প্রতিবিম্বু জলজচন্দ্রোপম অহিনিশি সুমরন্তে বজ্রদেবী
জন্ম জন্ম মোরু তুঞ্জ পায়শরণা দুর্গতিনাশন মোক্ষপ্রদাতা ॥

১ কাদিদিত, কাদিবৃত্তয় ২ সমীর ৩ নরশিরশৃতো ৪-৪ নৃত্যয়ন্তি
৫ বসুংদর ৬ ত্রিনিতাদি।

৫৭

রাগ—ভৈরবী। তাল—ঝপ

মধ্যে মেরু মহামণি কনকরাজিতে পূর্বাদিদেহ[১] জম্বুদ্বীপ
অপর গোড়ায়নী উত্তরকুরু ভুবনে পঞ্চবর্ণ পঞ্চজিন ব্যাপিয়া রে ॥
নমে পঞ্চবুদ্ধং বিশ্বসৃজিত[২] বিশ্বহিত[৩] বিশ্বভৃত পঞ্চমুরুতি
অষ্টদীপানল বহংতি[৪] জিনমানসা হরন্ত ভয়তিমির ঘনঘোররূপ ॥
জাতবেদনসে[৫] য়া উপদ্বীপ রা উপদ্বীপ রী[৬] জাতুধানে[৬]
স্বসন[৭] লা[৭] উপদ্বীপ চউদিগ[৮] ভুবনে বা উপদ্বীপ শ্রীখণ্ডপরন্ত ॥
দিল[৯] দবল[৯] প্রাঞ্চীয় নররুধির যাচিয়[১০] সপ্ত অষ্টাদল চুম্বিয়া রে
অবর রা উদিচীয়ে সায়ের[১১] চক্র[১১] মণিকুলনিধি নিখিল বেদয়ন্তি ॥
গুরুচরণ ত্রিবর[১২] সা[১২] ভগতি পরিভাবনা মনকুসুম উদক
পরিসংফলি পূজা
প্রণব[১৩] পরিভারথি সপ্তপরিভূষিতা[১৪] ভবজল[১৫] নিসংরন্ত সেতুভূত॥

১ পূর্ববিদেহ ২ বিশ্বশ্রীজিত ৩ বিশ্বহুত ৪ বহতি ৫ জাতবেদনেসে ৬-৬ রীনংতুধ্যারে ৭-৭ স্বসনরা ৮ চউবিদিগ ৯-৯ দির দবর ১০ যংচিলে ১১-১১ সায়ক চক্র ১২-১২ তিওর সা ১৩ প্রণও ১৪ সফপরিভূষিতা ১৫ ভবজলধি।

৫৮

রাগ—রামকরী। তাল—মাথ

হুং হুং দেহধরু সংসার তরু[১]
দ্বন্দ্ব আলিঙ্গন যোগধরু ॥*
সুরনরবন্দিত চরণধরু
কুসুমবিলেপন দেহধরু ॥
ভাব বিমকুত[২] বিশেষগুণ কুটাই[৩]
নমো হুং হেবজ্র তুহ্ম গুণ পেখই[৪] ॥**

১ সংসার তরু ২ বিমুক্ত, বিমোকুট ৩ কুটোয়ি ৪ প্রেষয়ি, প্রেষসি, প্রেখমি।

* ইহার পরে সংগীতের ধুয়া—

হেবজ্র তুহ্ম তেনা হুং হুং
তেনা হুং হুং তে তে হুং হুং।

** একটি পুথির পাঠ—

হুং হুং হুং হুং দেহ ধরু
সংসার ভয় তরু
দ্বন্দ্বা আলিঙ্গন যোগ ধরু
সুর নর বন্দিত চরণ ধরু
কুসুম বিলেপন দেহ ধরু
ভাববিমোকুত বিসেহংসা
তুহ্ম গুণ আঁকোটিয়া রে
নমামি নমামি শ্রীহেবজ্র
তুহ্ম গুণ আপ্রীথিয়ারে।

৫৭

রাগ—নাট। তাল—জতি

রক্তবর্ণ ত্রিনি[১]লোয়ন সুন্দরী
অষ্টাঙ্গ[২] দশভুজ প্রহরণ[৩]কিরণে ॥ ধ্রু ॥
তুহ্ম দেবী বারুণী মহামামকি দেবী
জগত প্রমোদিরে ময়ন সুরাগে[৪] ॥
আগম বেদ পুরাণ বক্‌খানে[৫]
যোগধর্ম দীক্ষা গুরু উপদেশে ॥
পঞ্চবুদ্ধ স্বরূপক[৬] জে তুহ্ম
সয়ল[৭] যোগিনী মাঝে[৮] হেরুবহুঁ[৯] হেরুব ॥
সতগুরু চরণ শিরে গত ধরিয়া
ভণই বাক্‌বজ্র সুরহংসরূপী[১০] ॥

১ ত্রিয় ২ অষ্টাদশ ৩ প্রহনন, পহরণ, ফুলনতু ৪ সুরাঙ্গে, সুরগে
৫ বখানে, বর্খানে ৬ স্বরূপে ৭ সহস্র ৮ মধ্যে, মৈয়া ৯ হেরুওন্ত, হেরুবস্ত
১০ সুরাম্বরূপী, সুরোশো, সুরশো, সুরাসুররূপিণী।

৬০

রাগ—পঞ্চম। তাল—ঝপ

জ্বলিত বজ্রানল রবিশিশিকুঞ্চিত দ্রাবই ওঁকারনাদরূপী
কুন্দুরুযোগে[১] ত্রিহুঅন বীরা[২] পইশই [জিম][৩] শশিবিম্বরূপী ॥
পরম আনন্দ মূরতি রূপ ধারী ক্রোধাধিপ শ্রীমঞ্জুবজ্রা
কুলিশকমল সংযোগে[৪] সহজানন্দ পবন তরঙ্গ স্ফুরিন গতি[৫] ॥
ত্রিয়[৬]মুখ ষটভুজা রত্নমুকুটধারী কৃষ্ণাসিতানন দহিন বামে
ইন্দুমণ্ডলোপরি বজ্রপর্যঙ্কাসন কুঙ্কুমারুণ তনু প্রজ্বলিতা ॥
বজ্র খড়্গ শর দহিন করধারী বামে ঘণ্টোৎপল চাপধারী
বিচিত্র রত্ন আভরণ বিভূষিত স্ফরই অনেক মূরতিধারী[৭] ॥
সতগুরু চরণকমলে প্রসাদা প্রণমামি[৮] পরম লীলা পদ[৮]
পরমানন্দ মূরতিরূপধারী ক্রোধাধিপ শ্রীমঞ্জুবজ্রা ॥

১ ভগ্নিতাযোগে, কুন্দুরুসংযোগে ২ ত্রিভুবন লীনা ৩ জিন ৪ সঞ্জাত ৫ বত্তি ৬ ত্রয় ৭ মূরুতিরূপধারী ৮-৮ নমামি পরমাদি নীলোৎপদং, পরমা নিরা(লা) পদং।

৬১

রাগ—গন্ধাভৈরবী। তাল—চম্পাতি

ধূমাঙ্গারী চণ্ডকরালী[১]
ভীষণ পিঙ্গল কেশ বদনে ॥ ধ্রু ॥
ভুঞ্জই রে হুঁ হুঁ ফটকরং করণে[২]
নানাবিহা[৩] রৌদ্র মহাবলি পূজা[৪] ॥
সময়া রক্ষন্তু যোগাম্বর দেবা
বাহুরিবাহুর[৫] চউমুহ নয়না[৬] ॥
শীতয়[৭] করঙ্ক ছত্রাবলী পূজা[৭]
পুষ্টি[৮]করঙ্ক সমাকুল বয়নে ॥
রৌদ্র মহাবলি পিতৃবনগয়নে[৯]
মজ্জ মাংস মচ্ছ রুধির[১০] আহারে ॥

১ চন্দ্রকরারী ২ কহনন্তে ৩ বিহার ৪ পুরে ৫ বাহুরিতাহুর ৬ চউমুহ বয়না ৭-৭ সিতয় করঙ্ক সবলি শোভা, শীতয়করং কচ্ছবলি শোভি ৮ পুক্কারি ৯ প্রীতিবগ্রহানে ১০ দধি।

৬২

রাগ—গন্ধা ভৈরবী। তাল—ঝপ

হরশির মকুট কিরটি[১] মণিভাস্বর চরণজুগং[১]
শোহিয়ে বজ্রসত্ত্ব পরমেশ্বর পরমপদং ॥
গাংড়া সুনিবহু[২] পিথিক[৩] বেকত[৩] দেহধরু
শোহিয়ে বজ্রসত্ত্ব পরমেশ্বর পরমপদং ॥
চারিতু[৪] ফুরণ সঞ্চারিতু গুহ্যকণ্ঠকমল জুগং[৪]
শোহিয়ে বজ্রসত্ত্ব পরমেশ্বর পরমপদং ॥

১-১ কিরন্তিমণি শোভা রে'রেণ জুগে, কিরতিমণিভাসিত চরণজুগং, ২ সুনিবহ ৩-৩ পীতকংথাকতক ৪-৪ চারিতু ফলন সঞ্চারিতু গুহ্যকণ্ঠ-কমলজুগা, চারিতু ফুরণ সঞ্চারিতু গুহ্যোৎকতবলজুগং, চারিতু ফলন চারি গুহ্যোগতপদ্মজুগে।

৬৩

রাগ—সুপ্রতিষ্ঠা নাটক। তাল—এক

ত্রিদল সরোরুহ দিনকর মণ্ডল রাজিত ত্রিভুবন জননী
রংগনক[১] নেউর তিনি নয়না মার চতুরগণ চ্ছেদনী ॥ ধ্রু ॥
দেবী করটি কপাল ধরা ভূষিত নরশিরমালা
কমল কুলিশ ছুয়ি তারা বাজয়ি নাচয়ি সহজস্বরূপিণী ॥
চক্রি শিরে কর্ণে কুণ্ডল কণ্ঠে কণ্ঠশোভা
হাথে রোচক কটিয়ে মেখল চরণে নৌপুর ভূষণী ॥
ভবপরয়ানল[২] নেউ ধরন্তে দাহিনী জ্ঞানকরায়া
ভাবাভাব বিবর্জিত অনুত্তর গগন-স্বরূপিণী[৩] ॥
পইম বজ্রপদ শিরে গত ধরিয়া গাবয়ি হাসকুলিশ
অনুত্তর সিদ্ধি মোক্ষ প্রদায়নী প্রণমামি শ্রীবজ্রযোগিনী ॥

১ রক্তক ২ ভব পদয়ান বনেজ, ভবপ্রদয়ানরং ৩ সংরূপিণী।

পঞ্চদশ শতক হইতে পরবর্তিকালে রচিত পদ

৬৪

রাগ—গুঞ্জরি। তাল—মাথ

অমল ত্রিদল সরোরুহ বিরাজিতা
ত্রিভুঅন সচরাচর একরূপা ॥
ডাকিনী বরনিনী[১] বজ্রবৈরচনী
শ্রীদেবী ত্রিশকত্রী[২] ত্রিভবমাতা ॥
নাভিমণ্ডলমাঝে ভুবনেশ্বরী
ত্রিনি ভেদিনী ত্রিনয়না ॥
ত্রিনি তত্ত্ব ত্রয়ক্ষর ত্রিভব[৩] ব্যাপিতা
অধয় নিরঞ্জন জ্যোতি স্বরূপা ॥
ভুগুতি মুগুতি বর দেহি মে মাতা
শ্রীবজ্রযোগিনী পাদশরণা ॥

১ বরনিধি ২ ত্রিড়োক্করি ৩ ত্রিলোক।

৬৫

রাগ– ভৈরবী। তাল– ঝপ

পঞ্চতথাগত মেলিয়া রে
সময়াচার্য বিশ্বকারু রে ॥
দশদিশ দশবল আরূঢ় ভরন্তে
দানপতি বিঘ্ন নিরবারুণে ॥
হুং হুং বীর বিরেশ্বর বলিদান দেহা
দানপতি শুভ অবতারুণে ॥
পূর্ব বৈরোচন দক্ষিণ রত্নসম্ভব
পশ্চিম অমিতাভ জিন ব্যাপিয়া রে ॥
উত্তর অমোঘসিদ্ধি মাঝে
অক্ষোভ্য চারি মার চউ চক্র থাপিয়া রে ॥
সমাধি শ্রীসবর মাঝে কালচক্রে
হেবজ্র বিশ্ব স্ফারুণে ॥
নানা বোধিসত্ত্ব আশীর্বাদ মেরী
চারি মার চউ চক্র চাপিয়া রে ॥
সিংহনাদ বাজিয়া রে ডমরু বাজন্তে
অষ্ট জোগিনী মেরি সিদ্ধিয়া রে ॥
ডমরু বাজন্তেয়া অষ্ট যোগিনী মেলিয়া রে
জালন্ধরি পুত্রা কর্ণপা গাবয়িয়া রে ॥

৬৬

রাগ—পঞ্জলি।

পদ্মদল মাঝে বৈঠলী[১] বজ্রতারুণী পদ্ম আগে নদে ধউপ ধরিয়া*
অমোঘসিদ্ধি রত্নসংভব অমিতাভ বৈরোচন সিদ্ধিসং
অক্ষোভ্য উপধরিয়া ॥

মালিয়া পূজায়ি বজ্রবারুণী
নল নীলত্বংদিরে বজয়ি ভরাড়ো দুর্গতি তবদে ধউপ ধরিয়া ॥**
স্বর্গমধ্যে তেতিস কোটি পূজায়ি ভরাড়ো পায়ল বাসুকি নাগ রাজা
মন্ত্র তন্ত্র সুর-অসুরগণ গন্ধর্ব পূজি রে জলবি ভুলোকপাল গৈবা ॥
অষ্টতাল সপ্তব্যাপিলে য়ংকুলিশে বিঘ্নরে খণ্ডিরে চউমারা
মহাবন্ধ ন থলু থ্বং দেবী বিঘন বিরাশেন দুর্গতি তবদে ধউপ ধরিয়া ॥**
সংসার সারীরে গীতি উভ জারি রে রু বিনিরু ভবদেধ উপ ধরিয়া†
করুণা শ্রীচিন্তাদেবী জগতরে মাতা অহনিশং
কাহ্নিপংডিত গাবন্তি ॥

১ বৈথরী।

* ন দেধ উপধরিয়া (?)

** তব দেধ উপধরিয়া (?)

† ভব দেধ উপধরিয়া (?)

৬৭

বাম খর্পর দহিন করটি
পায়ল নৌপুর রুদ্র মার সংচ্ছ দেবী ॥ ধ্রু ॥
দেবী নাচয়ি একজটি বজ্রযোগিনী
ত্রিনি নেত্র দেবী ত্রিভুবন পইসে ॥
কাল মৃত্যু ই পিপাশন বান্ধি রে
রাগমোহদ্বেষ মোহ করটিন চ্ছেদিরে ॥
স্থূল সূক্ষ্ম দেবী নিরংজন দেবী
শূন্য পাত্র দেবী শূন্য স্বভাবে ॥
সৃষ্টিসংহারদেবী করুণক দেবী
মোক্ষমার্গ দেবী সেবিত জননী ॥

৬৮

আদি শূন্য স্বভাব বিশ্ব অনিল অনল জলভূমি
সংভব মেরুশিখর মাঝে সর্বমণ্ডল সংহিত ॥
এক ডাকিনী সর্ব গগনে ব্যাপিত
পূজিত বজ্রা আচার্য চিন্তিত ॥
মানস বোধিস্বভাব অনুত্তর সিদ্ধি প্রদাতা
ত্রিসমাধিযোগে মন্ত্র বিন্যাস স্ব স্বদেব পরিযুক্ত ॥
কাষ্ঠ বাখানে মৃত্যুয় রূপং অদ্বয় রস বেদিয়ারে
বিশ্বকুলিশমধ্যে হুঙ্কার জাত কূটাগার স্বভাবে ॥
বিশ্বপঙ্কজমধ্যে অদ্বয়রূপ সর্বদেব স্থিত
গুরুচরণ শিরে গত ধরিয়া ভণই তথাগতবজ্র
ত্রিভুবন ব্যাপিত তত্ত্বস্বভাব করি গেল গগন লীনা* ॥

* সংশোধিত পাঠে লিখিত 'নীলা'; কিন্তু ৩ গ পুথিতে আছে 'লীনা' (পৃ-১৪)।

৬৯

ধবল সুধা সংধাময় কমলবরে
সমুদিত তেজ সহসকরে ॥
সমরস স্বভাবে সমাধিগুণ অভোয়
জ্ঞান সুসনীলসন জিনবরভূষিত দেহধরু
তথতাসংযুক্ত করুণ[1]ননে
মুদিত বিরাসিত ধর্মতনু
ত্রিভুবন জয় জয় কুলিশ কেশ্বণ্টত্যুংতি
শ্রীবজ্রসত্ত্ব পরমগুরু ॥

৭০

রাগ—ললিত

অষ্টদল সরোজ উভও পকাশিন
শ্রীশাক্যমুনিবর ধ্যান লোচন ॥
দহিন শ্রীবজ্রপানি বাম কমলপানি
নমামি শ্রীধর্মরায় মহামুনি ॥
দহিন খিতিধরং বাম কুদিকাযান
বিচিত্র চিবরধারী ভুওন ব্যাপিতা ॥
কারুণে মানস নিম্মল হৃদয়
সত্ত্ব উদ্ধারণ অভয়প্রদাতা ॥
জন্ম জন্ম জগু গঞ্চিবর *সেবিত
তুহ্মি স্থমরণ মোক্ষ পদাতা ॥

* [সংশোধিত পাঠ ও (৩) গ পুথিতে (পৃ ১৫) পাঠটি অনুরূপভাবে লিখিত। (৩) গ পুথিতে উদ্ধৃত চর্যার নিচে অলিখিত অংশের সম্ভাব্য পরিপূরক হিসাবে 'ঠ ?' লিখিত।]

৭১

রাগ—গুর্জ্জরী। তাল—জতি

উরঙ্গা আভরণ শ্রীচিত্ত[১] তনু শোভা

ইন্দ্রনীলদ্যুতি পিঙ্গলকেশা ॥

জগদনুকম্পা [২]কৃপাগুণ দেবী

দুষ্ট মার বিঘ্নবিনাশনী দেবী ॥

রক্ত নয়ন ত্রিনি রুদ্রমালা

খড়্গ করোটি কপাল নীলোৎপলা ॥

ব্যাঘ্রচর্মবস্ত্র প্রত্যালীঢ়া

সর্বলম্বোদর শবাক্রান্তা ॥

চরণ শরণ শ্রীউগ্রতারুণী মাতা

ভণই অমোঘবজ্র গীত[৩] চরিতা[৩] ॥

১ শ্রীরিত ২ জগততনুকম্পা, জগতনুকম্পা ৩-৩ চরিত গীতা।

৭২

রাগ—বিভাস। তাল—মাথ

দ্বিভুজ একমুখ রক্তবর্ণা
লগ্ন মকুট কেশা ত্রিনি লোচনা ॥
নমো দেবী বুদ্ধডাকিনী বিশ্বজননী
ত্রিভুবন ব্যাপিত জিনজ্ঞানদায়নী ॥ ধ্রু ॥
দহিনে কর বজ্রবিরাসিত দন্ধস্তি
বাম করোটক চতুর্মা[১]রসং পিবই ॥
তরুণীমণ্ডল মাঝে ওড়িয়ানে গমনে
রত্ন নৌপুর বর[২] সতত[২] প্রবেশিতা ॥
শ্রীবিদ্যাধরী দেবী সুরনর সহিতা[৩]
সকল ঋদ্ধি সিদ্ধি দেহি মে মাতা ॥*

১ চতুরমা, ২-২ বল শত তত, ৩ মোহিতা

* অনুরূপ একটি সঙ্গীত আছে:

দ্বিভুজ একমুখ রক্তবর্ণ ত্রিনেত্রং
মকুটকেশা দিগম্বরা ।
বাম করোটক দহিন করোটি
হাড় আভরণ সুশোভিতা ।
সূর্যমণ্ডল মাঝে তাণ্ডব মুরুতি
বজ্রমণ্ডি বিভূষিতা ।
সতগুরু চরণ শিরে গত ধরিয়া
বজ্র বারাহি তুংজু পায় শরণা ॥

৭৩

রাগ—ভৈরবী। তাল—একতাল

প্রবিশতু ভগবন মহামোক্ষপুরে দেশই অনুত্তর বোধিপদং
জরামরণভয়বন্ধন মোচয় পরমামৃতময় পরমগুরু ॥
এহি বৎস মহাযান নয়োত্তম দেহি[১] চিন্তামৃত পানরন্দে[১]
দেশই[২] ক্ষর[২] হম গোচর গুহ্য তথতানুত্তর বোধিপদং[৩] ॥
সর্বতথাগত পূজয়ামি ঘাতয়ামি মে পাপতনু
প্রজ্ঞোপায় দীক্ষিত[৪] পরিবেষ্টিত[৫] কমলকুলিশ পরিভ্রামরে[৬] ॥
কুসুম উদক মুকুটাশনি কমলা জিনকুলসময়াচার্য পদং[৭]
মন্ত্রাঞ্জন দর্পণ শরক্ষেপ দশবলমতিপদভাসুরং ॥
নমামি শ্রীচক্রসম্বর গুরুবাক্য দৃঢ়[৮] ধরিয়া
সতগুরু চরণকমল প্রসাদে অনুত্তর সিদ্ধি[৯]পদ মোক্ষ ফলদং ॥

১-১ বোধিচিত্তামৃত পানরঙ্গে ২-২ দেশস্থিয়ে ৩ পরং ৪ পর্য্যপাশ দীক্ষিত ৫ পরিবর্ত্ত ৬ পরিভ্রামরে ৭ জিনকলসময়াচার্যপদং ৮ চিত্ত ৯ বোধি।

৭৪

রাগ—ভাস

কুলিশ-পদ্ম-ভব জিনধাতু বিজয়া নিরুপম ধর্মধাতু রূপং
পঞ্চ জিন পঞ্চ জিনধাতু স্কন্ধা সর্ববুদ্ধালয় স্তূপং ॥ ধ্রু ॥
নমামি শ্রীশান্তিঘট বজ্রধাতু ব্যাপিত অনেক দেবাসুরনর সেবিত[১]
চতুর চতুর পরিমণ্ডিত মণ্ডলা বিদিগ তারা দেবী মণ্ডিতা ॥
জগতব্যাপিত ত্রিভুবনৈক রূপ করই পঞ্চতথাগত
... ...
ষোড়শ বোধিসত্ত্ব চতুরণ সহস্রা স্ব স্ব তথাগত রূপধরা
প্রণমামি বজ্রসত্ত্ব ত্রিভুবন নমিতং মেরুশ্রীপা পরিসংস্থিতা ॥
শ্রীযোগাম্বর পঞ্চ ডাকিনী দেবী পঞ্চ কুম্ভেশ্বর আলিঙ্গনা
নমামি জ্ঞানেশ্বরী অনেক ঋদ্ধি সিদ্ধি বর প্রসাদা ॥

১ ইহার পরে 'জগত ব্যাপিত ত্রিভুবনৈক রূপ করই পঞ্চতথাগত' পঙক্তিটি পাওয়া যায়; ইহা পঞ্চম পঙক্তি হইবে বলিয়া মনে করি; ষষ্ঠ পঙক্তিটি সম্ভবতঃ নাই।

৭৫

রাগ—রামকরী। তাল—জতি

সরোজপত্র নয়ন ত্রিভুবন নাথ
দহিনভুজ অভয়মুদ্রা ধর ॥
নমোস্তু নমোস্তু শ্রীদীপঙ্কর বুদ্ধ
ত্রিভুবন দেবাসুরনর পূজিত ॥
বাম ভুজবর রুচির ধরা
জগৎসংসার প্রতিপালিতা ॥
সুগতিপদ বর মোক্ষ দাতা
ভবভয়হরণ দুর্গতি নাশন ॥
শ্রীশাক্যমুনিচরণ শিরে ধরিয়া
ভণই রত্নবজ্ গীত চরিতা ॥

৭৬

রাগ—নাট

পদ্মোপরি ইন্দুমণ্ডলাসনস্থ
সব্যে কর বরদ বামে পদ্মধরং ॥
নমামি নমামি ত্রৈলোক্যনাথ
অমিতাভ শিরেধৃত জটামুকুটং ॥
ইন্দুকোটি সুনির্মল সর্বলক্ষণ সম্পূর্ণং
হিমকর কোটিসম ধবল সুদেহা ॥
ভবসমস্বভাবং সর্বভাবস্বভাবং
নরকগতোধৃত মোক্ষবরদায়কং ॥
সুরাসুরনরার্চিতাপি বন্দিতং
ভণই শ্রীমহাসুখ বজ্র চরিতা ॥

৭৭

রাগ—ললিত। তাল—ঝপ

মহাপঞ্চপাত্র সময়াচারী তু বইঠা
দশদিগ দশবল আরাধিয়ারে সময়ানন্দ ভরতি হো ॥
বীর বীরেশ্বর বইঠা নে মণ্ডলমোহিনী বিশ্বফলিয়ে
এহংকারা বলিদান দেবী দানপতিয় বিঘ্ন নিবারয় ॥
পূর্ব বৈরোচন রত্নসংভব অমিতাভ পশ্চিমে বিয়াপিতা
উত্তর অমোঘসিদ্ধি মাঝে অক্ষোভ্য সময়ানন্দ ভরতি হো ॥
সিংহনাদে বাজিয়া রে ডমরুপ্রসাদে অষ্টযোগিনী দানপুণ্য
জালন্ধর পুণ্য অবধু রয়িয়া কর্ণপা চরণ ভরতি হো ॥

৭৮

রাগ—ভাস। তাল—মাথ

সহস্রদলমাঝে জ্যোতিরূপ বুদ্ধপুষ্করণে নানা কুসুম
জল পুষ্পাম্বর কুমুদ কহ্লার থলপুষ্প কুন্দ পারিজাত ॥
নমামি নমামি শ্রীধর্মধাতু ত্রিভুবননাথ গোপুচ্ছগিরি শ্রীপুণ্যক্ষেত্র
সর্বদেবাসুর বন্দিতচরণে অনেক বাঞ্ছা সিদ্ধিপ্রসাদা ॥
দ্রুমবোধি প্রখ্যাত মার চম্পক অনেকবৃক্ষ সহ শোভিতা
অষ্টধাতু অষ্টভৈরব জোগিনী অনেগ ভূতাদি নক্ষত্রপাল ॥
পূর্বদক্ষিণ পশ্চিমোত্তর দী নীলপীত রক্ত হরিতা
পঞ্চজিন পঞ্চজ্ঞানস্বরূপা চতুর্দেবী চতুর্মূর্কৃতি ॥
পঞ্চপুরী শ্রীশান্তিপুরেশ্বর অনেগ ঋদ্ধি সিদ্ধি প্রসাদা
ভণই শ্রীসিদ্ধিবজ্র চরিতগীত জন্ম জন্ম তুঝ মোক্ষপ্রসাদা ॥

৭৯

রাগ—কর্ণডি। তাল—ঝপ

ষট যোগিনী দেবী ত্রিভুবন ব্যাপিনী
বিঘ্ন মার দুষ্ট দর্প বিনাশিনী ॥ ধ্রু ॥
নমামি নমামি দেবী শ্রীবজ্রবারাহী
ঋদ্ধি সিদ্ধি দায়নী জগতজননী ॥
পূর্বদলগত রক্তবর্ণাঙ্গী
ঈশানে যামিনী দেবী নীলবদনী ॥
বায়ব্যে মোহিনী দেবী শ্বেতবর্ণাভা
পশ্চিমে সংচারিণী দেবী গৌরবর্ণদেহা ॥
নৈঋত্যে সংত্রাসিনী দেবী হরিত বর্ণাভা
দহিনে চণ্ডিকা দেবী ধূম্রবর্ণাঙ্গী ॥
চতুর্ভুজ একাননা পঞ্চমুদ্রাভরণা
স্ব স্ব বীজসম্ভবা নবরস দিগম্বরা ॥

৮০

রাগ—ললিত। তাল—ঝপ

অনুত্তর তথতা বংকার সম্ভব রত্নরূপচিত্রিত[১] বিচিত্রকলসং
ওঁ আঃ হুঙ্কার পঞ্চামৃতমুদক সপ্ত[২]সংশোধিত জ্ঞানমৃণ্ময়ং ॥ ধ্রু ॥
চন্দ্রামৃতরস বোধিফলদায়কং সর্বজিনব্যাপিত সহজকলসং
জগতমলশোধক শূন্যতা করুণা ভাবসংসার নাশন বিরঙ্করূপং ॥
বজ্রোপমা ধ্রুবগন্ধাম্বুসংযুক্তং শঙ্খশোধিত পঞ্চপীযূষং
হুঙ্কারমন্ত্র পুষ্পসংবদ্ধ বজ্রসংস্থাপিত বিপাত্রকলসং ॥
ঘটমভ্যন্তর তপ্তরূপভাব আকৃষ্য মহাডাকিনী[৩] জলজরূপং
ঝটিতি সাধারণ দেবতাচক্র জ্ঞানসত্ত্বমানীয় হৃদ্বীজং কলসং ॥
পাদ্যাদি আচমন দানপুণ্যসরং সময়সত্ত্ব প্রবেশিত বিমলকলসং
মহারাগদ্রবীভূয় বোধিচিত্তরূপং সময়সত্ত্ব জ্ঞানসত্ত্ব একীভূতং ॥

১ রত্নচিহ্নিত ২ তপ্ত ৩ মন্দাকিনী।

৮১

রাগ—মালশ্রী। তাল—মাথ

ত্রিচক্র রবিশশি মণ্ডলমাঝে স্থিতি[১] আনন্দ মূরতিধরা
বজ্রবারাহি আলিঙ্গন সম্বরা নানারশ্মি মহোজ্জ্বলা ॥ ধ্রু ॥
নীলবর্ণ চতুর্বক্ত্র প্রতিমুখ ত্রিনেত্রা পরমানন্দ মূরতিধরা
বিশ্ববজ্র অর্দ্ধচন্দ্র জটামকুটধরা হাড়াভরণ সুশোভিতা ॥
বজ্রঘণ্ট গজচর্ম্ম ডমরু খট্টাঙ্গে বিরমানন্দ মুরুতিধরা
করটি কপাল পরশুপাল ত্রিশূলা ব্রহ্মশিরে ধরা[২] ॥
দিগং বিদিগং কাকাশ্যোদি যমডাকিনী দেবী সহজানন্দ মুরুতিধরা
নমামি নমামি শ্রীচক্রসম্বরা সতগুরু চরণ আরাধিতা ॥

১ থিতি ২ ইহার পরে এক পুথিতে—'ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটিয়ে স্থিতা' এই অতিরিক্ত পাঠ আছে।

৮২

রাগ—কামোদ। তাল—খট্‌কঙ্কাল

হুংবীজসম্ভব খসমদেহা নবরস দ্বাত্রিংশত লক্ষণধরা
দ্বাদশভুজা বেদবদনা দ্বাদশ বক্তু রক্তনেত্রং ॥ ধ্রু ॥
নমামি শ্রীচক্রেশ্বরং মারভয় ভবভয়হরণং
চতুরবিংশতি পীঠেশ্বরং ছত্রিংশ বীরবীরেশ্বরা ॥
চউচক্র পরিবৃত্তা[1] দেবী সম্পুট প্রজ্বলিত স্থিতা
প্রজ্ঞাসম্পুট আলিকালি প্রদাক্রান্ত অতিসুন্দরা ॥
দ্বাদল দেবী একভাবা নমামি শ্রীচক্রসম্বরা
সতগুরু চরণ শিরে[2] ধরিয়া ভণই গীত শ্রীবজ্রকুলিশা[3] ॥

১ প্রদক্ষিণতা ২ শিরে গত ৩ শ্রীলিকুলিশা।
শেষ পঙক্তির পরে 'দানপতিরে মনোহর্ষং সপ্তমণ্ডল আরাধিতা' এই অতিরিক্ত পঙক্তিটি রহিয়াছে।

৮৩

রাগ—তোড়ি। তাল—কংট্ককাল

পঞ্চকপাল ধারিত মৌলি পঞ্চজ্ঞান পঞ্চমুদ্রাভরণা
নরশিরমালা গ্রীবে শোভা ব্যাঘ্রচর্ম কটিভূষিত নয়না ॥ ধ্রু ॥
হূঁকার সংজাত[১]বদনা সর্বলম্বোদর নীলসম দেহা ক্রোধাধিপতি
শ্রীমহাকালা
পঞ্চামৃত দর্প ভবলীনা ভোয়ন ব্রহ্মকপাল ধরা ॥
রক্তবর্তুল ত্রিনি নয়না ঘোর ভয়ঙ্কর ভীষণবদনা
ঊর্ধ্ব প্রজ্বলিতা পিঙ্গলকেশা উন্মত্তঘোষা করুণাময় ॥
করটিকপালধারি খট্টাঙ্গা নাগবরয় নাগাকুণ্ডল হারা
নাগশিরসিদ্ধা নৌপুর নাগা অষ্টনাগ আভরণ সুশোভা ॥
জিনবর মৌলি ধারিনমেতা বুদ্ধশাসনজ্ঞা রক্ষকবীরা
প্রেতারূঢ়া তাণ্ডবভাবা শাশ্বত কুলিশা অনুত্তরণা ॥

১ হূ হূঁ হূঁকার সংজ্ঞাত।

৮৪

রাগ—মঙ্গল বসন্ত। তাল—খঞ্জকাল

মধুরিপুত্রিপুরা ভুয়নিকৃরালা
সকল দেবগণ বন্দিত চরণা ॥ ধ্রু ॥
মৌলি আদিবুদ্ধ শ্রীমঞ্জুকুমারা
তো অভিবংধুরি পদ্মনৃত্যেশ্বরা ॥
কুঙ্কুমরুচিরা সুরচিরবিষমা
শূন্যা গম্ভীর করুণ বিহরা ॥
বিষয় বিষমাকূট পারংগম ন সা
বিশ্ববিয়াপিত শিবগুরু স্বয়ংভু ॥
সতগুরু চরণে বিন্দু আরাধ্যে
গাবন্তি নব গীত পবনকুলিশা ॥

৮৫

রাগ—শৃঙ্গার মালশি

দ্বিভুজ একমুখ ত্রিনেত্রং নীলবর্ণাং রবিশশি মণ্ডল মাঝে
বিশ্ববজ্র অর্ধচন্দ্র জটামকুটধরা হাড় আভরণা সুশোভিতা ॥ ধ্রু ॥
বজ্রবারাহি আলিঙ্গন সম্বরা ভুজদ্বয়ন বজ্র ঘণ্টধরা
কালি ভৈরব পাতল না দিগংবিদিগং কাকাস্পাদি
জয়ডাকিনী দেবী ॥
শ্রীবজ্রদেবী চরণ প্রসাদে সতগুরু চরণ শিরে গত ধরিয়া
গাবন্তি রত্নবজ্রকুলিশা জন্ম জন্ম শ্রীসম্বর শরণা ॥

৮৬

রাগ—কর্ণাড়ি

রক্তবর্ণদেহ দ্বিভুজ একাস্যা
নগ্ন মকুটকেশা ত্রিলোচনী ॥
নমো দেবী বিদ্যাধরী ত্রিদশালয় ব্যাপিতা
ঋদ্ধি সিদ্ধি দায়নী জগতজননী ॥
দহিন হ্লাদিনী বামপাত্রধারী
বিচিত্র পুষ্পমালা করজ্বল ধারিতা ॥
ভানুমণ্ডলমাঝে প্রজ্বলিতরূপিণী
নানারত্নালঙ্কৃত পুরে প্রবেশনী ॥
ভণই রত্নবজ্রেন বজ্রগীতা
শ্রীবজ্রদেবী চরণ মোরু শরণা ॥

৮৭

রাগ—গন্ধাভৈরবী

ত্রিদল পদ্মগুহ্মণ্ডল মহাসুখ ক্ষরিয়া[১]
দেবী বজ্রবিরাসিনী তত্ত্বজ্ঞানচক্রং ॥ ধ্রু ॥
পিবই রে মহাসুখরস গোকুদহনে
স্বর্গ মোক্ষমার্গ সত্ত্ব উদ্ধারণার্থং[২] ॥
বজ্রবারাহি অভ্যন্তর[৩] গগনে
ত্রিভুবন দেবাসুর নর দেবী ॥
পূজা পূজ্য[৪] গুহ্যাভিষেক অনুত্তর ক্রিয়া
সত্ত্ব নরচিত্ত তত্রে ক্রিয়া সমুচ্চয় ॥
গুরুপ্রসাদে[৫] দুর্গতি নাশন[৬]
ভণই কুলদত্ত আচার্য চরিতা ॥

১ ক্ষরে ২ উদ্ধারণি ৩ আলিঙ্গন ৪ গুহ্য ৫ প্রসাদেন ৬ নাশনং।

৮৮

রাগ—তোড়ি

বারাহিবে স্থিত ত্রিদল সরোজা দিনকর মণ্ডল মধ্য স্থিতা
রক্ত ধর্মোদয়া চাপিয়া তাণ্ডবী মুক্তকেশা দিগম্বরা ॥ ধ্রু ॥
প্রণমামি বাচ্ছলী শ্রীব্রজযোগিনী অনুত্তরবোধিপ্রদায়নী
দ্বিভুজ একমুখ ত্রিণি লোচনা লোহিতবর্ণ প্রজ্বলিতা ॥
ত্রিভুবনব্যাপিনী দহিন করোটিধারী মজ্জপুরিত কপালধারী
চক্রী কুণ্ডল কণ্ঠধারি হাথে লোচক বিভূষিণী ॥
চরণে নৌপুর দহিন কটিয়ে মেখলা নরশিরমালা বিভূষিতা
বিশ্বজননী পরম গুহ্যেশ্বরী ভবভয়তারণী বীরেশ্বরী
সহজানন্দস্বরূপিণী দেবী ঋদ্ধি সিদ্ধি চরণ প্রসাদায়নী ॥

৮৯

রাগ—পঞ্চম

ভাস্কর মণ্ডলমাঝে মণ্ডিতা বিচিত্র রত্নাদীপ জ্বালিতা

রৌদ্র শ্মশানে সঞ্জাত সহজা কৃষ্ণাবর্ণ গীতসংস্থিতা ॥ ধ্রু ॥

বজ্রবারাহি আলিঙ্গন হেরুবই ত্রিভুবন এক সুব্যাপিতা

... ... ভণই অনুপমবজ্র গীতা ॥

৯০

রাগ—মল্লার। তাল—মাথ

শশিয়া কিরণদ্যুতি ললিতাসনে
কিরতিরত্নরাজিতে সুশোভা ॥
নমামি শ্রীবসুধরাদেবী জিনজননী
চিন্তিত মনসারণিধারী[১] ॥
ভদ্রকলস বামকরধারী
ধান্যমঞ্জরি প্রজ্ঞাপুস্তকধারী ॥
নিধিদলসন[২] রত্নমঞ্জরি
গুরুচরণে প্রণমিত ধারী ॥
লোকেশ্বর বজ্রপানি ইলাদেবী
জম্ভল বরুণ[৩]মণ্ডল যক্ষ ॥

১ মনসাম্বরনিধারি ২ দরসন ৩ বর্ণ।

৯১

রাগ—বিভাস। তাল—মাথ

শ্যামকমলোপরি রবিশশিমণ্ডলা রাহুকালাগ্নিমাঝে
মদন হর চাপয়িয়া হুঁ হুঁ তারণ লক্ষণ চক্রমরহিতা ॥
জ্ঞান জ্ঞেয়ী কে রূপ কালচক্র বজ্রমালাভরণবিভূষিতা
অনুত্তর সিদ্ধি প্রদাতা ॥
নীল লোহিত পীত সিত চউবদনা
জটা মুকুট বজ্রমণ্ডিত ষড়্ভূষণা ॥
দ্বাদশ লোচন চতুর্বিশ ভুজা
অষ্ট অষ্ট নীলারুণ সিতবর্ণা ॥
কুশীল ঘণ্টাদি নয়ন শস্ত্র ধরা
শ্রীবিশ্বমাতা আলিঢ়া পদস্থা ॥

৯২

রাগ—মালশ্রী

জিন ধাতু করণ্ডক চতুর মুরুতি
পঞ্চজ্ঞান পঞ্চধাতু স্বরূপা ॥
নমামি নমামি ধর্মধাত্বেশ্বরী
জগতনাথ জগতসত্ত্ব উদ্ধারী ॥
নীল পীত লোহিত শ্যাম শূক্লা
ত্রিভুবনেশ্বরী চতুরদেবী সহিতা ॥
সত্ত্ববিমোহিতা দুঃখবিনাশনী
দুরিতহরণ সর্বপাপক্ষয়ঙ্করী ॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি দেহি মে শান্তি পুরঃসরা
সত গুরু প্রসাদে সিদ্ধি জিন গীতা ॥

৯৩

রাগ—কামোদ

তরণীমণ্ডল আলিকালি মাঝে বংকার-সঞ্জাত তাণ্ডবপদা
বেদবদনা দ্বাদশনয়না দ্বাদশভুজ সিতরক্তাঙ্গি ॥
নমামি শ্রীবজ্রবারাহি বজ্র ঘণ্ট নরচর্ম ত্ররিয়া
কপাল খট্টাঙ্গ পাশাঙ্কুশধারী ডমরু করোটি মুণ্ড ব্রহ্মশির ॥
নীল পীত হরিত রক্তশ্যামা দ্রংষ্ট্রাকরাল ভীষণবদনা
ষড়মুদ্রাভরণা খণ্ডমণ্ডিতমেখলা ঘোররাবা নৌপুর শোভা ॥
কেয়ূর বাজন্তি অতিস্থন্দরা ত্রিভুবনরায়া মোক্ষফলদা
পূর্বদ্বার স্থিত ডাকিনী দেবী সিংহবক্ত্রা অতিভীষণা ॥
উত্তর দ্বারে স্থিত শূকরমুখী লামাদেবী খণ্ডোরহাত ভীষণবদনা
দক্ষিণ দ্বারে স্থিত রূপিণীদেবী অশ্ববক্ত্রা উগ্ররূপী ॥
ত্রিনেত্র বিশ্বভূষিত কপাল খট্টাঙ্গ করোটি মুণ্ডমালা হাথে ধারী
দ্বিভুজা বরবংশ শ্রীবিক্রমকুলিশ গাবন্তি তব গীত বজ্রবারাহি
শরণ ॥

৯৪

রাগ—কামোদ। তাল—খঙ্গকাল

প্রজ্বলিত হুঙ্কারোদ্ভব স্ফুরুতি ইন্দ্রনীলাব্জ দ্যুতি[১] দেহা
বিশ্বাব্জ স্থিত সৃষ্টিকরণং রত্নমকুট ক্রোধাধিপং ॥
নমামি শ্রীপ্রচণ্ডবীরং ভব বিন্দুর সিন্ধুর তরণং
বিশ্বনাথ ত্রিভুবনব্যাপিতং বেদারি[২] ধ্বংসনকরণং ॥
অষ্ট[৩]জানুস্থিত ত্রিভুবনবীরং সব্যে তীক্ষ্ণা খড়্গধারী[৪]
বাম তর্জনী ভৃংধিপাশধরণং ভবারিত্রাসন[৫] বন্ধনকরণং ॥
নানা রত্নহার নৌপুরা কাঞ্চি[৬]মেখলা ভূষিত দেহা
দ্রংষ্ট্রাকরাল ভীষণবদন ত্রিভুবনরায়া প্রচণ্ডবীরা ॥
বীরাধিপতি সর্বভয় হরণং প্রেতপিশাচাদি শান্তন মনসা
সুরনর যক্ষাদি বন্দিত পাদং সর্বসিদ্ধি মোক্ষ ফলদং ॥
নমামি শ্রীপ্রচণ্ডবীরং ক্রোধাধিপতি ত্রিরত্ন ভবনং ॥

১ খুঁতি, অতি ২ বেদারী, বেদালী, দেহহারী, বেদারি দাস ৩ অনন্ত
৪ খড়্গাগদধানং, খড়্গাদণ্ডানং ৫ ভংবানিদাসন ৬ কন্তি।

৯৫

রাগ—মালশ্রী

নমামি নমামি শ্রীবজ্রযোগিনী
তরুণীমণ্ডল মাঝে প্রজ্বলিত দেহা ॥ ধ্রু ॥
নমামি শ্রীবজ্রযোগিনী লোহিত বর্ণাভা
অনুত্তর বোধিপ্রদায়নী দেবী ॥
ত্রিভুবনব্যাপিত দহিন করোটিধারী
সহজানন্দরূপিণী দেবী ॥
কূটাঙ্গার মনোহর মণ্ডলা
বাম খর্পর কেতু খট্টাঙ্গধারী ॥
রক্ত ধর্মোদয়া চাপই তাণ্ডব
প্রণমামি বাচ্ছলি গুহেশ্বরী ॥

৯৬

রাগ—মল্লার

সূর্যমণ্ডল মাঝে দ্বিভুজ একমুখ
লগ্ন[1] মকুট কেশ ত্রিনয়না ॥ ধ্রু ॥
নমামি শ্রীবুদ্ধ ডাকিনী ত্রিভুবনেশ্বরী
ঋদ্ধি সিদ্ধি দেবী মোক্ষফল প্রসাদা ॥
দহিন কুলিশধর বামকর খর্পরা
রক্তরূপী দেবী গগনবাসিনী ॥
রত্নপুরী নিবাসিত ওড়িয়ান পীঠে
শ্রীবিদ্যাধরী দেবী সুরনরবন্দিতা ॥
সতগুরু প্রসাদে শ্রীসিদ্ধিবজ্র গীতা
জন্ম জন্ম মোরু সিদ্ধি ফল প্রসাদা ॥

১ নগ্ন।

৯৭

রাগ – কর্ণাটি। তাল—ঝপ

হেবজ্র[১] নৈরাত্মা দেবী ত্রিভুবন নাথা
পঞ্চজিন ব্যাপিতা পঞ্চবর্ণ দেহা ॥
নমামি নমামি শ্রী গোপুচ্ছাগ্র চৈত্যা
হেরুক শ্রীগুহ্যেশ্বরী বজ্রযোগিনী শূণ্যতা ॥
পূর্বদিগ[২] শ্রীভৈরব[২] নীলবর্ণা
দহিন পাত্রধারী বাম বিন্দু ধরা ॥
ঘস্মরী চৌরী যোগিনী দেবী
গাবন্তি লীলাবজ্র[৩] হূংকার সংবজ্রা ॥

১ শ্রীবজ্র ২-২ পূর্বদিগাস্থিত ভৈরব ৩ নীলবজ্র।

৯৮

রাগ—ভাস

ত্রিদলকমল চন কুসুম রসঙ্গে মধুকর হেরুও হরিণা
শ্রীবিরুপাক্ষেত্র খগমুখ দেবী মদনেপালয় থাপিতা ॥
নমামি শ্রীনৈরাত্মাদেবী ত্রিভুবনমাতা বচ্ছলা দেবী শ্রীমৃগস্থলী
সয়র সুরাসুর বন্দিত চরণে অনেক ঋদ্ধিসিদ্ধি বর প্রসাদা ॥
নন্দনবনমিব চন্দনতরব অনেক কুসুম পারিজাতবনে
নিত্যগঙ্গাসম বাগমতী তীরে অনেক তীর্থ সুরক্ষিত বনে ॥
অষ্ট ভৈরব অষ্টযোগিনী দেবী অনেক সুরাসুর দেব ক্ষেত্রপাল
বিশ্ববিয়াপিত তারুণী মাতা অথয় নিরঞ্জন জ্যোতিময়
অভিমত সুখফল দায়নী দেবী জন্ম জন্ম তুংজ পায় শরণা ॥

নির্ঘণ্ট

খ

ঝ

থ

দ

৯

ল

ষ

(* তারকা চিহ্নিত শব্দগুলি পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যার পাশে তারকা চিহ্ন থাকলে প্রথম সংখ্যাটি পদসংখ্যা ও দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাদটীকার সংখ্যা বোঝাবে।)

অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের স্বহস্তে লিখিত চারটি নোটবুকে উল্লিখিত পদের প্রথম পংক্তি

(১) পুথি (খ)

			রাগ	তাল
পৃষ্ঠা	১	ওঁ নমঃশ্রী পদ্ম নৃত্যেশ্বরায় (রাগমালা)	—	—
		ধর্মধাতু জিন স্বয়ানন্দ কালিকা	—	—
,,	২	ত্রিভুজা চাখেই জোইনি অংকবারি	কনদি	—
,,	৩	ভাস্বর খগ মুহ বজ্রচিত্ত রে ধর্মোদয়া	ভৈরবী	—
,,	৪	জিন জিক রত্নধুকা আলোলিক প্রজ্ঞাধুকা	ভৈরবী	—
,,		জিনবর জননী প্রভাস্বর রমণী	বসন্ত	—
,,	৫	হুঁ বীজ সম্ভব ধবর বর্ণাভা	—	—
,,		ওঁ খবজ্র ধৃক বজ্র হুঁকারা রে	ভৈরবী	ঝপ
		পবন শিখি জলভূমেরু মাঝে স্থিতি	—	—
,,	৬	কুলিশ পদ্মভব জিনধাতু বিজয়া	ভাস	—
		সরোজপত্র নয়ন ত্রিভুবন নাথ	রামকরী	জাতি
		ত্রিদল কমলচন কুসুম রসংগে	ভাস	—
,,	৭	নন্দনবনমিব চন্দনতরব অনেক কুসুম	—	—
		শতশত হাথে তোলা মণ্ডলা	বরাড়ি	—
,,	৮	পদ্মোপরি ইন্দুমণ্ডলা সনস্থ সব্যেকর	নাট	—
		কবন রূপ লোকে কবন সুখঃবির্দ্যা	—	—
,,	৯	চিয়ং যোগী চিয়ং বিনয় আনন্দ	—	—
		একালা মুহ মণ্ডলচক্র দহদিগ জিন ফলনো	তোড়ি	ঝপ
,,	১০	মহাপঞ্চপাত্র সময়াচারী তু বয়িথা (ঠা) বে	ললিত	ঝপ
		সর্বায়ারে কাল বিকালে	বরাদি কামোদ	খট কঙ্কাল
,,	১১	সহস্র দলমাঝে জোতিরূপ বুদ্ধ পুষ্করণে নানা কুসুম	ভাস	মাঠ
		ভানু মণ্ডল মাঝে জলিত হুঁকারা	মল্লার	—
,,	১২	চারিচরণ সংচাপয়িয়া চউমালা	মল্লাট	—
		পহুঁ মৈত্রী ভূবি বজ্র অহো মা শুদ্ধস্বভাব	মচালি	—
,,	১৩	বোহচিয়ারে কণ্ঠে খট্টাংগ হাথে ডমরু শুণ্যাহা	দেশার	—

(২) পুথি (গ)

			রাগ	তাল
পৃষ্ঠা	১	অধয় নিরঞ্জন অদ্বয় অনুপম	নিবেদ	মাথ
”	২	বিথয় বিঁথয় বিন্দু পবন আ সংযোগে	ললিত	জপ
”	৩	গোকুদহন পঞ্চ জ্ঞান স্বরূপং	গন্ধাভৈরবী	জপ
		ষট যোগিনী দেবী ত্রিভুবন ব্যাপিনী	কর্নড়ি	জপ
		অনিল অম্বুল জলজো ভূও মাঝে	প্রতমঞ্জলি	মাঠ
”	৪	অনুত্তর তথতা বংকার সংভব (কলসপূজা গীত)	ললিত	জপ
”	৫	নম হুঁ অকার রূপ ধরু	ভৈরবী	ত্রিহুরা
		ত্রিচক্র রবিশশি মণ্ডল মাঝেস্থিতি (দেবপূজা গীত)	মারশ্রী	মাঠ
”	৬	উদিতা তরঙ্গিম্বা পবনধুতা	বিভাস	মাথ
		বিবিহ বিহস্থু র মা রবিশশিবদনে	গন্ধাভৈরবী	জাপ
		হুঁ বীজসম্ভব খসম দেহা	কামোড়	খটকংকাল
”	৭	চক্রিকুণ্ডল কণ্ঠি রোচক মেখল ভূষিত	গুড়ক্রি	—
		জিনবর জননী প্রভাস্বর মন্তে	বসন্ত	—
”	৮	সকল জগতগুরু সম্বর বীরা	নাট	—
		কবনে রূপ লোকেশ্বর কবনে রূপ বুদ্ধো	নাট	—
”	৯	সর্বাক্রান্তা মহাসুখ ক্ষরিয়া চউ আনন্দ দেহা	ধনাশ্রী	—
		শ্রী মঞ্জু নাথবর মহাচিন বিজয়া	কর্ণড়ি	—
”	১০	কোলায়ি লৈ থিয়া বোলা মুমুনিরে	তোড়ি	মাথ
		কোলঅ রে চিঅ বোল (রাহুল আবিষ্কৃত পদ)		
”	১১	অতসিকুসুম দ্যুতি দেহ প্রভাস্বরা	বসন্ত	দুর্জ্জমান্
		প্রমোদিতা দিদশভূমি সুন্দরিসম মেরুমণ্ডল	মধুমং	দুর্জ্জমান্
”	১২	পঞ্চকপাল ধারিত মোলি পঞ্চজ্ঞান	তোড়ি	কংটকঁকাল
		মধুরিপু ত্রিপুরা ভয়নিকুরালা	মঙ্গল বসন্ত	খঙ্ককাল
”	১৩	হংবিনী সরোবর বিরাসই কয়সে	গুড়ক্রি	মাথ
		তিজগং ভুব অবধুব হেরুব লায়া	মারব	—
		সূর্য্যমণ্ডল মাছে বিভুজ একমুখ	মল্লার	—

পৃষ্ঠা	১৪	বজ্রি যোলি বেতালি চণ্ডালি	মালব	—
		চণ্ডাগ্র শ্মশানে শিলসবৃক্ষা	ভৈরবী	—
,,	১৫	দ্বিভুজ একমুখ ত্রিনেত্রং নিলবর্ণাং	শৃঙ্গার মারশি	—
		ত্রিনি লোয়ন চতুব্রহ্ম বিহারা	গন্ধা ভৈরবী	—
,,	১৬	সর্ব্ববুদ্ধবিবুদ্ধগণ মণ্ডিতা বিশ্বমার ছেদনী	ত্রাবলি	—
		রক্তবর্ণ দেহ দ্বিভুজ একাস্থা	কর্ণাড়ি	—

(৩) গ (পুথি)

			রাগ	তাল
পৃষ্ঠা	১	ত্রিদল পদ্ম গুহ্যমণ্ডল মহাসুখ ক্ষরিয়া	গন্ধাভৈরবী	—
		বারাহি বে স্থিত ত্রীদল সরোজা	তোড়ি	—
,,	২	বাসকর (ভাস্কর) মণ্ডলমাঝে মণ্ডিতা	পঞ্চম	—
		ষোড়শ হায়ে তরুণি কি জে শিল বাসা	ললিত	ঝপ
,,	৩	প্রবিশতু ভগবন মহামোক্ষপুরে	ভৈরবী	একতাল
		সহজ সরোরুহ হেরুও লায়া	নাট	ঝাটি
,,	৪	বামা দহিন এহুয়ি ঘরই	মারসি	মাথ
		কোই রে বংশা বাজিরে বীণা	বরাদি	জপ
		চন্দ্রাদিতল সংকসজ্জ	বসন্ত	ঝপ
,,	৫	অহুত হাথের বুরাসি সিদ্ধা	মল্লার	মাথ
		কটিয়ে করুত দেবী রুণ্ড মালা ক্ষারে	বিভাস	ঝপ
,,	৬	উর্দ্ধ রক্ত পিঙ্গল কেশা নাচয়ি হেরুব	রামকরী	জটি
		চক্রী চক্রী মোদিরে দহনী চণ্ডালী	ধনশ্রী	ঝপ
		নাভিমণ্ডলমাঝে উতভবিতা	বিভাস	মাঠ
,,	৭	ত্রিভুবন জলিত মুকতি অনুরায়েন	গন্ধা ভৈরবী	ঝপ
		নির্মল গয় তু সোহিত অগ্নে	কন্নড়ি	ঝপ
		সকর জগত গুরু সম্বর বীরা	নাট	যতি
,,	৮	শশিয়া কিরণ দ্যুতি ললিতাসনে	মল্লার	মাথ
		চিত্ত বিসময় রে মনাভঙ্গ সয়রে	নিরবেদ	—

পৃষ্ঠা	৯	শ্যাম কমলোপরি রবিশশি মণ্ডলা	বিভাস	মাথ
		জিনধাতু করংডক চতুর মুরুতি	মালশ্রী	—
		তরনীমণ্ডল আলিকালি মাঝে	কামোদ	—
,,	১০	সর্বাষারে কালবিকালে (২টি চরণ মাত্র)	ব (চ) লাদি	মাথ
,,	১১	চিন্নাং বিসময় মনোভংগ সেবা ভাবন্ত	নির্বেদ	ঝপ
		ত্রিদল সরোরুহ দিনকর মণ্ডল	সুপ্রতিষ্ঠা নাটক	এক
,,	১২	অমল ত্রিদরো সরোরুহ বিরাজিতা	গুজলি	মাথ
		পঞ্চ তথাগত মেরিয়া রে	ভৈরবী	ঝপ
,,	১৩	পদ্মদলমাঝে বৈখরী বজ্রতারুণি	পঞ্জলি	—
		বাম খৎপর ধর দহিন করটি	—	—
,,	১৪	সকল জগত সংসার রূপাহং	নাট	—
		আদিশূন্য স্বভাব বিশ্ব	বরাড়ি	—
,,	১৫	ধবলসুধা সংধাময় কমলবরে	—	—
		তীনি লোয়ন চউ বন্ধবিহারা	ভৈরবী	ঝপ
		অষ্টদল সরোজ উভও পকাশিত	ললিত	—
,,	১৬	পরি বসন চউ চাপয়ি মারা	নাটক	—

কাগজ কেটে বানানো খাতা

			রাগ	তাল
পৃষ্ঠা	১	নির্মানাদি চতুঃষষ্টিদল সরোরুহ মধ্যে গত	ভৈরব	একতাল
,,	২	জয়ত্বাচ্ছলি হেরুব করয়ি সয়ের সুরাসুর	পঞ্চম	ত্রিপুরা
,,	৩	মধ্যে মেরু মহামণি কনকরাজিতে	ভৈরবী	ঝপ
,,	৪	হুং হুং দেহধরু সংসারতনু	রামকরী	মাথ
,,	৫	রক্তবর্ণ ত্রিনি লোয়ন সুন্দরী (মামকিপূজা)	নাট	জতি
,,	৬	মায়াং জাল বিন্দু সদৃশা শরীনা	দেশার	—
,,	৭	প্রজ্জ্বলিত হুংকার রোল ভবমুকুতি	কামোদ	খঙ্কাল
,,	৮	শূন্য নিরঞ্জন পরমপ্রভুং শূন্যে মায়া সংহাবু	রামকরী	মাথ
,,	৯	বজ্রযোগিনী হেরুব লায়া	মালশ্রী	মাথ
		নমামি নমামি শ্রীবজ্র যোগিনী	মালশ্রী	—

,,	১০	শ্রীবজ্রনৈরাত্মা দেবী ত্রিভুবন নাথা	কর্ণাট	ঝপ
,,	১১	উরঙ্গা আভরণ শ্রী চিত্ততনু শোভা	গুর্জরী	জতি
,,	১২	দ্বিভুজ একমুখ রক্তবর্ণা	বিভাএ	মাথ
,,	১৩	ওঁ হ্রীং আচমনং প্রোক্ষমণং প্রতিচ্ছ স্বাহা	—	—
,,	১৪	জ্বলিত বজ্রানল রবিশশি কুঞ্চিত	পঞ্চম	ঝপ
,,	১৫	ধূমাঙ্গারী চন্দ্রকরারী	সন্ধ্যাভৈরবী	চম্পতি
,,	১৬	জয় জয় বাচ্ছলি সম্বর স্বভাস্বরী	ভৈরব	মাথ
,,	১৭	হাড়াভরণ ক্রিয়াস্থিরে সম্বর	অহেত্তি	মাথ
,,	১৮	ধর ধর হূ ধর ধরাধরে	বিভাস	মাথ
,,	১৯	ধর্মধাতু জিন হৃদয়ানন্দ কালিকা (রাগমালা)	—	—
,,	২০	বিশ্বসরোরুহ বিন্দু বিম্বা	সন্ধ্যাভৈরবী	চম্পতি
,,	২১	হরশির মকুট কিরন্তি মণি	সন্ধ্যা (?) ভৈরবী	ঝপ
,,	২২	এ মহিমণ্ডল হেরু সমুদ্রা	ভৈরবী	শনি

রাগ বা তালের উল্লেখ না থাকলে '—' দেওয়া হয়েছে।

—